একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

এপ্রিল ২০২৫

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

অধিবেশন নম্বর	অধিবেশন শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	বৈচিত্র্যের ধারণা	৭
২	একীভূত শিক্ষা ও এর ক্ষেত্রসমূহ	১৩
৩	একীভূত শিক্ষা ও মানসম্মত শিক্ষা বিশ্লেষণ	১৯
৪	বৈষম্য থেকে সর্বজনীনতা	২১
৫	বৈষম্য বিশ্লেষণ, চ্যালেঞ্জ শনাক্তকরণ এবং সমাধানের উপায়	৩২
৬	আচরণ ব্যবস্থাপনা	৩৭
৭	মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকা	৫৫
৮	একীভূত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা	৭৭
৯	একীভূত শিক্ষার আলোকে উপকরণের ব্যবহার	৮৩
১০	একীভূত শিক্ষার আলোকে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া	৯৩
১১	একীভূত শিক্ষার আলোকে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া (চলমান)	১০৩
১২	একীভূত শিখন শেখানো অনুশীলন ও ফলাবর্তন	১১২
১৩	একীভূত শিখন শেখানো অনুশীলন ও ফলাবর্তন (চলমান)	১১৩
১৪	বিদ্যালয়ে একীভূত শিখন পরিবেশ তৈরি	১১৫
১৫	বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা	১২০
১৬	প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি	১২৭
১৭	একীভূত মূল্যায়নের ধারণা	১৪৪
১৮	একীভূত মূল্যায়নের অনুশীলন	১৫২

প্রশিক্ষণ সহায়কের করণীয়

অধিবেশন পরিচালনার পূর্বে

- সদস্যের সংখ্যা অনুযায়ী আসন বিন্যাস করা
- তথ্যাবলি, লিফলেট ও প্রাসংগিক সহায়ক তথ্য পড়া
- অধিবেশন পরিচালনায় সহায়কের করণীয় অংশের নির্দেশনা অনুক্রম/ ধাপ জেনে নেওয়া
- ব্যবহার্য উপকরণের তালিকা তৈরি করা
- তালিকা অনুযায়ী উপকরণ/তথ্যাদি তৈরি ও সংগ্রহ করা
- অধিবেশন পরিচালনার ধাপ অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে উপকরণসমূহ সাজিয়ে রাখা
- শুরুতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে জড়তাভঙ্গের জন্য কোন আনন্দদায়ক কাজ করা
- অধিবেশন কক্ষ পরিচ্ছন্ন ও বিন্যস্ত করা
- ফ্লিপচার্ট, বোর্ড, প্রজেক্টরসহ অন্যান্য উপকরণ যথাস্থানে স্থাপন করা ইত্যাদি।

অধিবেশন চলাকালীন

- অংশগ্রহণকারীদের ধারণা / অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করা
- অংশগ্রহণকারীদের বলতে উৎসাহিত করা
- অংশগ্রহণকারীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা
- ধাপ অনুযায়ী অধিবেশন পরিচালনা করা
- সকলের সাথে দৃষ্টি সংযোগ করে কথা বলা
- সময়ের সদ্ব্যবহার করা
- অংশগ্রহণকারীদের প্রতি সমান গুরুত্ব প্রদান করা
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অধিবেশনের কাজ শেষ করা
- অধিবেশনে উদ্দীপকের ব্যবস্থা করা
- প্রশিক্ষণ কক্ষের নিয়মাবলী প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা
- প্রত্যেক অধিবেশনের শিখনফল ও কার্যাবলির বিস্তারিত বিবরণ জানা
- প্রসঙ্গো থেকে অধিবেশনের মূল বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা
- প্রশিক্ষণার্থীদের কাজগুলোকে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা
- দলগত কাজের সময় পরিবীক্ষণ করা এবং মনে করা যে সহায়ক নিজেই দলের একজন সদস্য
- সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- দল গঠনের ক্ষেত্রে সমতার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া
- হাসিখুশি থাকা ও কথা বলার সময় যথাযথ শারীরিক ভাষা প্রয়োগ করা
- শ্রবণযোগ্য স্বরে চলিত রীতিতে কথা বলা ইত্যাদি।

অধিবেশন পরিচালনার পর

- পরবর্তী দিনের আসন বিন্যাস ঠিক করা
- উপকরণসমূহ পরবর্তীতে অধিবেশন পরিচালনার জন্য গুছিয়ে রাখা
- অধিবেশন সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা
- পরিচালিত অধিবেশন সম্পর্কে স্ব-অনুচিন্তন (Self reflection) করা ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণে ব্যবহার্য উপকরণসমূহ

সাধারণ উপকরণ

- হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার
- প্রজেক্টর
- ফ্লিপচার্ট স্ট্যান্ড ও ফ্লিপচাট
- পিনপুশ বোর্ড
- পুশপিন, ডাস্টার, নির্দেশক কাঠি ইত্যাদি
- পোস্টার পেপার
- VIPP কার্ড
- পাঠ পরিকল্পনা ছক
- কাঁচি
- কাগজ ইত্যাদি।

মুদ্রিত উপকরণ

- দিনের কর্মসূচি
- তথ্যপত্র
- নিয়মাবলির চেকলিস্ট
- প্রাথমিক স্তরের বাংলা পাঠ্যপুস্তকের সেট
- প্রাথমিক স্তরের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ইত্যাদি।

অন্যান্য:

- ভিডিও ক্লিপ

প্রশিক্ষণসূচি

প্রথম দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়বস্তু
	০৮:৩০-০৯:০০	রেজিস্ট্রেশন
	০৯:০০-১০:৩০	পরিচিতি, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণের নিয়মাবলি ও অনুচিন্তন
	১০:৩০-১১:০০	চা বিরতি
১	১১:০০-০১:০০	বৈচিত্র্যের ধারণা
	০১:০০-০২:০০	মধ্যাহ্ন বিরতি
২	০২:০০-০৩:৩০	একীভূত শিক্ষা ও এর ক্ষেত্রসমূহ
	০৩:৩০-০৩:৪৫	চা বিরতি
৩	০৩:৪৫-০৫:০০	একীভূত শিক্ষা ও মানসম্মত শিক্ষা বিশ্লেষণ

দ্বিতীয় দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়বস্তু
	০৯:০০-০৯:৩০	পর্যালোচনা
৪	০৯:৩০-১১:০০	বৈষম্য থেকে সর্বজনীনতা
	১১:০০-১১:৩০	চা বিরতি
৫	১১:৩০-০১:০০	বৈষম্য বিশ্লেষণ, চ্যালেঞ্জ শনাক্তকরণ এবং সমাধানের উপায়
	০১:০০-০২:০০	মধ্যাহ্ন বিরতি
৬	০২:০০-০৩:৩০	আচরণ ব্যবস্থাপনা
	০৩:৩০-০৩:৪৫	চা বিরতি
৭	০৩:৪৫-০৫:০০	মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকা

তৃতীয় দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়বস্তু
	০৯:০০-০৯:৩০	পর্যালোচনা
৮	০৯:৩০-১১:০০	একীভূত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা
	১১:০০-১১:৩০	চা বিরতি
৯	১১:৩০-০১:০০	একীভূত শিক্ষার আলোকে উপকরণের ব্যবহার
	০১:০০-০২:০০	মধ্যাহ্ন বিরতি
১০	০২:০০-০৩:৩০	একীভূত শিক্ষার আলোকে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া
	০৩:৩০-০৩:৪৫	চা বিরতি
১১	০৩:৪৫-০৫:০০	একীভূত শিক্ষার আলোকে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া (চলমান)

চতুর্থ দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়বস্তু
	০৯:০০-০৯:৩০	পর্যালোচনা
১২	০৯:৩০-১১:০০	একীভূত শিখন শেখানো অনুশীলন ও ফলাবর্তন
	১১:০০-১১:৩০	চা বিরতি
১৩	১১:৩০-০১:০০	একীভূত শিখন শেখানো অনুশীলন ও ফলাবর্তন (চলমান)
	০১:০০-০২:০০	মধ্যাহ্ন বিরতি
১৪	০২:০০-০৩:৩০	বিদ্যালয়ে একীভূত শিখন পরিবেশ তৈরি
	০৩:৩০-০৩:৪৫	চা বিরতি
১৫	০৩:৪৫-০৫:০০	বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা

পঞ্চম দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়বস্তু
	০৯:০০-০৯:৩০	পর্যালোচনা
১৬	০৯:৩০-১১:০০	প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি
	১১:০০-১১:৩০	চা বিরতি
১৭	১১:৩০-০১:০০	একীভূত মূল্যায়নের ধারণা
	০১:০০-০২:০০	মধ্যাহ্ন বিরতি
১৮	০২:০০-০৩:৩০	একীভূত মূল্যায়নের অনুশীলন
	০৩:৩০-০৩:৪৫	চা বিরতি
১৯	০৩:৪৫-০৫:০০	প্রশিক্ষণ উত্তর মূল্যায়ন ও সমাপনী

১ম দিন	শিরোনাম: বৈচিত্র্যের ধারণা	অধিবেশন: ০১

সময়: ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

শিখনফল:

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ:

- বৈচিত্র্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যময় সক্ষমতার ধরন বর্ণনা করতে পারবেন।

উপকরণ: ভিডিও, ভিপ কার্ড, পোস্টার পেপার, মার্কার, তথ্যপত্র ইত্যাদি।

পদ্ধতি ও কৌশল: আলোচনা, একাকী কাজ, দলগত কাজ ও অন্যান্য।

কাজ ১: বৈচিত্র্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারা **সময়: ৪৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন এবং ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করুন। এরপর বলুন, এখন আমরা একে অপরকে জানবো।

২. পরিচিতি পর্বে অংশগ্রহণকারীদের জোড়ায় আলোচনা করে বন্ধুর নাম, প্রিয় খাবার, প্রিয় স্থান, প্রিয় শখ এবং পছন্দ ও অপছন্দ সম্পর্কে লিখতে বলুন। এজন্য সবাইকে ভিপ কার্ড দিন। তারপর অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে ভিপ কার্ডগুলো সংগ্রহ করে ভিন্নতা বিবেচনায় নিয়ে আলাদা করে দেয়ালে/বোর্ডে পিন দিয়ে লাগান। ভিপ কার্ডে লেখা বৈচিত্র্য/ভিন্নতাগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। এভাবে পরিচিতি পর্বটি সম্পন্ন করুন।

৩. অংশগ্রহণকারীদের বলুন, পরিচিতি পর্বে আমরা দেখেছি, আমাদের নাম, অবস্থান, পছন্দ ও অপছন্দ ইত্যাদির মধ্যে অনেক ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য রয়েছে। আমরা একজন অন্যজন থেকে আলাদা (উদাহরণস্বরূপ বলুন-নাম, প্রিয় খাবার, প্রিয় স্থান, প্রিয় শখ, পছন্দ ও অপছন্দ ইত্যাদি সবারই ভিন্ন ভিন্ন)। এই বৈচিত্র্য থাকাটাই স্বাভাবিক বরং না থাকাই অস্বাভাবিক। সমাজে বেঁচে থাকার জন্য এই ভিন্নতাই শক্তি।

৪. অংশগ্রহণকারীদের সংযুক্ত ভিডিওটি (খরগোশ ও কচ্ছপ) দেখতে আহ্বান করুন।

৫. ভিডিও দেখা শেষে অংশগ্রহণকারীদের নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করুন:

- খরগোশ ও কচ্ছপের মধ্যে কী কী ভিন্নতা/বৈচিত্র্য রয়েছে?
- তাদের সক্ষমতার ক্ষেত্রগুলো কী কী?
- মানব জীবনের সঙ্গে প্রদর্শিত প্রতিযোগিতার তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে কোন ক্ষেত্রটির মিল রয়েছে?

৬. প্রত্যেককে একাকী ভাবতে বলুন এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হতে ৩/৪ জনকে (নারী-পুরুষ এবং নবীন-প্রবীন বিবেচনায় রেখে) তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করতে বলুন।

৭. অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন-

> খরগোশ ও কচ্ছপের গল্পে ভিন্নতাকে দুর্বলতা হিসেবে নয়, বরং পরিপূরক শক্তি হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। এটি শিক্ষা দেয় যে: **প্রতিটি ভিন্নতার গুরুত্ব রয়েছে, সাফল্যের জন্য একাধিক গুণের সমন্বয় প্রয়োজন, ভিন্নতাকে দুর্বলতা ভাবার কোন সুযোগ নেই এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে**। এই গল্পটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় - **"জগতে সকলেরই স্থান আছে, যদি তারা নিজেদের অনন্যতা/ভিন্নতা চিনতে পারে এবং তা কাজে লাগায়।"**

৮. তথ্যপত্রের আলোকে 'ভিন্নতাই শক্তি' সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

কাজ ২: শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যের ধরন বর্ণনা করতে পারা **সময়: ৪০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলুন- আমরা যেমন আমাদের মধ্যে, প্রকৃতির মাঝে বৈচিত্র্য দেখতে পাচ্ছি, এমন বৈচিত্র্য কি আমরা শ্রেণিকক্ষে দেখতে পাই?

২. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমরা যে যে বৈচিত্র্য দেখতে পাই, অংশগ্রহণকারীদের একটি করে ভিপকার্ডে লিখতে বলুন।

৩. লেখা শেষ হলে সবগুলো ভিপকার্ড পুশপিন বোর্ডে বৈশিষ্ট্যের মিলের ভিত্তিতে সাজান। অংশগ্রহণকারীগণের মধ্য থেকে কয়েকজনকে পড়তে বলুন।

৪. তথ্যপত্রের আলোকে 'শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যময় সামর্থ্যের ধারণা' পিপিটি তৈরিপূর্বক সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫. ধন্য বাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

শিখন প্রতিফলন **সময়: ০৫ মিনিট**

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিখন প্রতিফলন যাচাই করুন।

তথ্যপত্র	শিরোনাম: বৈচিত্র্যের ধারণা	অধিবেশন: ০১

কাজ ১: বৈচিত্র্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারা

১.১ ভিডিও লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=u0fr_Lk3hXE

১.২ ভিন্নতাই শক্তি

মানব সমাজ একটি অসাধারণ মোজাইকের মতো, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি, সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা ও চিন্তাধারা একেকটি অনন্য টুকরো। এই ভিন্নতাগুলোই সমাজকে গতিশীল, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করে তোলে। প্রকৃতির মতোই মানব সমাজের সৌন্দর্য এবং শক্তি তার বৈচিত্র্যের মধ্যেই নিহিত। ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প, রাজনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রমাণিত যে, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ই সৃষ্টি করেছে মহৎ আবিষ্কার ও সামাজিক পরিবর্তন।

১. বৈচিত্র্য সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে বাড়ায়
যখন ভিন্ন পটভূমির মানুষ একত্রিত হয়, তখন তাদের চিন্তার সংঘাত ও সমন্বয় নতুন ধারণার জন্ম দেয়। উদাহরণস্বরূপ, সিলিকন ভ্যালির সাফল্যের পেছনে রয়েছে বিশ্বজুড়ে আসা প্রকৌশলী, ডিজাইনার ও উদ্যোক্তাদের সম্মিলিত প্রজ্ঞা। গবেষণায় দেখা গেছে, বৈচিত্র্যপূর্ণ দল সমস্যা সমাধানে বেশি সক্ষম, কারণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি একমুখী নয়।

২. বৈচিত্র্য সহনশীলতা ও শান্তি গড়ে তোলে
যে সমাজে নানা ধর্ম, বর্ণ ও সংস্কৃতির মানুষ পারস্পরিক শ্রদ্ধায় বসবাস করে, সেখানে সহিংসতা কম। দক্ষিণ আফ্রিকার আপার্টহাইট পরবর্তী সময়ে নেলসন ম্যান্ডেলা "রেইনবো নেশন" ধারণার মাধ্যমে সকল জাতিকে একত্রিত করেছিলেন। এটি শেখায় যে, ভিন্নতা ভেদাভেদের কারণ নয়—বরং সম্প্রীতির হাতিয়ার।

৩. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চাবিকাঠি
বিশ্বব্যাংকের মতে, বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ ও প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থনৈতিকভাবে বেশি স্থিতিশীল। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির শক্তির মূল কারণ হলো অভিবাসীদের দক্ষতা ও শ্রম। একইভাবে, বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে নারী-পুরুষের সমন্বিত অংশগ্রহণ এ খাতকে বিশ্বসেরায় পরিণত করেছে।

৪. সংস্কৃতির আদান-প্রদান ও শিল্পের বিকাশ
ভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধন শিল্প, সাহিত্য ও সংগীতকে সমৃদ্ধ করে। বাংলার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সমন্বয়ে গীতাঞ্জলি রচনা করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। আফ্রিকান ড্রাম, ল্যাটিন নাচ বা বাঙালির বাউল গান সবই আজ বিশ্বসাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, কারণ মানুষ ভিন্নতাকে আলিঙ্গান করেছে।

৫. বৈচিত্র্য প্রাকৃতিক ও সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায়
যেমন প্রকৃতিতে জীববৈচিত্র্য বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করে, তেমনি সমাজেও নানা মতাদর্শ ও দক্ষতা সংকট মোকাবিলায় সাহায্য করে। কোভিড-১৯ মহামারীর সময় বিভিন্ন দেশের সমন্বিত গবেষণা ভ্যাকসিন তৈরিকে তরান্বিত করেছিল।

৬. ব্যক্তিগত বৃদ্ধি ও আত্মবিশ্বাস
বৈচিত্র্যময় পরিবেশ মানুষকে নমনীয় ও শিখতে উদ্বুদ্ধ করে। একটি শিশু যখন ভিন্ন ভাষা বা সংস্কৃতির সহপাঠীর সাথে বড় হয়, তার সহানুভূতি ও বুদ্ধিমত্তা বিকশিত হয়।

ভিন্নতা মানবতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। এটি আমাদেরকে শেখায় কীভাবে অন্যদের দৃষ্টিতে বিশ্ব দেখা যায়, কীভাবে সহযোগিতার মাধ্যমে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করাই হলো আধুনিক ও টেকসই সমাজ গড়ার মূলমন্ত্র।

কাজ ২: শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যময় সামর্থ্যের ধারণা বর্ণনা করতে পারা

২.১ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যময় সামর্থ্য

শ্রেণিকক্ষ এমন একটি স্থান যেখানে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক একে অপরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে, এবং শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন জ্ঞানের প্রবাহ ঘটে। তবে, শ্রেণিকক্ষে শুধুমাত্র একধরনের শিক্ষার্থী থাকতে পারে না, বরং এখানে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্য বিদ্যমান। শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্য মানে তাদের মধ্যে ভিন্নতা যেমন, বুদ্ধিমত্তা, শখ, অভ্যস্ততা, মনোভাব, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পটভূমি, শারীরিক সক্ষমতা এবং অন্যান্য দিক থেকে ভিন্নতা। এই বৈচিত্র্যই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্যকে গড়ে তোলে এবং শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ ও অংশগ্রহণ বাড়ায়। এই বৈচিত্র্যকে সঠিকভাবে গ্রহণ এবং ব্যবহার করার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করা সম্ভব।

১. বৈচিত্র্যের মূল দিক: শিখন শৈলী/চাহিদা

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন শৈলী আলাদা। কিছু শিক্ষার্থী (Visual learner) দৃশ্যমান উপকরণের মাধ্যমে শেখে, আবার কেউ শুনে (Auditory learner), কেউ আবার (**Kinesthetic Learners**) হাতে-কলমে কাজ করে শেখে। এই বৈচিত্র্যময় শিখন শৈলী শিক্ষকদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে, কিন্তু এই বৈচিত্র্যকে সঠিকভাবে ব্যবহার করলে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি কার্যকরী এবং উপভোগ্য হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন শিক্ষার্থী হয়তো ছবি বা ভিডিও দেখে ভালোভাবে শিখে, আবার অন্য একজন শিক্ষার্থী শ্রবণ বা কথোপকথনের মাধ্যমে ভালোভাবে ধারণা অর্জন করতে পারে। সুতরাং, শিক্ষকের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো এই ভিন্ন শিখন শৈলীকে মূল্যায়ন করা এবং শিখন-শেখানো পদ্ধতি, উপকরণ এবং কার্যক্রমকে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী উপস্থাপন করা।

২. বুদ্ধিমত্তার বৈচিত্র্য

বুদ্ধিমত্তা শুধু এক ধরনের নয়, এটি বহুমুখী এবং বৈচিত্র্যময়। গার্ডনারের বহুমুখী বুদ্ধিমত্তার তত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধিমত্তা থাকতে পারে, যেমন ভাষাগত বুদ্ধিমত্তা (Linguistic Intelligence), যুক্তি-গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা (Logical-Mathematical Intelligence), দৃশ্য-স্থানিক বুদ্ধিমত্তা (Visual-Spatial Intelligence), **ছন্দ ও** সঙ্গীতধর্মী বুদ্ধিমত্তা (Musical Intelligence), **শরীরবৃত্তীয়** বুদ্ধিমত্তা (Bodily-Kinesthetic Intelligence), আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা (Interpersonal Intelligence), অন্ত:ব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা (Intrapersonal Intelligence), প্রাকৃতিক বুদ্ধিমত্তা (Naturalistic Intelligence), অস্তিত্বমূলক বুদ্ধিমত্তা (Existential Intelligence) ইত্যাদি। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই ধরনের বুদ্ধিমত্তার বৈচিত্র্য দেখা যায়। কোনো শিক্ষার্থী এক্ষেত্রে ভাষাগত সমস্যার সমাধানে ভালো হতে পারে, আবার অন্যজন গাণিতিক চিন্তা বা শারীরিক কাজের মধ্যে দক্ষ হতে পারে। এই বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দিয়ে, শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে ভিন্নধর্মী কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীর সেরা প্রতিভা উদ্ভাবন করতে পারেন।

৩. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পটভূমি থেকে আগত শিক্ষার্থীরা উপস্থিত থাকে। তাদের মধ্যে ভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস, ভাষা, ঐতিহ্য, খাদ্যাভাস, অভ্যস্ততা এবং মূল্যবোধের পার্থক্য থাকতে পারে। এই বৈচিত্র্য শ্রেণিকক্ষে শুধুমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে না, বরং এটি শিক্ষার একটি শক্তিশালী উৎস হতে পারে যদি শিক্ষকরা এটির যথাযথ ব্যবস্থাপনা করেন। উদাহরণস্বরূপ, একটি শ্রেণিকক্ষে যদি ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য থাকে, তবে শিক্ষকের জন্য এটি একটি সুযোগ হতে পারে যেখানে শিক্ষার্থীরা একে অপরের সংস্কৃতি, ধর্ম এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে জানে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়। এমনকি বিভিন্ন সামাজিক পটভূমি থেকে আসা শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা শ্রেণিকক্ষে আলোচনা এবং মতবিনিময়ের মাধ্যমে তাদের সামাজিক দক্ষতাও বৃদ্ধি করতে পারে।

৪. শারীরিক এবং মানসিক বৈচিত্র্য

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শারীরিক এবং মানসিক সক্ষমতায়ও বৈচিত্র্য থাকে। কিছু শিক্ষার্থী শারীরিকভাবে সক্ষম, আর কিছু শিক্ষার্থী বিভিন্ন শারীরিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থাকতে পারে। আবার কিছু শিক্ষার্থী মানসিকভাবে দক্ষ হতে পারে, যখন অন্যরা মানসিক চাপ বা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় ভুগতে পারে। শিক্ষকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, তাদের মধ্যে এই বৈচিত্র্যকে বুঝে শ্রেণিকক্ষে সবার জন্য উপযুক্ত সমর্থন প্রদান করা। যেমন, প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী-সকলের শিখন চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা, যাতে তারা নিজের সর্বোচ্চ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারে।

শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্য থাকা মানে শুধু বৈষম্য এবং পার্থক্য নয়, বরং এটি একটি শক্তিশালী উপাদান হয়ে কাজ করতে পারে যদি এটি সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা হয়। শিক্ষক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে শ্রেণিকক্ষে সবার বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং শিক্ষার উন্নতির জন্য কাজে লাগানো। বৈচিত্র্যময় শিক্ষার্থীদের একত্রে নিয়ে আসার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে একটি সমৃদ্ধ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব। শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্যকে শ্রদ্ধা করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, তাদের সামাজিক দক্ষতা উন্নত হয় এবং তারা একে অপরকে ভালোভাবে বুঝতে এবং সহযোগিতা করতে সক্ষম হয়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যময় সামর্থ্য একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে, তবে এটি একই সাথে একটি দুর্দান্ত সুযোগও। প্রতিটি শিক্ষার্থীর নিজস্ব দক্ষতা, আগ্রহ, এবং শিখন শৈলী রয়েছে, যা তাদের মধ্যে একে অপরকে আরও ভালোভাবে বোঝার সুযোগ তৈরি করে। শিক্ষক যদি এই বৈচিত্র্যকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে এবং শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করে, তবে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার মান অনেকাংশে বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিটি শিক্ষার্থী তাদের সর্বোচ্চ সম্ভাবনা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এই বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দিলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা তাদের সামগ্রিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র:

- Banks, J. A. (2010). *Multicultural Education: Characteristics and Goals*. In J. A. Banks & C. A. M. Banks (Eds.), *Multicultural Education: Issues and Perspectives* (7th ed., pp. 3-32). Hoboken, NJ: Wiley.
- Gardner, H. (2011). *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. New York, NY: Basic Books.
- Ginsburg, G. S., & Ginsburg, D. S. (2003). *Children and Health: A Social-Ecological Approach*. Oxford University Press.
- Hallahan, D. P., & Kauffman, J. M. (2006). *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education*. Boston, MA: Pearson.
- McIntosh, K., & Goodman, S. (2016). *Integrated and Comprehensive Approaches to Promoting Behavioral Success in Schools*. In *Handbook of Positive Behavior Support* (pp. 111-136). Springer.
- Sirin, S. R. (2005). Socioeconomic status and academic achievement: A meta-analytic review. *Review of Educational Research*, 75(3), 417-453.

১ম দিন	শিরোনাম: একীভূত শিক্ষা ও এর ক্ষেত্রসমূহ	অধিবেশন: ০২

সময়: ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

শিখনফল:

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ:

- একীভূত শিক্ষার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- একীভূত শিক্ষার ক্ষেত্রসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

উপকরণ: ভিপ কার্ড, পোস্টার পেপার, মার্কার, তথ্যপত্র ইত্যাদি।

পদ্ধতি ও কৌশল: আলোচনা, একাকী কাজ, দলগত কাজ ও অন্যান্য।

কাজ ১: একীভূত শিক্ষার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারা **সময়: ৪৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন এবং ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করুন।
২. একীভূত শিক্ষা সম্পর্কে তাঁরা যা জানেন তা ভিপ কার্ডে একটি বাক্যে লিখতে বলুন।
৩. লেখা শেষে ভিপ কার্ডগুলো একে একে বোর্ডে এসে লাগিয়ে দিতে বলুন।
৪. ভিপকার্ডে লিখিত বাক্যসমূহ পড়ুন এবং অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে আলোচনা করুন।
৫. তথ্যপত্রের (১.১) আলোকে অংশগ্রহণকারীদের একীভূত শিক্ষার একটি সার্বিক ধারণা দিন।
৬. অংশগ্রহণকারীদের সামনে পোস্টার পেপারে/স্লাইডে একীভূত শিক্ষা সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বাক্যগুলো পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করুন:
    - প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য আলাদা বিশেষ বিদ্যালয় দরকার।
    - লিখিত পরীক্ষাই হলো শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের সবচেয়ে কার্যকর উপায়।
    - অতিদরিদ্র, বস্তিবাসী শিশুদের জন্য পৃথক শিক্ষা কার্যক্রম প্রয়োজন।
    - বালক বালিকাদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় প্রয়োজন।
    - ধর্মভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম (মন্দিরভিত্তিক, মসজিদভিত্তিক ইত্যাদি) প্রয়োজন।
    - পথশিশু, কর্মজীবী শিশুদের জন্য এলাকাভিত্তিক আলাদা শিক্ষা কার্যক্রম প্রয়োজন।
৭. উক্ত বাক্যের ভিত্তিতে তিনটি আলাদা আলাদা কর্ণার (পুরোপুরি একমত, আংশিক একমত, পুরোপুরি দ্বিমত) নির্ধারণ করে রাখুন।
৮. অংশগ্রহণকারীগণকে তাদের মতামত/সিদ্ধান্তের অনুরূপ কর্ণারে যেতে বলুন এবং তাদের যুক্তি/মতামত প্রকাশ করতে বলুন।
৯. তথ্যপত্রের (১.২) আলোকে অংশগ্রহণকারীদের একীভূত শিক্ষার ধারণা (একীভূত শিক্ষা বলতে যা বুঝায় না) স্পষ্ট করুন।

কাজ ২: একীভূত শিক্ষার ক্ষেত্রসমূহ বর্ণনা করতে পারা **সময়: ৪০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলুন- একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে আমাদের কিছু ক্ষেত্র বিবেচনায় আনতে হবে। সহজ ভাষায় বললে যেসব ক্ষেত্রসমূহ ডিজাইন/প্রণয়ন করার সময় একীভূত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারলে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে সেগুলোই হলো একীভূত শিক্ষার ক্ষেত্র। আমরা এখন সেই ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে জানবো।
২. তথ্যপত্রের আলোকে একীভূত শিক্ষার ক্ষেত্রসমূহ উপস্থাপন করুন।

৩. প্রতিটি ক্ষেত্র উপস্থাপনের সময় অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ দিন।

৪. ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

শিখন প্রতিফলন **সময়: ০৫ মিনিট**

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিখন প্রতিফলন যাচাই করুন।

তথ্যপত্র	শিরোনাম: একীভূত শিক্ষা এবং এর ক্ষেত্রসমূহ	অধিবেশন: ০২

কাজ ১: একীভূত শিক্ষার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারা

১.১ একীভূত শিক্ষা

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা (১৯৪৮) এর ধারা-২৬ অনুযায়ী, প্রত্যেকের শিক্ষার অধিকারের কথা বলা হয়েছে এবং এটাও বলা আছে যে, প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ের শিক্ষা হতে হবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। একীভূত শিক্ষা 'সবার জন্য শিক্ষা' এই দর্শনে বিশ্বাসী। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার বিদ্যালয়গুলোতে যদি সকল শিশুর সাথে প্রতিবন্ধী এবং সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের সমান সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষাদান নিশ্চিত করা যায় তবেই এ দর্শনের বাস্তবায়ন সম্ভব।

একীভূত শিক্ষা হলো এমন একটি কৌশলগত প্রক্রিয়া যা ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সকল শিক্ষার্থীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন চাহিদার স্বীকৃতি দেয়, শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ চাহিদা পূরণ করার প্রয়াস পায় এবং শিক্ষার্থীর শিক্ষা অর্জনের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে সহায়তা করে। একীভূত শিক্ষা দর্শনের মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে ত্রুটিমুক্ত করা যেন দরিদ্র, এতিম, গৃহহীন শিশু, পথশিশু, শ্রমজীবী শিশু, যৌনকর্মীদের শিশু, বিদ্যালয়ত্যাগী ও ঝরে পড়া শিশু, সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশু, প্রতিবন্ধী শিশুসহ সকল শিশুর সমান শিক্ষালাভের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইউনেস্কোর (২০০৯) নির্দেশনা অনুযায়ী একীভূত শিক্ষা হলো :

> *একটি প্রক্রিয়া যার লক্ষ্য হলো সকল বৈষম্য দূর করার মাধ্যমে সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেখানে বৈচিত্র্য/ভিন্নতা, ভিন্ন চাহিদা ও সামর্থ্য এবং শিক্ষার্থী ও সমাজের শিখন প্রত্যাশাকে সম্মান দেখানো হয়।*

বাস্তবিক অর্থে, একীভূত শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যা ধর্ম, বর্ণ, জাতি, ছেলে-মেয়ে, প্রতিবন্ধী-অপ্রতিবন্ধী নির্বিশেষে প্রতিটি শিশুর চাহিদা, শিখন বৈচিত্র্য ও সম্ভাবনা অনুযায়ী শিখন এবং জ্ঞান অর্জনের প্রতিবন্ধকতা দূর করে একসাথে একই শিক্ষকের অধীনে একই পরিবেশে শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি করে; যার ফলে শিক্ষায় শিশুর সাম্য এবং অধিকার নিশ্চিত হয় এবং সমাজে দীর্ঘকাল ধরে বিরাজমান বৈষম্যপূর্ণ কাঠামো লোপ পায়।

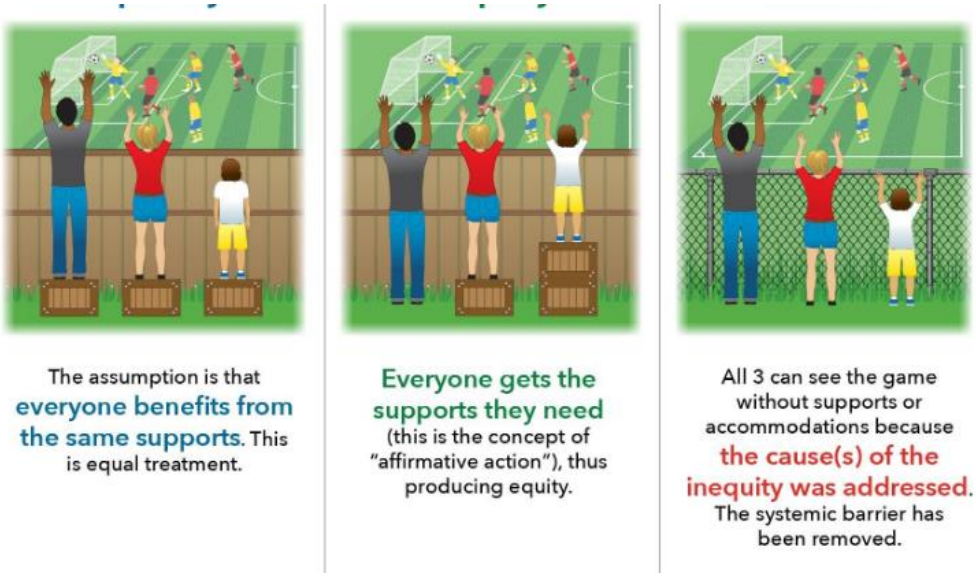

১.২ একীভূত শিক্ষা বলতে যা বুঝায় না:

- কোনো সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর জন্য বিচ্ছিন্নভাবে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা;
- কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য বা শিক্ষকদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- কোনো বিশেষ গোষ্ঠীকে বিবেচনায় নিয়ে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করা;
- কোনো বিশেষ গোষ্ঠীকে অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে অন্যদের অগ্রাহ্য করা;
- শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমেই শিখন মূল্যায়ন করা;
- অতিদরিদ্র, বস্তিবাসী শিশুদের জন্য পৃথক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা;
- বালক বালিকাদের জন্য আলাদা বিদ্যালয়ের প্রচলন;
- ধর্মভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম (মন্দিরভিত্তিক, মসজিদভিত্তিক ইত্যাদি) পরিচালনা;
- পথশিশু, কর্মজীবী শিশুদের জন্য এলাকাভিত্তিক আলাদা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা;
- কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের কোনো ছকে ফেলে দেওয়া ইত্যাদি।

কাজ ২: একীভূত শিক্ষার ক্ষেত্রসমূহ

একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে, শিক্ষার্থীদের নিজস্ব চাহিদা নিশ্চিত করতে একীভূত শিক্ষার নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহ অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে:

ক্ষেত্রসমূহ (Dimensions)	
প্রবেশযোগ্যতা (Access)	একীভূত শিক্ষার প্রথম ক্ষেত্র হচ্ছে প্রবেশযোগ্যতা। প্রবেশযোগ্যতা নিশ্চিত করে যে সব ধরনের শিক্ষার্থী শিক্ষাব্যবস্থায় সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে এবং তাদের ব্যক্তিগত চাহিদা এবং পরিস্থিতি নির্বিশেষে তাদের শিখনের লক্ষ্য অর্জনের সুযোগ রয়েছে। প্রবেশযোগ্যতা বিভিন্ন ধরনের; যেমন - ● শারীরিক প্রবেশযোগ্যতা (বাসা থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব, বিদ্যালয় গমন এবং প্রবেশের সুযোগ), ● শিক্ষাক্রমিক প্রবেশযোগ্যতা (নমনীয় শিক্ষাক্রম, চাহিদাভিত্তিক শিখন-শেখানো কার্যক্রম), ● সামাজিক প্রবেশযোগ্যতা (সমাজের মানুষের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি), এবং ● সাংস্কৃতিক প্রবেশযোগ্যতা (সহশিক্ষাক্রমিক বিভিন্ন দিককে অন্তর্ভুক্ত করে)।
বিদ্যালয়ে ভর্তি (Enrolment)	প্রবেশযোগ্যতা নিশ্চিতকরণের পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ প্রদান করা। অনেক শিশুই মূলধারার বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে; বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিশু, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশু, মেয়ে শিশু এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশু। এই শিশুদের অন্য শিশুদের মতো বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে সমসুযোগ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
বিদ্যালয়ে উপস্থিতি (Attendance)	শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা একীভূত শিক্ষার তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। দেখা যায় যে অনেক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, কিন্তু বিভিন্ন কারণে (যেমন: দারিদ্র্য, নেতিবাচক মনোভাব ইত্যাদি) নিয়মিত উপস্থিত থাকতে পারে না।
সক্রিয় অংশগ্রহণ (Active Participation)	একীভূত শিক্ষা নিশ্চিত করতে বিদ্যালয় কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের দিকও বিবেচনা করতে হবে। কেননা এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও মানসিক বিকাশকে উন্নত ও ত্বরান্বিত করা যায়। শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করানো এবং তাদের নিজস্ব শিখনের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিতে সক্ষম করাও সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। অনেক শিশু আছে যারা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়, কিন্তু বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষের নানা রকম প্রতিকূল পরিবেশ যেমন- তাদের চাহিদার প্রতি সাড়া প্রদানে ব্যর্থ হওয়া; প্রচলিত এবং গতানুগতিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি, যোগাযোগের সমস্যা, আচরণ ব্যবস্থাপনাজনিত সমস্যা, সম্পদের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কারণে শ্রেণিকার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে না বা করে না।
অর্জন (Achievement)	প্রতিবন্ধিতা বা অন্য যে কোনো বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে সমস্ত শিক্ষার্থীর একাডেমিক, সামাজিক, মানসিক এবং শারীরিক ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন খুব গুরুত্বপূর্ণ। একীভূত শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হলো সকল শিক্ষার্থীকে তাদের সম্ভাবনাময় দক্ষতাগুলো অর্জনের জন্য সমান সুযোগ প্রদান করা। তবে প্রায় সময়ই বিদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষার্থী থাকে যারা বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষের প্রতিকূল পরিবেশে বিভিন্ন কারণে (প্রচলিত এবং গতানুগতিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা, সম্পদের সীমাবদ্ধতা, কঠোর এবং কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি) শ্রেণিভিত্তিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। একীভূত শিক্ষায় তাদের শিখন অর্জনকে সফল করতে চাইলে অবশ্যই এই বিষয়গুলো কীভাবে মোকাবেলা করা যায় তা নিয়ে কাজ করতে হবে।

শিক্ষাবর্ষ শেষে পরবর্তী ক্লাসে উত্তরণ **(Year/Grade Completion)**	বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য এই ক্ষেত্রটি বেশি প্রাসঙ্গিক, কারণ শিখন চাহিদা মেটাতে এবং শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিখনফল অর্জনের জন্য তাদের অতিরিক্ত সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে। একটি শিক্ষাবর্ষ /গ্রেড সমাপ্তির ধারণাটি বয়স-উপযোগী শিক্ষার ধারণার সাথেও সংযুক্ত, যা একীভূত শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বয়স-উপযোগী শিক্ষা বলতে বোঝায় যে, সকল শিক্ষার্থী তাদের প্রতিবন্ধিতা বা শিখন চাহিদা নির্বিশেষে, তাদের বয়স এবং বিকাশের স্তর অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষা পাচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা। শিক্ষার্থীরা পূর্বে উল্লিখিত নানা কারণে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়তে পারে এবং শেষ পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ থেকে বাদ পড়ে। একীভূত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষার্থীরা শিক্ষাবর্ষ বা গ্রেড সমাপ্ত করতে পারছে কি না তা খেয়াল রাখাও গুরুত্বপূর্ণ।
প্রাথমিক চক্র সমাপ্তি (Primary Cycle Completion)	প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো, যে সকল শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে তারা প্রাথমিক দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা চক্রটি সম্পূর্ণ করবে। কিন্তু দেখা যায় যে, প্রাথমিক স্তরে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর মধ্যে অনেকেই প্রাথমিকের গন্ডি সম্পূর্ণ করতে পারে না এবং যারা সম্পূর্ণ করে তারা সবগুলো প্রান্তিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। ফলস্বরূপ, তারা প্রাথমিকের চক্র সম্পূর্ণ না করেই শিক্ষা কার্যক্রম থেকে ঝরে পড়ে। তাই একীভূতকরণ নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক চক্র সমাপ্তির পথে বিদ্যমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করতে হবে।
সামাজিক একীভূতকরণ এবং গ্রহণযোগ্যতা **(Social Inclusion and Acceptance)**	একীভূত শিক্ষায় সামাজিক একীভূতকরণ এবং গ্রহণযোগ্যতা বলতে একটি আন্তরিক এবং সহায়ক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করাকে বোঝায়, যেখানে যেকোনো পরিচয় বা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর বৈচিত্র্যকে সম্মান ও মূল্য দেয়া হয়। যখন শিক্ষার্থীরা অনুভব করতে পারে যে সমাজে সবার সাথে তাদেরকেও গ্রহণযোগ্যতা দেয়া হচ্ছে, তখন তারা শিখন-শেখানো কার্যক্রমে আরও বেশি তৎপর থাকে, তাদের সমবয়সীদের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে এবং সবার সাথে মিলেমিশে থাকার তাগিদ অনুভব করে।

তথ্যসূত্র:

- DPE (2011b). Third Primary Education Development Program (PEDP3): Implemenation Guideline. Dhaka, DPE
- UNICEF. (2009). *Inclusive education: The way of the future*. UNICEF. https://www.unicef.org/documents/inclusive-education-way-future
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations General Assembly. https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

১ম দিন	শিরোনাম: একীভূত শিক্ষা ও মানসম্মত শিক্ষা বিশ্লেষণ	অধিবেশন: ০৩

সময়: ১:৩০ ঘন্টা

শিখনফল:

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ:

- একীভূত শিক্ষা ও মানসম্মত শিক্ষা একে অন্যের পরিপূরক তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

উপকরণ: ভিপ কার্ড, পোস্টার পেপার, মার্কার, মাসকিং টেপ, তথ্যপত্র ইত্যাদি।

পদ্ধতি ও কৌশল: আলোচনা, একাকী কাজ, দলগত কাজ ও অন্যান্য।

কাজ ১: একীভূত শিক্ষা ও মানসম্মত শিক্ষা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই সময়: ২০মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন এবং ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করুন।
২. অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যানুসারে প্রতি টেবিলে প্রতিজনের জন্য ২টি করে ২ রংয়ের কার্ড রেখে দিন।
৩. এরপর সকল অংশগ্রহণকারীকে যেকোন একটি নির্দিষ্ট রংয়ের কার্ডে মানসম্মত শিক্ষা বলতে যা বোঝেন তা লিখতে বলুন এবং লেখার জন্য ২ মিনিট সময় দিন (এক্ষেত্রে সময় কম দেওয়ার কারণ হচ্ছে, যাতে চিন্তা করা ও আলোচনা করে লেখার সুযোগ না পায়)। লেখা শেষে সহায়ক কার্ডগুলো সংগ্রহ করুন।
৪. অনুরূপভাবে অপর রংয়ের কার্ডে একীভূত শিক্ষা সম্পর্কে লিখতে বলুন এবং লেখা শেষে কার্ডগুলো সংগ্রহ করুন। এক্ষেত্রেও চিন্তা করা ও লেখার জন্য ২ মিনিট সময় দিন।
৫. কার্ডগুলো সংগ্রহ করে পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করুন।

কাজ ২: একীভূত শিক্ষা ও মানসম্মত শিক্ষা একে অন্যের পরিপূরক তা ব্যাখ্যা করতে পারা সময়: ৬৫ মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীদেরকে প্রথমে চারটি দলে বিভক্ত করুন।
২. দল ১ ও ২ কে আলাদা আলাদাভাবে মানসম্মত শিক্ষা এবং অপর দল দুটিকে আলাদা আলাদাভাবে একীভূত শিক্ষার উপর কাজের নির্দেশনা দিন।
৩. **কাজের নির্দেশনাটি হচ্ছেঃ** প্রথমেই প্রতিটি দল তারা যে শিক্ষা (একীভূত শিক্ষা অথবা মানসম্মত শিক্ষা) নিয়ে কাজ করবে তা তাদের দলে আলোচনা করে ঐ শিক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ ফুটিয়ে তোলার জন্য পোস্টার পেপারের উপরের অংশে একটি বিদ্যালয়ের ছবি আঁকবেন এবং নিচের অংশে বুলেট পয়েন্টে বৈশিষ্ট্যগুলো লিখবেন। উদাহরণ হিসেবে ছবি আঁকার ক্ষেত্রগুলো যেমন হতে পারে; যেমন- স্কুলের ভৌত অবকাঠামো, র‍্যাম্প, প্রতিবন্ধী শিশুবান্ধব টয়লেট, পানি খাওয়ার ব্যবস্থা, ক্লাসে শিক্ষার্থীরা দলে কাজ করছে, মেয়ে শিশুর অংশগ্রহণ, প্রতিবন্ধী শিশুসহ অন্যান্য শিশুরা স্কুলে আসছে প্রভৃতি। কাজটির জন্য ২০ মিনিট সময় নির্ধারণ করুন।
৪. নির্ধারিত সময় পর দল ১ ও ২ কে একত্রে বসে এবং দল ৩ ও ৪ কে একত্রে বসে বিদ্যালেয়ের আঁকা ছবি ও লেখার বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে মিল-অমিল নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ করে দিন।
৫. আলোচনার মাধ্যমে সকলেই মানসম্মত শিক্ষা এবং একীভূত শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে একমত হবেন এবং বৈশিষ্ট্যগুলো একত্রীকরণ করতে বলুন।
৬. এক্ষেত্রে আগে থেকেই মানসম্মত শিক্ষা এবং একীভূত শিক্ষার জন্য দু'টি পৃথক শিরোনামের কার্ড লিখে রাখুন এবং উপস্থাপনের সময় দুটি কার্ড পাশাপাশি লাগিয়ে দিন।
৭. উপস্থাপন শেষে দুই দলের উপস্থাপনা (পোস্টার পেপার) শিরোনামসহ পাশাপাশি মার্কেট প্যালেস করুন অথবা বোর্ডে লাগান।

৮. এ পর্যায়ে কারো কোন প্রশ্ন থাকলে বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলে তা বলার জন্য আহ্বান করুন এবং তা নিয়ে আলোচনা করুন।

৯. সকলের প্রশ্ন বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আলোচনা শেষে দুই দলের উপস্থাপনার শিরোনাম দুটি অদল-বদল (inter-change) করে দিন।

১০. শিরোনাম দুটি অদল-বদল করার পর অংশগ্রহণকারীদের মতামত বা কোন দ্বিমত থাকলে তা তুলে ধরার জন্য আহ্বান করুন।

১১. পরিশেষে সারসংক্ষেপ করুন এবং মানসম্মত শিক্ষা ও একীভূত শিক্ষার প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে এমনভাবে আলোচনা করুন যাতে সকলেই বুঝতে পারে- মানসম্মত শিক্ষা ও একীভূত শিক্ষার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, মূলত বৈশিষ্ট্যগুলো একই। অর্থাৎ আলোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করুন যে, একীভূত শিক্ষাই আসলে মানসম্মত শিক্ষা।

১২. ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

শিখন প্রতিফলন **সময়: ০৫ মিনিট**

কয়েকটি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিখন প্রতিফলন যাচাই করুন।

তথ্যসূত্র:

- প্লান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (২০১৪)। একীভূত শিখন-শেখানো বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মডিউল। মডিউলটি ‘বাংলাদেশে একীভূত শিক্ষার মডেল উন্নয়ন প্রকল্প’ এর আওতায় প্রস্তুত করা হয়েছে; ঢকা: প্লান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

২য় দিন	বৈষম্য থেকে সর্বজনীনতা	অধিবেশন ০৪

সময়: ১:৩০ ঘন্টা

শিখনফল:

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ:

১. শিক্ষায় 'বৈষম্য ও সর্বজনীনতা' ধারণার বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২. প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে বিদ্যমান সর্বজনীনতা ধারণার বিভিন্ন পর্যায় শনাক্ত করতে পারবেন।

উপকরণ: পোস্টার পেপার, মার্কার, কর্মপত্র, ল্যাপটপ, পিপিটি স্লাইড, তথ্যপত্র ০৪ ও অন্যান্য।

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রদর্শন, আলোচনা, ভূমিকা অভিনয়, একাকী কাজ, দলগত কাজ ও অন্যান্য।

কাজ ১: শিক্ষায় 'সর্বজনীনতা' ধারণার বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় ব্যাখ্যা করতে পারা সময়: ৬৫ মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীদের সাথে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু করবেন। অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহ ও মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি করবেন:

- বৈষম্য কী?
- শিক্ষায় বৈষম্য কী?

২. অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ৩/৪ জনকে উত্তরটি বলতে অনুরোধ করবেন এবং তথ্যপত্রের আলোকে বৈষম্য ও শিক্ষায় বৈষম্যের ধারণাটি স্পষ্ট করবেন।

৩. অংশগ্রহণকারীগণের মধ্য হতে আগ্রহী ৪/৫ জনকে ভূমিকা অভিনয়ের জন্য বাছাই করে নিবেন। তাদেরকে তথ্যপত্রের ০৪.১ আলোকে ভূমিকা অভিনয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে ৫ মিনিট সময় দিবেন এবং ৫ মিনিটে অভিনয় শেষ করার অনুরোধ করবেন। অভিনয় চলাকালীন অন্যান্য অংশগ্রহণকারীগণ পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন।

৪. অভিনয় শেষ হলে অংশগ্রহণকারীদের নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি করবেন:

- প্রদর্শিত শ্রেণি কার্যক্রমে কি কোন বৈষম্য ছিল?
- যদি থাকে, তাহলে সেগুলো উল্লেখ করুন।
- একীভূত শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বৈষম্যকে কী বলা হয়?

অংশগ্রহণকারীগণের মধ্য থেকে ৪/৫ জনকে বলতে অনুরোধ করবেন এবং তথ্যপত্রের আলোকে শিক্ষায় এক্সক্লুশন (Exclusion) বা বাদ পড়া ধারণাটি বৈশিষ্ট্যের আলোকে স্পষ্ট করবেন।

৫. অংশগ্রহণকারীদের ৫টি দলে ভাগ করবেন। প্রত্যেক দলকে তথ্যপত্রের কেস ০৪.১ সরবরাহ করবেন। মনোযোগসহকারে কেসটি (ঘটনাগল্প) পড়তে অনুরোধ এবং কেসটির নিচে সন্নিবেশিত প্রশ্নসমূহের উত্তর দলে আলোচনা করে পোস্টার পেপারে লিখতে বলবেন। ৫ মিনিটের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করে উপস্থাপন করতে অনুরোধ করবেন।

৬. উপস্থাপন শেষ হলে তথ্যপত্রের আলোকে শিক্ষায় সেগ্রিগেশন (Segregation) বা পৃথকীকরণ ধারণাটি স্পষ্ট করবেন।

৭. সহায়ক তথ্যপত্রে সংযুক্ত ছবিটি পোস্টারে বা পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের কাছে উপস্থাপন করবেন। ছবিটি ব্যবহার করে এবং তথ্যপত্রের আলোকে ইন্টিগ্রেশন (Integration) বা সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার ধারণাটি অংশগ্রহণকারীদের কাছে উপস্থাপন করবেন।

৮. অংশগ্রহণকারীগণের নিকট জানতে চাইবেন বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে মূলধারার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে পৃথকভাবে সমন্বয় করে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে এমন কোনো গোষ্ঠী আছে কি? থাকলে কারা? তারা কীভাবে সুযোগ পাচ্ছে? এ বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত জানতে চাইবেন ও বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করবেন।

৯. সহায়ক বোর্ডে বা পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে একীভূতকরণ (Inclusion) শব্দটি প্রদর্শন করবেন। এরপর অংশগ্রহণকারীগণের নিকট জানতে চাইবেন-'শিক্ষার ক্ষেত্রে একীভূতকরণ ধারণাটি কী'? সকলকে ৩ মিনিটের মধ্যে যার যার নোটবুকে লিখতে বলবেন। সকলের লেখা শেষ হলে কয়েকজনের লেখা পড়তে বলবেন। ভিন্নতা থাকলে তা আলোচনার মাধ্যমে সাধারণীকরণ করবেন। তথ্যপত্রে ব্যবহৃত ছবি দু'টি ব্যবহার করে ইনক্লুসিভ (Inclusive) বা একীভূত শিক্ষাব্যবস্থার ধারণাটি অংশগ্রহণকারীদের কাছে উপস্থাপন করবেন।

কাজ ২: প্রাথমিক শিক্ষায় সর্বজনীনতা ধারণার বিভিন্ন পর্যায় শনাক্ত করা। সময়: ২০ মিনিট

১. আলোচিত বিষয় ও ধারণাগুলো স্পষ্ট করার জন্যে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে এ কাজটি করবেন। যেমন:

(ক) সহায়ক অংশগ্রহণকারীগণের মধ্য হতে তিনটি দলকে (যেমন: নারী, চশমা পরা নারী ও চশমা পরা পুরুষ) বেছে নিবেন। তাদের রুম থেকে বাইরে যেতে বলবেন এবং বলবেন- তাদের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ নেই। এবার অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করবেন, এই ধারণাকে কী বলবেন? (উত্তর: বাদ পড়া বা Exclusion)

(খ) এবার তিনটি দলকেই প্রশিক্ষণ রুমের বাইরে স্কুল মাঠের মধ্যে নারীদের এক স্থানে, চশমা পরা পুরুষদের আরেক স্থানে এবং চশমা পরা নারীদের আলাদা আরেকটি স্থানে বসতে দিবেন। তাদের বলবেন, প্রশিক্ষণের পুরো সময় তাদের এভাবেই বাকিদের থেকে আলাদাভাবে বসে কাজ করতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করবেন, এটা কোন ধরনের ধারণার প্রতিফলন? (উত্তর: বিচ্ছিন্ন করা বা Segrigation)

(গ) এবার বাইরের তিনটি দলকে রুমের ভিতরে আনবেন কিন্তু তাদের সবার সঙ্গে একত্রে বসতে না দিয়ে রুমে তিনটি নির্দিষ্ট স্থানে আলাদা আলাদা করে বসতে বলবেন। এবার জিজ্ঞেস করবেন, এটা কোন ধরনের ধারণার প্রতিফলন? (উত্তর: সমন্বিত বা Integration)

(ঘ) সবশেষে সবাইকে যার যার মতো করে কোনো রকম শর্ত ছাড়া একসঙ্গে বসতে বলবেন। এবার জিজ্ঞেস করবেন, এটা কোন ধরনের ধারণার প্রতিফলন? (উত্তর: একীভূত ব্যবস্থা বা Inclusion)

২. সহায়ক তথ্যপত্রের ওয়ার্কশিট ০৪.১ হতে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম হতে কোনটি বাদ পড়া (Exclusion), বিচ্ছিন্ন রাখা (Segregation), সমন্বিতকরণ (Integration) ও একীভূতকরণ (Inclusive) তা দলীয় কাজের মাধ্যমে ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে নির্ণয় করার সময় দেবেন।

৩. নির্দিষ্ট সময় শেষে প্রতিদল থেকে একজন সামনে এসে বা নিজেদের জায়গা থেকে দলগত কাজটি উপস্থাপন করবেন। উপস্থাপনা নিয়ে ভিন্ন মত থাকলে, উপস্থাপনা শেষেই তা নিয়ে আলোচনার সুযোগ তৈরি করবেন।

শিখন প্রতিফলন: **সময়: ৫ মিনিট**

নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে শিখন প্রতিফলন যাচাই করবেন:
ক) শিক্ষায় সর্বজনীনতা কী?

খ) শিক্ষায় বৈষম্য দূর করতে একীভূত শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি?

সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখন প্রতিফলন যাচাই করবেন। আলোচনা শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

তথ্যপত্র	বৈষম্য থেকে সর্বজনীনতা	অধিবেশন ০৪

শিক্ষায় সর্বজনীনতা ধারণার বিবর্তন

বৈষম্য (Discrimination) হলো এমন আচরণ বা প্রক্রিয়া, যেখানে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি তাদের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা পরিচয়ের ভিত্তিতে অন্যদের তুলনায় কম অনুকূল বা অন্যায় আচরণ করা হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে বর্ণ, জাতি, ধর্ম, **লিঙ্গ,** বয়স, অক্ষমতা, শিক্ষা, রাজনৈতিক মতামত বা সামাজিক অবস্থা। শিক্ষায় বৈষম্য এমন একটি পরিস্থিতি, যেখানে নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ব্যক্তিরা সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, নীতিগত বা অন্যান্য কারণে মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। এ ধরনের বৈষম্য সমাজে অসমতা সৃষ্টি করে এবং সামগ্রিক উন্নয়নে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

(ক) এক্সক্লুশন (Exclusion) বা বাদ পড়া: শিক্ষাক্ষেত্রে বর্জন (Exclusion) বলতে এমন একটি অবস্থা বোঝায় যেখানে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা ভৌগোলিক কারণে। বাংলাদেশে দরিদ্র পরিবারের শিশুরা অনেক সময় অর্থের অভাবে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না বা পড়াশোনা মাঝপথে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামোগত সুবিধা বা সেবা পর্যাপ্ত না থাকায় তারা মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। কন্যাশিশুরা বাল্যবিবাহ, সামাজিক কুসংস্কার এবং নিরাপত্তাহীনতার কারণে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। শ্রমজীবী শিশুরা পরিবারের আর্থিক চাপে বিদ্যালয়ের পরিবর্তে কাজে যোগ দিতে বাধ্য হয়, ফলে তারা শিক্ষার সুযোগ থেকে বাইরে চলে যায়। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুরা মাতৃভাষায় শিক্ষা না পাওয়ায় বিদ্যালয়ে ঠিকমতো শেখার সুযোগ পায় না এবং ঝরে পড়ে। তাছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক দূরে দূরে হওয়ায় ছোট ছোট শিক্ষার্থীরা পাহাড় ডিঙিয়ে স্কুলে যেতে পারে না। গ্রামীণ ও শহুরে শিক্ষার মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্যের কারণে গ্রামের শিশুরা মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উপকূলীয় ও দুর্গম অঞ্চলের শিশুরা বিদ্যালয়ে নিয়মিত যেতে পারে না, ফলে তারা পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ে। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহিংসতা অনেক শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষার পথে বাধা সৃষ্টি করে। ইংরেজি মাধ্যম, বাংলা মাধ্যম ও মাদ্রাসা শিক্ষার পার্থক্যের কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসমতা সৃষ্টি হয়। ডিজিটাল ডিভাইস ও ইন্টারনেট সুবিধার অভাবে দরিদ্র ও প্রান্তিক শিক্ষার্থীরা অনলাইন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না, যা নতুন ধরনের শিক্ষাগত বৈষম্য তৈরি করেছে। বস্তির শিশুরা শিক্ষার সুযোগ কম পাওয়ায় সামাজিকভাবে আরও পিছিয়ে পড়ে। শিক্ষাক্রমের সঙ্গে বাস্তব দক্ষতার সংযোগ না থাকায় অনেক শিক্ষার্থী পড়াশোনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং ঝরে পড়ে। এভাবেই আলোচিত গোষ্ঠীগুলি শিক্ষার মূলধারা থেকে বাদ পড়ে, তারা সমাজের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তাদের জন্য উন্নয়ন ও সুযোগের পথ বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষার অধিকার বা সুবিধাবঞ্চিত এই জনগোষ্ঠীকে বলা হয় এক্সক্লুশন (Exclusion) বা বাদ পড়া।

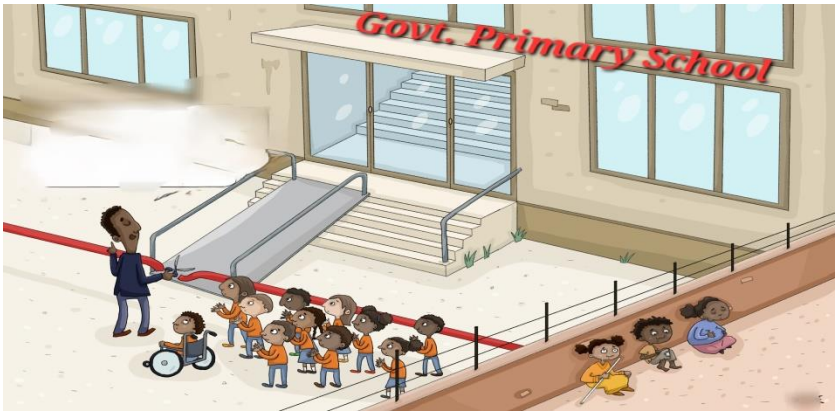

(খ) সেগ্রিগেশন (Segregation) বা পৃথকীকরণ: শিক্ষাক্ষেত্রে সেগ্রিগেশন (Segregation) বা পৃথকীকরণ বলতে বোঝায় এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে শিক্ষার্থীদের ভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আলাদা করা হয়। বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভাজন বিভিন্নভাবে বিদ্যমান, যা সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে। সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের মানের পার্থক্যের কারণে দরিদ্র ও ধনী পরিবারের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশাল ফারাক দেখা যায়। ইংরেজি মাধ্যম, বাংলা মাধ্যম ও মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য থাকায় শিক্ষার্থীরা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বেড়ে ওঠে, যা সমাজে বিভক্তির সৃষ্টি করে। শহরের নামকরা স্কুলগুলোতে উন্নত সুযোগ-সুবিধা থাকলেও গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান তুলনামূলকভাবে নিম্ন হওয়ায় গ্রামের শিশুরা পিছিয়ে পড়ে। কন্যাশিশুদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় থাকলেও অনেক সময় লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন শিক্ষাক্ষেত্রে অসমতা তৈরি করে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক স্কুল থাকায় তারা মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না, যা তাদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। ধনী ও উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানরা সাধারণত উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পায়, যেখানে দরিদ্র শিশুরা এসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। পেশাভিত্তিক ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে বড় পার্থক্য থাকায় কর্মমুখী শিক্ষাকে অনেক সময় অবহেলা করা হয়। শহর ও গ্রামের ডিজিটাল অবকাঠামোর পার্থক্যের কারণে অনলাইন শিক্ষায়ও বিভাজন তৈরি হয়েছে। কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত থাকায় সেখানে দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা শিক্ষার্থীদের প্রবেশাধিকার থাকে না। ধর্মভিত্তিক শিক্ষার কারণে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভিন্নমত তৈরি হয়, যা ভবিষ্যতে সমাজে বিভক্তির কারণ হতে পারে। এভাবেই দীর্ঘ সময় ধরে মূলধারার বাইরে থাকা বা সেগ্রিগেট থাকা গোষ্ঠীগুলোর জন্য নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। প্রতিবন্ধকতা কমিয়ে আনার প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথম যে ধারণাটি উদ্ভূত হয় তা হলো, মূলধারার বাইরে বাদ পড়া কিছু সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর জন্য আলাদা সেবার ব্যবস্থা করা, যাকে বলা হয় সেগ্রিগেশন (Segregation) বা পৃথকীকরণ ।

(গ) ইন্টিগ্রেশন (Integration) বা সমন্বিত ব্যবস্থা: বিবর্তনের মাধ্যমে মূলধারার বাইরে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য পৃথক কাঠামো তৈরিকৃত সেগ্রিগেশন (Segregation) ধারণাটি একসময় বাদ পড়া (Exclusion) হিসেবে হতে বিবেচিত হয়ে থাকে। যদিও ক্ষুদ্র বা দুর্বল গোষ্ঠীসমূহ কিছু সুযোগ পেতে শুরু করেছিল, তবুও তা তাদের মূলধারার থেকে আলাদা করে রাখে এবং উন্নত জীবনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। এর ফলে, সেবার মান যেমন কমে যায়, তেমনি বৈষম্য আরও প্রকট হয়। এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য পরবর্তীতে উদ্ভূত ধারণাটি হলো ইন্টিগ্রেশন

(Integration) বা সমন্বিত ব্যবস্থা । বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) শিক্ষার্থীদের মূলধারার বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে, যাতে তারা অন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একত্রে শিখতে পারে। এই ব্যবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্র্যের শিক্ষার্থীরা মূলধারার বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়ে অন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একত্রে শিখতে পারে। মূলধারার সেবা কাঠামোর মধ্যে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তাদের জন্য প্রয়োজনে আলাদা সেবাকেন্দ্র বা বিশেষ সেবা প্রদান করা হয়। এই ধারণার ফলে বাদ পড়া গোষ্ঠীর মানুষ মূলধারার সীমানায় এলেও তাদের জন্য সেবা বা সুবিধা আলাদা থাকে, যা তাদের মধ্যে মানসিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বাধা সৃষ্টি করে এবং তাদের পুনরায় আলাদা করে রাখে।

(ঘ) ইনক্লুসিভ (Inclusive) বা একীভূত: শিক্ষাব্যবস্থায় সেগ্রিগেশনের পরবর্তীতে ইন্ট্রিগ্রেশন ধারণাটি কিছুটা জনপ্রিয়তা পেলেও, সময়, বৈশ্বিক এবং জাতীয় নীতিগত কাঠামো এবং মানুষের মেধা ও চিন্তাভাবনার বিকাশের ফলে সবার জন্য সমান ও সম্মানজনক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ বাড়তে থাকে। যেখানে সকল শিক্ষার্থীকে তাদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য সত্ত্বেও সমানভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে। এ ধারণাটি শিক্ষার ক্ষেত্রে সমতা এবং সুযোগের নিশ্চয়তা প্রদান করতে গুরুত্ব পায়। সকলের জন্য নিরাপদ এবং সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা হয়, যাতে তারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়। এ প্রক্রিয়ারই ফলস্বরূপ, ইনক্লুসিভ (Inclusive) বা একীভূত শিক্ষা ধারণাটি শিক্ষাব্যবস্থায় সমতা আনার জন্য সর্বশেষ এবং গ্রহণযোগ্য ধারণা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

যখন কোনো শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যেকোনো উপায়ে শিক্ষার সুযোগ থেকে বাদ পড়ে	যখন পিছিয়ে পড়া বা সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীকে তার সুনির্দিষ্ট দুর্বলতা বা অসামর্থ্যের জন্য মূলধারার শিক্ষাকার্যক্রমের বাইরে

বা বঞ্চিত হয়, তখন তাকে শিক্ষায় এক্সক্লুশন (Exclusion) বা বাদ পড়া বলা হয়। 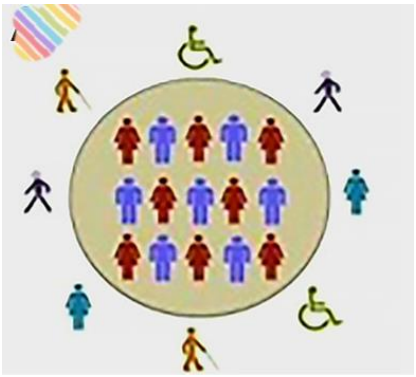	কোনো আলাদা পরিবেশে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা হলো সেগ্রিগেশন (Segregation) বা পৃথকীকরণ শিক্ষা ব্যবস্থা। 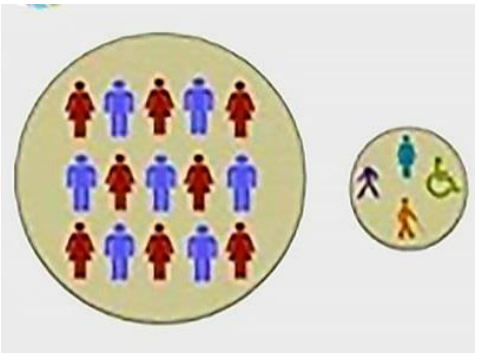
যখন পিছিয়ে পড়া বা সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীকে মূলধারার শিক্ষাকার্যক্রমে আংশিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যতক্ষণ না সে মূলধারার নিয়ম-নীতিমালার সাথে মানিয়ে নিতে পারে, তখন তা ইন্টিগ্রেশন (Integration) বা সমন্বিতকরণ শিক্ষাব্যবস্থা বলা হয়। 	ইনক্লুসিভ (Inclusive) বা একীভূত একীভূত শিক্ষা প্রক্রিয়ায় বিষয়ভিত্তিক, শিক্ষণ প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের কাঠামো ও কৌশল পরিবর্তন বা পরিমার্জন করা হয়, যা সংশ্লিষ্ট বয়সের সব শিক্ষার্থীর জন্য সমতা, পারগতা ও অংশগ্রহণমূলক শিখন নিশ্চিত করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিখনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বাধাগুলো দূর করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়। শিক্ষা কাঠামোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন না এনে, শুধু প্রতিবন্ধিতা বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে মূলধারার শ্রেণিকক্ষে অন্তর্ভুক্ত করলে তা একীভূতকরণ হিসেবে গণ্য হবে না। 4A (Access, Active Participation, Achievement, Acceptance) ধারণা অনুযায়ী, শিক্ষার্থীর প্রবেশগম্যতা, সক্রিয় অংশগ্রহণ, শিখনফল অর্জন এবং গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা হলে, তখন সার্বিকভাবে একীভূতকরণ সম্ভব হবে।

শিক্ষার সর্বজনীনতা:

শিক্ষার সর্বজনীনতা বলতে বোঝায় যে, সকল ব্যক্তি, তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান, লিঙ্গ, জাতি, অক্ষমতা, ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে, শিক্ষার সমান সুযোগ পাবে। এটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক, সাশ্রয়ী এবং সমান সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে। বাংলাদেশে সর্বজনীন শিক্ষা অর্জনের জন্য

সরকারী নীতি, আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি এবং স্থানীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যাতে সবাই সমান শিক্ষার সুযোগ পায়। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনতা এটি বিশেষভাবে নিশ্চিত করে যে বাংলাদেশের প্রতিটি শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাবে। এটি জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৪ (SDG-4) এবং বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন, ১৯৯০ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা

- বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কর্মসূচি;
- শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি তথা স্কুলে উপস্থিতি বাড়াতে আর্থিক সহায়তা;
- বিদ্যালয়ে খাদ্য কর্মসূচি তথা শিক্ষার্থীদের পুষ্টি নিশ্চিতকরণ ও ঝরে পড়া রোধ করা ।

ভূমিকাভিনয় (Role Play) ০৪.১:

একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকজন বিশেষচাহিদাসম্পন্ন শিশু, নিম্ন আয়ের শিশু, বেদে সম্প্রদায়ের শিশু ভর্তি হতে যাবে। তাদের ভর্তির বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সাথে কথোপকথন হবে। বৈষম্যমূলক কিছু আচরণ বা সিদ্ধান্তের কারণে তিনি তাদেরকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করবেন না। ভূমিকা অভিনয়ের মাধ্যমে বাদ পড়া (Exclusion) বিষয়টি ফুটিয়ে তুলতে হবে।

প্রথম পর্ব:

প্রধান শিক্ষক নিজের রুমে বসে আছেন। এমন সময় একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও একজন শারিরীক প্রতিবন্ধী শিশু তার রূমে প্রবেশ করলো। প্রধান শিক্ষককে সালাম জানাবে।

প্রধান শিক্ষক: তোমাদের পরিচয় কী?

প্রতিবন্ধী শিশু: আমদের বাড়ি এই গ্রামেই, আমি রাজু, আমি শফিক।

প্রধান শিক্ষক: আমার কাছে তোমরা কেন এসেছো?

প্রতিবন্ধী শিশু: আমরা স্কুলে ভর্তি হতে চাই, স্যার।

প্রধান শিক্ষক: তোমাদের তো একজন চোখেই দেখো না আরেকজন হাঁটতেই পারো না তাহলে পড়াশোনা করবে কেমন করে? তোমাদের ভর্তি করবো না। তোমরা চলে যাও।

(প্রতিবন্ধী শিশু দু'টি রুম থেকে মন খারাপ করে বের হয়ে গেলো)

দ্বিতীয় পর্ব:

(নিম্ন আয়ের শিশু, বেদে সম্প্রদায়ের শিশুটি দু'টি রুমে প্রবেশ করে সালাম বিনিময় করবে)

প্রধান শিক্ষক: তোমাদের পরিচয় কী? তোমরা কেন এসেছো আমার কাছে?

নিম্ন আয়ের শিশু, বেদে সম্প্রদায়ের শিশু: স্যার আমরা পাশের গ্রামে থাকি। আমি রাম, আমি রিনি। এই স্কুলে ভর্তি হতে চাই, পড়াশোনা করতে চাই।

প্রধান শিক্ষক: তোমাদের তো গায়ে ভালো জামাকাপড়ই নেই। খেতে পাও না ঠিক মতো। সারা বছর বিভিন্ন জায়গায় কামলা দাও আর ঘুরে বেড়াও। তোমাদের দিয়ে লেখাপড়া হবে না। লেখাপড়া তোমাদের জন্য নয়। আমি তোমাদের ভর্তি করতে পারবো না।

নিম্ন আয়ের শিশু, বেদে সম্প্রদায়ের শিশু: স্যার, আমরা আমাদের সবকিছু দিয়ে চেষ্টা করবো। আমরা পারবো। দয়া করে আমাদের সুযোগ দিন।

প্রধান শিক্ষক: আমি তো বলেই দিয়েছি আমি স্কুলে ভর্তি করাতে পারবো না। যাও বিদেয় হও।

(নিম্ন আয়ের শিশু, বেদে সম্প্রদায়ের শিশু দু'টি চোখ মুছতে মুছতে রুম থেকে বের হয়ে গেল)

কেস (Case) ০৪.১:

কাটিগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি উপজেলা সদর হতে দূরে হলেও যাতায়াত ব্যবস্থা যথেষ্ট ভালো। বিদ্যালয়টিতে প্রধান শিক্ষকসহ ৬ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন এবং সব শ্রেণি মিলিয়ে ২৬০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এখানে বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-পেশার পরিবারের শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জনাব রইছ উদ্দিন প্রথমবারের মতো বিদ্যালয়টি পরিদর্শনে গিয়ে দেখতে পান শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি বিদ্যালয়টির আমগাছের নিচে কিছু শিক্ষার্থী মাটিতে বসে লেখা পড়া করছে। একজন শিক্ষক মাঝেমধ্যে এসে তাদের দেখভাল করছেন। তিনি তাদের কাছে গেলেন এবং তাদের সাথে পরিচিত হলেন। তিনি খেয়াল করলেন সেখানে ১জন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, ১জন শারীরিক প্রতিবন্ধী, ২ জন ছেড়া মলিন ছেঁড়া কাপড় পরিহিত দরিদ্র পরিবারের সন্তান, ১জন দলিত শ্রেণির শিক্ষার্থী রয়েছে এবং তারা বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থী। ক্লাস শেষ হলে জনাব রইছ উদ্দিন প্রধান শিক্ষক জনাব মাহতাব উদ্দিনের নিকট এই ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার কারণ জানতে চাইলেন। প্রধান শিক্ষক জানালেন, বেশ কিছু অভিভাবক এবং শিক্ষার্থী প্রতিবন্ধী, দরিদ্র আর নিচু বর্ণের মানুষের সাথে একত্রে পড়াশোনা করতে চান না। তারা এদের সাথে একই শ্রেণিকক্ষে পড়াশোনার সুযোগ দিলে তারা তাদের ছেলেমেয়েকে এ স্কুল বাদ দিয়ে অন্য কোনও স্কুলে নিয়ে যাবেন বলে হুমকি দেন। তাই এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করি:

১. এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায় কি কোনও বৈষম্য রয়েছে?
২. যদি, বৈষম্য থেকে থাকে তাহলে সেটি কী?
৩. এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কী নামে অভিহিত করা যেতে পারে?

ওয়ার্কশিট ০৪.১:

একীভূত শিক্ষা ধারণার বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ধরন

নিম্নে উল্লিখিত শিক্ষা ব্যবস্থাগুলোর কোনটি এক্সক্লুশন, সেগ্রিগেশন, ইন্টিগ্রেশন এবং ইনক্লুশন ধারণার মধ্যে পড়বে?

ক্রমিক	শিক্ষা ব্যবস্থা	ধরন
১	**শুধু প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম (Special schools)**	**সেগ্রিগেশন**
২	পথশিশু, কর্মজীবী শিশু, অতিদরিদ্র, বস্তিবাসী শিশুদের জন্য এলাকাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম	
৩	দুর্গম বা প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকার (হাওড়, পাহাড়, চরাঞ্চল, নদীভাঙ্গন প্রবণ এলাকা, চা-বাগান) শিশুদের শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত করা	
৪	বেদে সম্প্রদায়, বাস্তুহারা, বা অন্যান্য ভাসমান জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম	
৫	বিভিন্ন ধরনের এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়ে বিশেষচাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সুযোগ দেয়া	
৬	ধর্মভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম (মন্দির-মসজিদভিত্তিক স্কুল, মাদরাসা)	
৭	জাতীয় শিক্ষাক্রমের চেয়ে ভিন্ন শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে পড়াশোনা করানো হয় এমন (English-medium schools)	
৮	জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয় এমন বিদ্যালয় যেখানে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ থাকে (দরিদ্র, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ইত্যাদি)	
৯	বালক বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়	

২য় দিন	বৈষম্য বিশ্লেষণ, চ্যালেঞ্জ শনাক্তকরণ এবং সমাধানের উপায়	অধিবেশন ০৫

সময়: ১:৩০ ঘণ্টা

শিখনফল:

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ:

১. শিক্ষায় বৈষম্য বিশ্লেষণপূর্বক চ্যালেঞ্জ শনাক্ত ও শ্রেণিকরণ করতে পারবেন।
২. একীভূত শিক্ষার চ্যালেঞ্জ নিরসনের উপায় বের করতে পারবেন।

উপকরণ: পোস্টার পেপার, মার্কার, কর্মপত্র, ল্যাপটপ, পিপিটি স্লাইড, তথ্যপত্র ০৫।

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রদর্শন, আলোচনা, একাকী কাজ, দলগত কাজ।

কাজ ১: শিক্ষায় বৈষম্য বিশ্লেষণপূর্বক চ্যালেঞ্জ শনাক্ত ও শ্রেণিকরণ করা। সময়: ৫৫ মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীদের সাথে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু করবেন। পূর্ববর্তী অধিবেশনের সূত্র ধরে অংশগ্রহণকারীদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো পর্যায়ক্রমে করবেন:

- বৈষম্যহীন শিক্ষা কেন জরুরি?
- একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় কী কী ধরনের পরিবর্তন দরকার?
- বর্তমান সময়ে বাস্তবতার নিরিখে কোন ধরনের পরিবর্তন নিয়ে কাজ করা সম্ভব?

২. প্রতিটি প্রশ্ন অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ২/৩ জনকে মতামত জানাতে অনুরোধ করবেন। একই সাথে একীভূতকরণের জন্য বিদ্যালয় পর্যায়ে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করা কেন গুরুত্বপূর্ণ এ ব্যাপারে তাদের মতামত শুনবেন। মতামতগুলো বোর্ডে লিখবেন। ভিন্ন মত থাকলে সেক্ষেত্রে আলোচনার সুযোগ তৈরি করবেন। তথ্যপত্রের আলোকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়গুলি সাধারণীকরণ করবেন।

৩. অংশগ্রহণকারীগণকে ৪টি দলে ভাগ করবেন। বিদ্যালয় পর্যায়ে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কী কী চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা দলে আলোচনা করে পোস্টারে লিখতে অনুরোধ করবেন। সকল দলের লিখা শেষ হলে প্রতিটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে অনুরোধ করবেন। কোন চ্যালেঞ্জ পূর্বে কোন দল উপস্থাপন করে থাকলে পরবর্তী দলের সেটি উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই বলে সবাইকে জানাবেন। কাজটি ৫ মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন করার অনুরোধ করবেন।
[শ্রেণিকাজে আচরণগত চ্যালেঞ্জ এবং মনোসামাজিক চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত বিষয় সুস্পষ্টভাবে না আসলে, সহায়ক এ-সংক্রান্ত প্রশ্ন ও আলোচনার সূত্রপাত করবেন। পরবর্তী অধিবেশনে আচরণগত চ্যালেঞ্জ এবং মনোসামাজিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হবে মর্মে অবগত করবেন।]

৪. এবার অংশগ্রহণকারীগণকে প্রশ্ন করবেন যে, উপস্থাপিত চ্যালেঞ্জগুলোকে কি শ্রেণিকরণ করা যেতে পারে? কয়েকজনের মতামত শুনবেন এবং ঐক্যমতের ভিত্তিতে ২ ধরনের শ্রেণিকরণ যথা: (ক) শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ এবং (খ) শ্রেণিকক্ষবহির্ভূত চ্যালেঞ্জ এর বিষয়টি স্পষ্ট করবেন।

৫. উপস্থাপিত চ্যালেঞ্জসমূহকে 4A (Access, Active participation, Achievement, Acceptance) মডেল অনুযায়ী কোনটি কোন ধরনের চ্যালেঞ্জ তা উল্লেখ করতে অনুরোধ করুন।

কাজ ২: শিক্ষার চ্যালেঞ্জ নিরসনের উপায় বের করা। **সময়: ৩০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের জানাবেন যে, এখন আমরা শিক্ষা-কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরীণ এবং শ্রেণিকক্ষ বহির্ভূত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হই সেগুলি কীভাবে সমাধান করতে পারি তা নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি। পূর্বে আলোচিত চ্যালেঞ্জসমূহের কোনটি কোন পর্যায়ে সমাধানযোগ্য সে সম্পর্কে তথ্যপত্রের আলোকে ধারণা প্রদান করবেন এবং (ক) বিদ্যালয় পর্যায়ে সমাধানযোগ্য চ্যালেঞ্জ (খ) স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন পর্যায়ে সমাধানযোগ্য (গ) কেন্দ্রীয় বা জাতীয় পর্যায়ে সমাধানযোগ্য (ঘ) এই মুহূর্তে সমাধানযোগ্য নয়- এই ৪টি পর্যায় ব্যাখ্যা করবেন।

২. এরপর পূর্বে বিভক্ত দলের ২টিকে ওয়ার্কশিট ০৫.১ নিয়ে এবং ২টি দলকে ওয়ার্কশিট ০৫.২ নিয়ে কাজ করার অনুরোধ জানাবেন। প্রতিটি দল যে সকল চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করেছিলেন তারা সেই চ্যালেঞ্জগুলোই সমাধানের পর্যায় নির্ধারণ করবেন।

৩. সহায়ক অবগত করবেন যে, উভয় ওয়ার্কশিটেই একটি চ্যালেঞ্জ সমাধানের জন্য একাধিক পর্যায় প্রযোজ্য হতে পায়ে। চ্যালেঞ্জটি কোন পর্যায়ে মোকাবেলা করা যেতে পারে এবং কীভাবে, তা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে অনুরোধ করবেন। কাজটি ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ করার নির্দেশনা প্রদান করবেন।

৪. নির্ধারিত সময় শেষে প্রতিটি দল থেকে ১জন করে সামনে এসে দলীয় কাজ উপস্থাপন করবেন। দলীয় উপস্থাপনা নিয়ে ভিন্ন মত থাকলে, উপস্থাপন শেষেই তা নিয়ে আলোচনার সুযোগ তৈরি করবেন এবং সাধারণীকরণ করবেন।

শিখন প্রতিফলন: **সময়: ৫ মিনিট**

নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে শিখন প্রতিফলন যাচাই করবেন:
ক) শিক্ষায় চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করা জরুরি কেন?
খ) শিক্ষায় চ্যালেঞ্জ নিরসনের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনার গুরুত্ব কতখানি?

সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখন প্রতিফলন যাচাই করবেন। আলেচনা শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

তথ্যপত্র	বৈষম্য বিশ্লেষণ, চ্যালেঞ্জ শনাক্তকরণ এবং সমাধানের উপায়	অধিবেশন ০৫

শিক্ষাক্রম এবং সে আলোকে শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানোর প্রক্রিয়া, উপকরণ, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া, অভ্যন্তরীণ পরিবেশ, সহপাঠীদের সঙ্গে সম্পর্ক, আচরণগত চ্যালেঞ্জ, শিক্ষার্থীদের সামর্থ্যের বৈচিত্র্য ইত্যাদির কারণে শ্রেণিকক্ষে কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ দেখা দেয়। তদুপরি, প্রতিটি বিদ্যালয়ের ভৌগোলিক অবস্থান ও অবকাঠামোগত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আলাদা আলাদা চ্যালেঞ্জও থাকতে পারে। বিদ্যালয় পর্যায়ে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে সম্পদ, নীতিমালা, কার্যকর শিখন-শেখানোর কৌশল, মূল্যায়ন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ছাড়াও দীর্ঘদিনের প্রচলিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, লিঙ্গীয় বৈষম্য, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য এর জন্য দায়ী। বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলোকে প্রথমত: দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা: (ক) শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ (খ) শ্রেণিকক্ষবহির্ভূত চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জসমূহ কোন পর্যায়ে সমাধানযোগ্য সে দৃষ্টিকোণ থেকে ৪টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন: (ক) বিদ্যালয় পর্যায়ে সমাধানযোগ্য চ্যালেঞ্জ (খ) স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন পর্যায়ে সমাধানযোগ্য চ্যালেঞ্জ (গ) কেন্দ্রীয় বা জাতীয় পর্যায়ে সমাধানযোগ্য চ্যালেঞ্জ (ঘ) এই মুহূর্তে সমাধানযোগ্য নয় এমন চ্যালেঞ্জ।

একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যদি সার্বিক চ্যালেঞ্জ বিবেচনা করা হয়, তাহলে বিদ্যালয় পর্যায়ের চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধান করা তুলনামূলকভাবে সহজ এবং অল্প সময়ে বেশি ফলাফল অর্জনের সুযোগ রয়েছে। এজন্য শিক্ষায় বৈষম্য নিরসনের জন্য শ্রেণিকক্ষে এবং শ্রেণিকক্ষবহির্ভূত চ্যালেঞ্জগুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করাই একীভূতকরণের প্রথম পদক্ষেপ।

বিদ্যালয় পর্যায়ে সমাধানযোগ্য চ্যালেঞ্জ: বিদ্যালয় পর্যায়ে সমাধানযোগ্য চ্যালেঞ্জ বলতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, অভিভাবক, সহপাঠী, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে যেসব চ্যালেঞ্জ সমাধান সম্ভব, সেগুলোকে বোঝানো হচ্ছে।

স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন পর্যায়ে সমাধানযোগ্য: স্থানীয় শিক্ষা অফিস, পিটিআই, উপজেলা শিক্ষা অফিস, ইউআরসি অফিস, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং এলাকার নেতৃস্থানীয় ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে যেসব চ্যালেঞ্জ সমাধান করা যায়।

কেন্দ্রীয় বা জাতীয় পর্যায়ে সমাধানযোগ্য: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, কেন্দ্রীয় পর্যায়ের বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান যেমন নেপ, এনসিটিবি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা-গবেষণা অনুষদের সমন্বয়ে যেসব চ্যালেঞ্জ সমাধান করা সম্ভব।

এই মুহূর্তে সমাধানযোগ্য নয়: যেসব চ্যালেঞ্জ নীতিমালা বা আইন পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত, অথবা যেগুলোর সমাধানে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন।

ওয়ার্কশিট ০৫.১: শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা-কার্যক্রম পরিচালনার সময় যেসব সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়, তা নিচের ছকে উল্লেখ করা হয়েছে। 4A মডেল (Access, Active Participation, Achievement, Acceptance) অনুযায়ী, প্রবেশগম্যতা, সক্রিয় অংশগ্রহণ, শিখনফল অর্জন, গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে কোন ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা উল্লেখ করুন এবং একই সঙ্গে চ্যালেঞ্জটি কোন পর্যায়ে সমাধানযোগ্য বলে আপনি মনে করেন, তা লিখুন। (১) বিদ্যালয় পর্যায়ে সমাধানযোগ্য চ্যালেঞ্জ; (২) শিক্ষা প্রশাসন পর্যায়ে সমাধানযোগ্য; (৩) কেন্দ্রীয় বা জাতীয় পর্যায়ে সমাধানযোগ্য; (৪) এই মুহূর্তে সমাধানযোগ্য নয় এমন চ্যালেঞ্জ।

ওয়ার্কশিট ০৫.১: শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ এবং তা কোন পর্যায়ে সমাধানযোগ্য			
ক্রমিক	চ্যালেঞ্জ	এটি কী ধরনের চ্যালেঞ্জ	চ্যালেঞ্জটি কোন পর্যায়ে সমাধানযোগ্য
১	শ্রেণিকাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ (মতামত গ্রহণ ও মতামত প্রকাশের সুযোগ, হাতে-কলমে কাজের সুযোগ, অংশগ্রহণ করার জন্য ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি)	সক্রিয় অংশগ্রহণ	১, ২, ৩
২			
৩			
৪			
৫			

ওয়ার্কশিট ০৫.২:

শিক্ষা-কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শ্রেণিকক্ষবহির্ভূত যত ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় এবং চ্যালেঞ্জটি কেন সমাধানযোগ্য বলে আপনি মনে করেন তা নিচের ছকে উল্লেখ করুন। (১) বিদ্যালয় পর্যায়ে সমাধানযোগ্য চ্যালেঞ্জ; (২) শিক্ষা প্রশাসন পর্যায়ে সমাধানযোগ্য; (৩) কেন্দ্রীয় বা জাতীয় পর্যায়ে সমাধানযোগ্য; (৪) এই মুহূর্তে সমাধানযোগ্য নয় এমন চ্যালেঞ্জ।

ওয়ার্কশিট ০৫.২: শ্রেণিকক্ষবহির্ভূত চ্যালেঞ্জ এবং তা কোন পর্যায়ে সমাধানযোগ্য		
ক্রমিক	চ্যালেঞ্জ	চ্যালেঞ্জটি কোন পর্যায়ে সমাধানযোগ্য
১	বিদ্যালয়ের সার্বিক ভৌত অবকাঠামো	১, ২, ৩, ৪
২		
৩		
৪		
৫		

২য় দিন	শিরোনাম: আচরণ ব্যবস্থাপনা	অধিবেশন: ০৬

সময়: ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

শিখনফল:

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক) শিখন কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ আচরণ চিহ্নিত করতে পারবেন;

খ) শিখন কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ আচরণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;

গ) আচরণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইতিবাচক শিখন পরিবেশ তৈরি করতে পারবেন।

উপকরণ: পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম, তথ্যপত্র, কর্মপত্র, প্রিন্টিং (কেস) ইত্যাদি।

পদ্ধতি ও কৌশল: একক কাজ, প্রশ্ন-উত্তর, আলোচনা, কেস স্টাডি, দলগত কাজ,

কাজ ১: শিখন কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ আচরণ সময়: ৩০ মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।

২. 'শ্রেণিকক্ষে আচরণ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝেন?'- তা নিজের খাতায় লিখতে বলুন। এর জন্য ২ মিনিটি সময় দিন। লেখা শেষ হলে, ২/৩ জনের কাছে কী লিখেছেন তা শুনুন। আলোচনা করে তাদের ধারনা স্পষ্ট করুন।

শ্রেণিকক্ষে আচরণ ব্যবস্থাপনা

শ্রেণিকক্ষে আচরণ ব্যবস্থাপনা (Classroom Behavior Management) হলো শিক্ষার্থীদের আচরণকে এমনভাবে পরিচালনা করার কৌশল, যার মাধ্যমে সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, সহযোগিতামূলক, ইতিবাচক আচরণ এবং কার্যকর ও অন্তর্ভূক্তিমূলক শেখার পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়।

৩. এবার অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন যে, 'শ্রেণিকক্ষে আচরণ ব্যবস্থাপনা কেন গুরুত্বপূর্ণ?' প্রত্যেকের নিকট থেকে একটি করে পয়েন্ট আহ্বান করুন। একজন অংশগ্রহণকারীর সাহায্যে বোর্ডে লিখুন। প্রয়োজনে **তথ্যপত্রের** সাহায্যে সকলে মতামত স্পষ্ট করুন। আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ দিন।

৪. এরপর পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে 'শ্রেণিকক্ষে প্রত্যাশিত আচরণ' এই শব্দগুচ্ছ প্রদর্শন করুন এবং তাদের নিকট জানতে চান, এটি দ্বারা তারা কি বুঝেছে। কয়েক জনের নিকট থেকে শুনুন। প্রয়োজনে তথ্যপত্রের সহায়তায় অংশগ্রহণকারীগণের ধারনা স্পষ্ট করুন।

৫. উক্ত আলোচনার সূত্র ধরেই তাদের নিকট জানতে চান, 'শ্রেণিকক্ষে প্রত্যাশিত আচরণ কোনগুলো?' প্রত্যেকের নিকট নিকট থেকে একটি করে পয়েন্ট আহ্বান করুন। একজন অংশগ্রহণকারীর সাহায্যে বোর্ডে লিখুন। প্রয়োজনে **তথ্যপত্রের** সহায়তা নিন। আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ দিন।

৬. এখন, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে 'শ্রেণিকক্ষে চ্যালেঞ্জিং আচরণ' এই শব্দগুচ্ছ প্রদর্শন করুন এবং তাদের নিকট জানতে চান, এটি দ্বারা তারা কি বুঝেছে। কয়েক জনের নিকট থেকে শুনুন। প্রয়োজনে তথ্যপত্রের সহায়তায় অংশগ্রহণকারীগণের ধারনা স্পষ্ট করুন।

৭. ১, ২, ৩, ৪, ৫ গুণে অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলকে একটি ওয়ার্কশীট-১ সরবরাহ করুন।

কর্মপত্র-১		
ক্র.নং	**চ্যালেঞ্জিং আচরণ**	**সম্ভাব্য কারণ**
১.		
২.		
৩.		

৪.		
৫.		

এরপর প্রত্যেক দলকে নির্দেশনা প্রদান করুন যে প্রতিটি দল শ্রেণি কার্যক্রমে চ্যালেঞ্জিং আচরণ কোনগুলো এবং এসব আচরণের সম্ভাব্য কারণ কি হতে পারে তা লিখুন (কমপক্ষে ৫টি কারণ)। দলগত কাজের জন্য ৫ মিনিট সময় দিন।

৮. কাজ শেষ হলে, একদলকে উপস্থাপন করতে বলুন এবং একই সাথে অন্যান্য দলকে বলুন যেসব পয়েন্ট মিলে যাবে তা আর পুনরায় বলার দরকার নেই। শুধুমাত্র নতুন পয়েন্টসমূহ উপস্থাপন করবেন। প্রয়োজনে তথ্যপত্রের সহায়তা নিন। সকলকে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিন।

কাজ ২: শিখনে শিক্ষার্থীর আচরণ বিশ্লেষণ **সময়: ৩০ মিনিট**

১. এবার অংশগ্রহণকারীগণকে পূর্বের আলোচনার সূত্র ধরেই বলুন, শিখন কার্যক্রমে সফল করতে হলে, শিক্ষার্থীর আচরণ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তাহলে শিক্ষার্থীদের আচরণের বৈচিত্র্য অনুযায়ী উপযুক্ত শিখন-শেখানো কৌশল এবং নির্দেশনার উপায় নির্ধারণ করা সহজ হয়। শিক্ষার্থীর আচরণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে,

১. আচরণটি ঘটার আগের অবস্থা (Antecedent) কেমন ছিল?
২. আচরণে (Behavior) কী কী ঘটে?
৩. আচরণটি ঘটার পরে (Consequences) কী হয়?
৪. আচরণটির উদ্দেশ্য (Purpose) কী ছিল?

এই চারটি প্রশ্ন বিবেচনায় রাখতে হবে।

২. এরপর (এই ক্ষেত্রে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে প্রদর্শনপূর্বক) বলুন,

শিক্ষার্থীর কোনো সমস্যামূলক আচরণকে সংশোধন করার একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হলো **ফাংশনাল অ্যানালাইসিস বা এবিসি অ্যানালাইসিস।** যে কোনো একটি আচরণের একটি পূর্ববর্তী ঘটনা বা পরিস্থিতি থাকে যা ঐ আচরণকে উসকে দেয় এবং একইভাবে আচরণের পরবর্তী একটা ফলাফলও থাকে যা অনেক সময় ঐ আচরণকে রিইনফোর্স (Reinforce) বা ত্বরান্বিত করে।

১. পূর্ববর্তী ঘটনা (Antecedent)
২. আচরণ (Behavior)
৩. পরবর্তী ফলাফল (Consequences)

'এবিসি' মডেল এর সাহায্যে আচরণটি ঘটার ঠিক আগে ও পরে কী হয় সে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
যে আচরণটা সংশোধন করা প্রয়োজন সেই আচরণকে প্রথমত শনাক্ত করা হয় এবং টার্গেট করা হয়। এরপর সেই আচরণের পূর্ববর্তী ঘটনা এবং পরবর্তী ফলাফল কী সেটা শনাক্ত করা হয়। এরপর আচরণের পূর্ববর্তী ঘটনা বা পরিস্থিতিতে পরিবর্তন করে অথবা পরবর্তী ফলাফলকে পরিবর্তন করে আচরণকে সংশোধন করা যায় বা নতুন কোনো আচরণ শেখানো যায়।

পূর্ববর্তী ঘটনা অ্যানালাইসিসের সময় আমাদের নিচের বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে:

- কোন্ কন্ডিশনে সমস্যামূলক আচরণটি সংঘটিত হয়? যেমন- মানুষ, কোলাহল, সমালোচনা, কোনো কিছু চেয়ে না পাওয়া;
- কোন্ পরিবেশে বা কন্টেক্সটে আচরণটি সংঘটিত হয়? যেমন- খাওয়ার সময়, সমবয়সীদের সাথে খেলার সময় কিংবা নতুন কিছু শেখার সময়;

- কোনো কোনো ব্যক্তির সামনে আচরণটি সংঘটিত হয় অথবা কারা সামনে থাকলে ওই আচরণটি সংঘটিত হয় না; এবং
- কোন সময়ে এবং কতক্ষণ সময় নিয়ে আচরণটি সংঘটিত হয়? যেমন- সপ্তাহের কোনো বিশেষ দিন কিংবা দিনের কোনো বিশেষ সময়।

আচরণ পরবর্তী ফলাফল অ্যানালাইসিসের সময় আমাদের নিচের বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে:

- সমস্যামূলক আচরণটি সংঘটিত হওয়ার পর আসলে কী ঘটেছিল বা শিশু কী পেয়েছিল;
- সবসময় ওই আচরণটি সংঘটিত হওয়ার পর ফলাফল কী কী থাকে;
- সমস্যামূলক আচরণের পর চারপাশের মানুষের প্রতিক্রিয়া কেমন থাকে; এবং
- সমস্যামূলক আচরণটি অন্যদের উপর কী প্রভাব ফেলে।

৩. এবার অংশগ্রহণকারীগণকে একটি কেস পড়ে শুনান। এক্ষেত্রে, উক্ত কেসটি পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে প্রদর্শন বা প্রিন্টেন্ট কপি সরবরাহ করুন।

একটি কেস

রাতুল (ছদ্মনাম) এর বয়স ৭ বছর। সে এখন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। বিদ্যালয়ে সে নিয়মিত উপস্থিত থাকে। সবাই তাকে ভালো ছাত্র হিসেবেই জানে। সে খুব হাসিখুশি এবং মনোযোগী। কিন্তু কিছুদিন ধরে তার আচরণে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সে বন্ধুদের সাথে সামান্য কারণে খারাপ ব্যবহার করছে, এমনকি মারধরও করছে। শিক্ষকের কথা না শুনে সে তাদের গালিগালাজ করছে। সে ক্লাসে তার সহপাঠীদের গায়ে থুতু ছিটিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষকেরা রাতুলের এমন আচরণে চিন্তিত হয়ে তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেন, কিন্তু রাতুল কোনো কথা বলে না।
এরপর শিক্ষকেরা রাতুলের পরিবারের সাথে কথা বলে জানতে পারেন যে, কিছুদিন আগে রাতুলের একটি ছোট ভাই হয়েছে। তার মা ছোট তার ভাইয়ের যত্ন এবং নিজের অসুস্থতার কারণে রাতুলকে আগের মতো সময় দিতে পারছেন না। রাতুলকে এখন নিজের খাওয়া, গোসল, স্কুলে যাওয়া এবং ঘরের কিছু কাজও করতে হচ্ছে। রাতে আগে সে মায়ের সাথে ঘুমালেও এখন দাদির সাথে ঘুমায়।

৪. কেসটি শুনার পর তাদের নিকট থেকে জানতে চান, 'রাতুলের আচরণকে আপনি কিভাবে ABC মডেলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করবেন?' ২/৩ জনের নিকট থেকে শুনুন।

৫. এবার প্রতিটি দলকে একটি কেস এবং সাথে একটি ওয়ার্কশীট-২ সরবরাহ করুন।

ওয়ার্কশীট-২			
শিক্ষার্থীর আচরণের শুরুতে কি করেছে	**আচরণের সময় কি করেছে**	**তার এই আচরণের ফলে পরিনতি কি হয়েছে**	**তার এই আচরণের কি কোনো উদ্দেশ্য ছিল**

প্রতিটি দলকে নির্দেশনা প্রদান করুন যে, সরবরাহকৃত কেসটি পড়ে ওয়ার্কশীটটি পূরণ করুন। উক্ত কাজের জন্য ৫ মিনিট সময় দিন।

দল-১: কেস ১

শ্রেণিকক্ষে সামিয়া (ছদ্মনাম) প্রায়ই এক কোণে বসে জোরে জোরে শরীর দোলাতে দেখা যায়। তার এই অস্বাভাবিক আচরণে শ্রেণিকক্ষের অন্য শিক্ষার্থীদের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটে। শিক্ষক যখন তাকে থামতে বলেন, তখন সামিয়া শরীরের দোলানোর গতি আরও বাড়িয়ে দেয় এবং উচ্চস্বরে চিৎকার করতে থাকে। তার এমন অস্বাভাবিক আচরণে শ্রেণিকক্ষে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শিক্ষকেরা সামিয়ার এমন আচরণে কিছুটা বিব্রত হয়ে সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হন।

সামিয়ার এমন আচরণের পেছনের কারণ অনুসন্ধানের জন্য শিক্ষকেরা তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেন। পরিবারের সদস্যরা জানান, গত কয়েক মাস ধরে সামিয়ার আচরণে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সে প্রায়ই অস্থিরতা বোধ করে এবং সামান্য কারণে রেগে যায়। রাতে তার ঘুমাতে সমস্যা হয় এবং প্রায়ই দুঃস্বপ্ন দেখে। পরিবারের সদস্যরা আরও জানান, সামিয়ার বাবা সম্প্রতি তাদের ছেড়ে চলে গেছেন, যা তার মানসিক অবস্থার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে।

দল-২: কেস ২

শামীমা (ছদ্মনাম) তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। অন্যান্য শিশুদের মতো সেও ছবি আঁকতে ভালোবাসে। কিন্তু ছবি আঁকার ক্লাসে তার আচরণে প্রায়ই অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। একদিন, শিক্ষক যখন ক্লাসের সব শিক্ষার্থীকে একটি নির্দিষ্ট ছবি রং করতে বললেন, শামীমা অন্য সবার মতো রং করার পরিবর্তে হঠাৎ রেগে গিয়ে ছবিটি ছিঁড়ে ফেলে দিল। এই ঘটনায় শিক্ষক কিছুটা অবাক হলেন, তবে তিনি শান্তভাবে শামীমাকে বললেন, "ঠিক আছে, তোমার এখন আর রং করতে হবে না।" শিক্ষকের এই কথা শোনার পর শামীমা আর কোনো কথা না বলে চুপচাপ তার সিটে বসে রইল।

শিক্ষকের মনে প্রশ্ন জাগে, কেন শামীমা এমন আচরণ করল? ক্লাসের অন্য শিশুদের সাথে তার কোনো সমস্যা আছে কি? নাকি অন্য কোনো কারণে সে এমন করেছে? তিনি শামীমার সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু শামীমা শিক্ষকের কোনো প্রশ্নের উত্তর দিল না। পরে শিক্ষক তার সহপাঠীদের জিজ্ঞেস করলো শামীমার কেন আজকের ক্লাসে এমন আচরণ করল। তার এক সহপাঠী বললো, গত কাল বিজ্ঞানের ম্যাম ক্লাসে একটি জীবের ছবি আঁকতে দিয়েছিল। সবাই একটি করে ছবি এঁকেছে। কিন্তু বিজ্ঞান ম্যাম শামীমার ছবিটি ভালো হয় নাই বলে অনেক বকাবকি করেছে।

দল-৩: কেস ৩

মৈত্রী চাকমা (ছদ্মনাম), সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। ক্লাসের সময় কখনো কখনো সে নিজের সিট থেকে উঠে দাঁড়ায় এবং ক্লাসের মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে। অন্যান্য ক্লাসের তুলনায় ইংরেজি ক্লাসে তার এই প্রবণতা বেশি দেখা যায়।

ইংরেজি শিক্ষক, আনোয়ার সাহেব (ছদ্মনাম), মৈত্রীর এই আচরণে বেশ বিরক্ত। ক্লাসে ঢুকেই তিনি মৈত্রীকে বারবার সিটে বসতে বলেন। কিন্তু মৈত্রী শিক্ষকের কথা শোনে না। সে ক্লাসের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেই থাকে। আনোয়ার সাহেব যতই তাকে সিটে বসতে বলেন, মৈত্রী কিছুক্ষণ সিটে বসে আবার উঠে পড়ে।

ক্লাসের অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও মৈত্রীর এই আচরণে বিরক্ত। তারা নিজেদের কাজ বাদ দিয়ে মৈত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকে এবং তার এই কাজ দেখে মজা পায়। কেউ কেউ হাসাহাসি করে। মৈত্রীও যেন তাদের মনোযোগ পেয়ে আরও উৎসাহিত হয়।

আনোয়ার সাহেব প্রথমে মৈত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু যখন কোনো কাজ হয় না, তখন তিনি তাকে ক্লাসের বাইরে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এতেও কোনো লাভ হয় না। মৈত্রী ক্লাসের বাইরে গিয়ে আরও বেশি মজা পায়। সে করিডোরে দৌড়াদৌড়ি করে, অন্য ক্লাসের শিক্ষার্থীদের বিরক্ত করে এবং জোরে জোরে হাসে।

একদিন আনোয়ার সাহেব মৈত্রীর এই আচরণের কারণ জানার জন্য তার পরিবারের সাথে কথা বলেন। তারা জানান যে, মৈত্রী বাবা-মা দুজনেই কর্মজীবী এবং তাদের ব্যস্ততার কারণে মৈত্রীকে তেমন সময় দিতে পারেন না। মৈত্রী সারাদিন একাকী থাকে এবং তার কোনো বন্ধুও নেই। এছাড়াও মৈত্রী নাকি ইংরেজি ক্লাসে কিছু বুঝে না। তাই সে ইংরেজি ক্লাস করতে চায় না।

দল-৪: কেস ৪

রফিক (ছদ্মনাম), দ্বিতীয় শ্রেণির একজন ছাত্র, যার ক্লাসের প্রতি মনোযোগের অভাব এবং অস্বাভাবিক আচরণ বাংলা শিক্ষকের জন্য একটি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রফিক বাংলা ক্লাসে প্রায়ই টিফিন পিরিয়ডের আগেই নিজের টিফিন খাওয়া শুরু করে দেয়। শুধু তাই নয়, সে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের ব্যাগ থেকে তাদের টিফিন বের করে খাওয়ার চেষ্টা করে। রফিকের এই অস্বাভাবিক আচরণের কারণে ক্লাসের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হয় এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও বিশৃঙ্খলা তৈরি করে।

ক্লাসের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বাংলা শিক্ষককে প্রায়ই চিৎকার করে শিক্ষার্থীদের শান্ত করতে হয়। শিক্ষকের এই আচরণে ক্লাসের অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও বিরক্ত হয় এবং ক্লাসের প্রতি তাদের মনোযোগ কমে যায়। রফিকের এই আচরণের কারণ জানার জন্য বাংলা শিক্ষক রফিকের সাথে কথা বলেন, কিন্তু রফিক কোনো সদুত্তর দিতে পারে না। এরপর শিক্ষক রফিকের পরিবারের সাথে কথা বলে জানতে পারেন যে, রফিকের পরিবারে আর্থিক সংকট চলছে। রফিকের বাবা একটি ছোট দোকানে কাজ করেন, যেখানে তার আয় খুব সীমিত। এই কারণে রফিকের মা বেশি করে টিফিন দিতে পারেন না।

দল-৫: কেস ৫

রাহেলা (ছদ্মনাম) যখন বিদ্যালয়ে ৩য় শ্রেণিতে ভর্তি হয়, তখন সে ছিল অন্যান্য শিশুদের মতোই উচ্ছল ও প্রাণবন্ত। কিন্তু ধীরে ধীরে তার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা বা পাঠ্যবইয়ের ছোট লেখাগুলো তার চোখে ঝাপসা লাগত, ফলে সে ক্লাসে মনোযোগ দিতে পারত না। শিক্ষকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে না পারায় সে ক্লাসের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের থেকে পিছিয়ে পড়তে থাকে।

রাহেলার এই সমস্যার কথা তার অভিভাবক বা শিক্ষকের কেউই বুঝতে পারেনি। তারা মনে করত রাহেলা হয়তো অমনোযোগী বা অলস হয়ে যাচ্ছে। তাই তারা তাকে বকাঝকা করত, এমনকি মারধরও করত। রাহেলা ভয়ে আর স্কুলে যেতে চাইত না, কিন্তু পরিবারের চাপে তাকে বাধ্য হয়ে স্কুলে যেতে হতো।

ক্লাসের পড়া বুঝতে না পারা, শিক্ষকের বকাঝকা এবং শারীরিক নির্যাতন রাহেলার মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। সে ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করে। ক্লাসের অন্যান্য শিশুদের সাথেও সে মিশতে চাইত না। তার মনে হতো, সে সবার থেকে আলাদা, সে পড়ালেখার যোগ্য নয়।

এক পর্যায়ে রাহেলার অভিভাবকরা তার লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়। তারা মনে করত, রাহেলা যেহেতু পড়ালেখায় ভালো না, তাই তাকে আর স্কুলে পাঠানোর দরকার নেই।

৬. দলগত কাজ শেষে, প্রত্যেক দলকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনার জন্য সকলকে ধন্যবাদ দিন।

কাজ ৩: আচরণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইতিবাচক শিখন পরিবেশ তৈরি **সময়: ২৫ মিনিট**

১. উপরিউক্ত আলোচনার সূত্র ধরেই বলুন, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরণের চ্যালেঞ্জিং আচরণ করে এবং করবে। এইক্ষেত্রে লক্ষনীয় বিষয় হলো: শিক্ষার্থীদের এরূপ চ্যালেঞ্জিং আচরণ সত্ত্বেও শিক্ষক যা করতে পারবেন না, তাহলো,

- শাস্তি (Punishment)
- অন্যের সঙ্গে তুলনা করা (Compare with others)
- নেতিবাচক তকমা দেওয়া (Labeling)
- অভিযোগ করা (Complain)

২. সহায়ক তথ্যের সাহায্যে 'শাস্তি (Punishment), অন্যের সঙ্গে তুলনা করা (Compare with others), নেতিবাচক তকমা দেওয়া (Labeling), অভিযোগ করা (Complain)' বিষয়গুলো প্রশিক্ষণার্থীগণের নিকট স্পষ্ট করুন।

৩. এবার অংশগ্রহণকারীগণের নিকট থেকে জানতে চান, তাহলে শিক্ষার্থীদের এসব চ্যালেঞ্জিং আচরণ ব্যবস্থাপনার কৌশল কি হতে পারে, কয়েকজনের নিকট থেকে শুনুন। তাদের আলোচনার সাথে মিল রেখে পাওয়ার পয়েন্টে স্লাইডে বা পোস্টার পেপারে প্রদর্শন করুন:

- রিইনফোর্সমেন্ট (Reinforcement)
- নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা (Establishment of Rules)
- প্রত্যাশিত আচরণ কেমন হবে তা দেখানো (Modeling)
- প্রত্যাশিত আচরণে মনোযোগ দেওয়া এবং প্রশংসা করা (Praise)
- অপ্রত্যাশিত আচরণ এড়িয়ে যাওয়া (Ignore)
- প্রত্যাশিত আচরণের দিকে মনোযোগ ঘুরিয়ে দেওয়া (Redirect)

৪. সহায়ক তথ্যের সাহায্যে উক্ত বিষয়সমূহ অংশগ্রহণকারীগণের নিকট স্পষ্ট করুন।

৫. সহায়ক তথ্যের আলোকে পাওয়ার পয়েন্টে স্লাইডে বা পোস্টার পেপারে প্রদর্শনপূর্বক আলোচনা করুন,

ক. অপ্রত্যাশিত আচরণ ঘটার আগেই কিছু কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে:

- শ্রেণিকক্ষে নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা: শিক্ষার্থীদের জন্য সুস্পষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়ম তৈরি করতে হবে এবং নিয়মিতভাবে তাদের নিয়মগুলো মনে করিয়ে দিতে হবে।
- দৃশ্যমান উদাহরণ: অপ্রত্যাশিত আচরণ ঘটার আগেই ছবি বা ভিডিওর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত আচরণ প্রদর্শন করা যেতে পারে।
- ইতিবাচক উদ্দীপনা: ভালো আচরণের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশংসা ও পুরস্কার প্রদান করতে হবে।
- বিরতি: পাঠদানকালে শিক্ষার্থীদের জন্য ছোট ছোট বিরতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- পছন্দের কাজ: শিক্ষার্থীদের তাদের পছন্দের কাজ করার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে, যা তাদের মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করবে।

খ. অপ্রত্যাশিত আচরণ ঘটার সময় কিছু কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন:

- এড়িয়ে চলা (Ignore): মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত আচরণ এড়িয়ে চলা ভালো, যদি তা শিক্ষার্থী বা অন্যদের জন্য ক্ষতিকর না হয়।

- কাজ মনে করিয়ে দেওয়া (Redirect): শিক্ষার্থী খারাপ আচরণ করলে, তাকে সরাসরি কিছু না বলে তার কাজের কথা মনে করিয়ে দিন। যেমন, ক্লাসের সময় কথা বললে, তাকে চুপ করতে না বলে কাজের কথা বলুন।
- প্রশংসা করা (Praise): ভালো আচরণের জন্য প্রশংসা করুন।
    - শিক্ষার্থী অল্প সময়ের জন্যও ভালো আচরণ করলে, তার প্রশংসা করুন।
    - খারাপ আচরণ করা শিক্ষার্থীর বদলে, ভালো আচরণ করা শিক্ষার্থীর প্রশংসা করুন।

যখন কোনো শিক্ষার্থীর আচরণগত সমস্যা খুব তীব্র আকার ধারণ করে, তখন শিক্ষকের জন্য কিছু বিষয় এড়িয়ে চলা জরুরি:

- ব্যক্তিগতভাবে নেওয়া নয়: শিক্ষার্থীর আচরণকে নিজের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ হিসেবে নেওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, এটি শিক্ষার্থীর সমস্যার বহিঃপ্রকাশ।
- রাগান্বিত না হওয়া: শিক্ষকের শারীরিক অঙ্গভঙ্গি বা কথাবার্তায় রাগ, উত্তেজনা বা বিরক্তি প্রকাশ করা যাবে না। এতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে।
- শান্ত থাকা: শিক্ষককে শান্ত থাকতে হবে এবং শিক্ষার্থীকে শান্ত হতে সাহায্য করতে হবে। দৃঢ় কিন্তু নমনীয় গলায় শিক্ষার্থীকে কাঙ্ক্ষিত আচরণের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।
- **শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম (Breathing exercise):** শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম (ব্রিদিং এক্সারসাইজ) করানোর মাধ্যমে শান্ত হতে সাহায্য করতে পারেন। শান্ত স্বরে ব্যায়ামের নির্দেশনা দিতে পারেন। প্রয়োজনে ছবি ব্যবহার করে ব্যায়ামের ধাপগুলো দেখানো যেতে পারে।

৬. এরপর অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, যদি অপ্রত্যাশিত আচরণ ঘটেই যায়, তাহলে করণীয় কী? কয়েকজনের নিকট থেকে শুনুন।

৭. সহায়ক তথ্যের আলোকে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে বা পোস্টার পেপারে প্রদর্শনপূর্বক আলোচনা করুন:

ক. সবার উদ্দেশ্যে মৌখিকভাবে কাঙ্ক্ষিত আচরণটি জানানো: এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, যেন কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীদের সরাসরি লক্ষ্য করে কথাটি না বলা হয়।

খ. ছবির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত আচরণটি দেখানো: ছবি ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত আচরণটি দৃশ্যমান করা যেতে পারে।

গ. খেলার মাধ্যেম আচরণ ব্যবস্থাপনা: খেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৯. এবার সহায়ক তথ্যে প্রদত্ত খেলাগুলো অনুশীলন করানো যেতে পারে। যেমন, **ফ্রিজ (Freeze) ফ্রিজ খেলা, দূরবিন খেলা, ছন্দে তালি খেলা, চোখ বন্ধ-খোলা খেলা** ইত্যাদি।

শিখন প্রতিফলন: **সময়: ০৫ মিনিট**

- আচরণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে অংশগ্রহণকারীগণের ধারনা স্পষ্ট হয়েছে কিনা জানতে চান।
- এই অধিবেশনের সার-সংক্ষেপ করুন।
- সবশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশ্ন শেষ করুন।

তথ্যপত্র	আচরণ ব্যবস্থাপনা	অধিবেশন: ০৬

কাজ ১: শ্রেণিকক্ষে আচরণ ব্যবস্থাপনা

শ্রেণিকক্ষে আচরণ ব্যবস্থাপনা (Classroom Behavior Management) হলো শিক্ষার্থীদের আচরণকে এমনভাবে পরিচালনা করার কৌশল, যার মাধ্যমে সুশৃঙ্খলা, নিরাপদ, সহযোগিতামূলক, ইতিবাচক আচরণ এবং কার্যকর ও অন্তর্ভূক্তিমূলক শেখার পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়।

শ্রেণিকক্ষে আচরণ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব:

- শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শেখার সুযোগ পায়।
- আনন্দময় ও অংশগ্রহণমূলক শেখার পরিবেশ নিশ্চিত হয়।
- শিক্ষার্থীরা আত্মনিয়ন্ত্রণ, দায়িত্ববোধ ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে শিখে।
- চ্যালেঞ্জিং বা সমস্যামূলক আচরণকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়।
- বিভিন্ন চাহিদার শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করে শিখন কার্যক্রম সহজ হয়।
- শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ এবং সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠে।
- শিক্ষার্থীরা পাঠদানকালীন নিয়ম মেনে চলে এবং বিশৃঙ্খলা এড়ানো যায়।
- শিক্ষার্থীরা দলগত কার্যক্রমে নেতৃত্ব, সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সম্মান শেখে।

শ্রেণিকক্ষে প্রত্যাশিত এবং চ্যালেঞ্জিং আচরণ

প্রত্যক শিক্ষার্থীই একে অন্যের চেয়ে ভিন্ন, তাই তাদের আচরণেও অনেক বৈচিত্র দেখা যায়। এই আচরণসমূহের মধ্যে কিছু আচরণ থাকে যা শিখনে সহায়ক ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখে এবং কিছু কিছু আচরণ আছে যা শিখনে চ্যালেঞ্জ বা সমস্যা সৃষ্টি করে।

শ্রেণিকক্ষে প্রত্যাশিত আচরণ

শ্রেণিকক্ষে প্রত্যাশিত আচরণ বলতে এমন কিছু আচরণকে বোঝায়, যা শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করবে বলে শিক্ষক, বিদ্যালয় এবং সমাজ আশা করে। এই আচরণগুলো শিক্ষার পরিবেশকে উন্নত করে, শৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং শেখার কার্যক্রমে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। প্রত্যাশিত আচরণসমূহ শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাধা নয় বরং সহায়ক। শিক্ষার্থী যখন প্রত্যাশিত আচরণ করে তখন তা এমনভাবে রিইনফোর্স করতে হয় যেন সে এবং অন্যরা পরবর্তী সময়েও একই আচরণ করতে উৎসাহিত হয়।

যেমন,

মনোযোগ সহকারে শোনা (Active Listening): শিক্ষক ও সহপাঠীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা, কথার মাঝে বাধা না দিয়ে সম্পূর্ণ শোনার অভ্যাস গড়ে তোলা।

শ্রদ্ধাশীল আচরণ (Respectful Behavior): শিক্ষক, সহপাঠী ও বিদ্যালয়ের সকলকে সম্মান করা, কারও মতামত, সংস্কৃতি ও অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা।

শৃঙ্খলা বজায় রাখা (Maintaining Discipline): শ্রেণিকক্ষে নির্ধারিত নিয়ম-কানুন মেনে চলা, অননুমোদিতভাবে কথা না বলা বা চলাফেরা না করা।

দায়িত্বশীল আচরণ (Responsible Behavior): নিজের কাজ নিজে করা ও নিজের দায়িত্ব পালন করা, শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের সম্পদের যত্ন নেওয়া।

ইতিবাচক মনোভাব (Positive Attitude): নতুন কিছু শেখার প্রতি আগ্রহী থাকা, ভুল হলে হতাশ না হয়ে শেখার সুযোগ হিসেবে দেখা।
সহযোগিতামূলক আচরণ (Cooperative Behavior): দলগত কাজ ও কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা, একে অপরকে সাহায্য ও সমর্থন করা।
নিয়ম মেনে চলা (Following Rules): বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষের নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলা, সময় মতো ক্লাসে প্রবেশ ও উপস্থিত থাকা।
পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা (Maintaining Cleanliness): নিজের ও আশেপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা, আবর্জনা নির্ধারিত স্থানে ফেলা।
নিজস্ব সামগ্রী সংরক্ষণ করা (Taking Care of Personal Belongings): নিজের বই, খাতা, কলম ইত্যাদি সামগ্রী যত্নসহকারে রাখা, অন্যের জিনিস ব্যবহার করার আগে অনুমতি নেওয়া।
সঠিক সময়ে কাজ সম্পন্ন করা (Completing Tasks on Time): শ্রেণিকক্ষের কার্যক্রম এবং বাড়ির কাজ সময়মতো সম্পন্ন করা।
বিরোধ মীমাংসা করা (Resolving Conflicts Peacefully): সমস্যা বা বিরোধের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা করা, সহপাঠীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা।

শ্রেণিকক্ষে চ্যালেঞ্জিং আচরণ

শ্রেণিকক্ষে চ্যালেঞ্জিং আচরণ বলতে এমন আচরণকে বোঝায়, যা শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষার্থীদের শেখার কার্যক্রম এবং শিক্ষকের শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। এ ধরনের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন এবং তা শিক্ষার্থীর নিজস্ব শেখার পাশাপাশি অন্যদের শেখার সুযোগেও বাধা সৃষ্টি করে।

ব্যক্তিগত, সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেক আচরণকেই শ্রেণিকাজের জন্য বাধা মনে হতে পারে। তবে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার সময় কোনো আচরণকে বাধা হিসেবে আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখা আবশ্যক। বিষয়গুলো হলো:

- এমন আচরণ যা তার নিজের এবং অন্য শিক্ষার্থীদের শিখনে বাধা দেয়।
- এমন আচরণ যা তার নিজের বা অন্যের জন্য ক্ষতিকর।
- এমন আচরণ যা বিদ্যালয়ের/শ্রেণিকক্ষের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনায় বাধা দেয়।
- এমন আচরণ যার তীব্রতা, ধারাবাহিকতা ও সময়কাল শ্রেণিকক্ষের/বিদ্যালয়ের নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্যে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।
- এমন আচরণ যা বিদ্যালয়/শ্রেণিকক্ষে নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখতে ব্যাঘাত ঘটায়।

শ্রেণি কার্যক্রমে চ্যালেঞ্জিং আচরণ:

ক্রমিক নং	চ্যালেঞ্জিং আচরণ	সম্ভাব্য কারণ
১	মনোযোগ অভাব (Lack of Attention)	ADHD, শেখার প্রতি আগ্রহের অভাব, ক্লাসের পরিবেশে মনোযোগ না ধরা।

ক্রমিক নং	চ্যালেঞ্জিং আচরণ	সম্ভাব্য কারণ
২	অতিরিক্ত কথা বলা (Excessive Talking)	আত্মবিশ্বাসের অভাব ঢাকার চেষ্টা, মনোযোগ আকর্ষণ, অস্থিরতা, নিয়ন্ত্রণের অভাব।
৩	শৃঙ্খলা ভঙ্গ (Breaking Rules)	নিয়মের গুরুত্ব না বোঝা, শাসনের অভাব, আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব।
৪	ইচ্ছাকৃত বিরোধিতা (Oppositional behavior)	নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয়, আত্মবিশ্বাসের অভাব, নেতিবাচক মনোভাব, ব্যক্তিগত সমস্যা।
৫	সহিংস আচরণ (Aggressive behavior)	মানসিক চাপ, পারিবারিক সহিংসতা, রাগ নিয়ন্ত্রণের অভাব।
৬	মিথ্যা বলা (Lying)	শাস্তির ভয়, অব্যক্ত মানসিক সমস্যা, দায়িত্ব এড়ানো, আত্মবিশ্বাসের অভাব।
৭	নকল করা (Cheating)	আত্মবিশ্বাসের অভাব, ভালো ফলাফল পেতে চাপ, শিক্ষার প্রতি আগ্রহের অভাব।
৮	গালাগালি করা (Using profanity)	পারিবারিক প্রভাব, অসন্তোষ প্রকাশ, নেতিবাচক সহপাঠী প্রভাব।
৯	হীনমন্যতা (Low self-esteem)	মানসিক চাপ, পরিবার বা সমাজের নেতিবাচক মন্তব্য, স্বীকৃতির অভাব।
১০	অস্থিরতা (Restlessness)	ADHD, উদ্বেগ, মানসিক চাপ, পর্যাপ্ত বিশ্রামের অভাব।
১১	অতিরিক্ত মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা (Attention-seeking behavior)	অবহেলা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, ভালোবাসার অভাব, স্বীকৃতির অভাব।
১২	উপেক্ষা করা (Ignoring instructions)	শৃঙ্খলা না মানার অভ্যাস, মনোযোগের অভাব, বিরক্তি।
১৩	অন্যের সাথে ঝগড়া (Arguing with peers)	আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব, মানসিক চাপ, বিরোধ সমাধানের কৌশল না জানা।
১৪	নিষ্ক্রিয়তা (Inactivity)	বিষণ্ণতা, অনুপ্রেরণার অভাব, ক্লান্তি।
১৫	হিংসা (Jealousy)	পারিবারিক বৈষম্য, আত্মবিশ্বাসের অভাব, প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব।
১৬	নিয়মিত কাজ না করা (Incomplete work)	শেখার আগ্রহের অভাব, মনোযোগের সমস্যা, পরিকল্পনার অভাব।
১৭	অভদ্র ব্যবহার (Rudeness)	পারিবারিক প্রভাব, শৃঙ্খলার অভাব, ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা।
১৮	অতি নির্ভরশীলতা (Over-dependency)	আত্মবিশ্বাসের অভাব, শিক্ষকের অতিরিক্ত সহায়তা, প্যারেন্টিং সমস্যা।
১৯	ক্লাসে ঘুমানো (Sleeping in class)	ক্লান্তি, রাতে কম ঘুমানো, বিষণ্ণতা।
২০	দেরি করে আসা (Coming late)	শৃঙ্খলার অভাব, পরিবারের অবহেলা, পরিবহন সমস্যা।

ক্রমিক নং	চ্যালেঞ্জিং আচরণ	সম্ভাব্য কারণ
২১	দোষারোপ করা (Blaming others)	ব্যক্তিগত দায়িত্বের অভাব, আত্মপক্ষ সমর্থন, অসহযোগিতা।
২২	বিরক্ত করা (Teasing)	আত্মবিশ্বাসের সমস্যা, জনপ্রিয়তার আকাঙ্ক্ষা, নেতিবাচক মনোভাব, নিয়মের গুরুত্ব না বোঝা, পরিবারে শৃঙ্খলার অভাব।
২৩	অহংকার (Arrogance)	আত্মতুষ্টি, পারিবারিক উৎসাহ, নেতিবাচক প্রভাব।
২৪	খারাপ মন্তব্য করা (Making hurtful comments)	নেতিবাচক আবেগ, সমাজের প্রভাব, অবজ্ঞা প্রকাশ।
২৫	শারীরিক আক্রমণ (Physical assault)	মানসিক চাপ, সহিংস পরিবেশ, আচরণগত সমস্যা, আবেগ নিয়ন্ত্রণের অভাব।
২৬	উচ্চস্বরে কথা বলা (Speaking loudly)	নিয়ন্ত্রণের অভাব, অহংকার, সামাজিক পরিবেশ।
২৭	ক্লাস এড়ানো (Skipping class)	শেখার অনাগ্রহ, চাপ, অবহেলা।
২৮	অতিরিক্ত খেলা (Excessive playfulness)	নিয়মানুবর্তিতার অভাব, মনোযোগের ঘাটতি, পারিবারিক পরিবেশ।
২৯	শিক্ষককে উপেক্ষা (Ignoring teacher)	শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভ্যাস, নেতিবাচক মনোভাব, অসন্তুষ্টি।
৩০	অতি আত্মবিশ্বাস (Overconfidence)	আত্মতুষ্টি, সামাজিক প্রশংসা, অহংকার।
৩১	মিথ্যা অজুহাত (Making excuses)	দায়িত্ব এড়ানো, শাস্তির ভয়, আত্মবিশ্বাসের অভাব।
৩২	অনুপ্রেরণার অভাব (Lack of motivation)	শেখার প্রতি অনীহা, অভিভাবকের অবহেলা, নেতিবাচক সহপাঠী প্রভাব।
৩৩	ক্লাসের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করা (Non-participation)	আত্মবিশ্বাসের অভাব, নেতিবাচক মনোভাব, অস্বস্তি, সামাজিক সংকোচ, শেখার প্রতি অনাগ্রহ।
৩৪	অসহযোগিতা (Uncooperative behavior)	বিদ্রোহী মনোভাব, নেতিবাচক অভিজ্ঞতা, শেখার আগ্রহের অভাব।
৩৫	রাগ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা (Lack of anger control)	মানসিক চাপ, আবেগ নিয়ন্ত্রণের অভাব, সামাজিক সমস্যার প্রভাব।
৩৬	বিরক্তিকর আচরণ (Disruptive behavior)	নিয়মের গুরুত্ব না বোঝা, পরিবারে শৃঙ্খলার অভাব।
৩৭	অভদ্র ভাষা ব্যবহার (Using inappropriate language)	পারিবারিক প্রভাব, নেতিবাচক বন্ধুপ্রভাব।
৩৮	ঝগড়া করা (Arguing with peers)	বিরোধ সমাধানের দক্ষতার অভাব, আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব।
৩৯	জেদী আচরণ (Stubbornness)	ব্যক্তিত্ব, শৃঙ্খলার অভাব, মনোভাবগত সমস্যা।

ক্রমিক নং	চ্যালেঞ্জিং আচরণ	সম্ভাব্য কারণ
৪০	দায়িত্ব এড়ানো (Avoiding responsibilities)	দায়িত্বের ভয়, আত্মবিশ্বাসের অভাব, শাস্তির ভয়।
৪১	সাহায্য চাইতে না পারা (Not asking for help)	লজ্জা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার ভয়।
৪২	অতিরিক্ত হাসাহাসি (Excessive laughing)	মনোযোগ আকর্ষণের ইচ্ছা, উত্তেজনা, নিয়ন্ত্রণের অভাব।
৪৩	ক্লাসের নিয়ম মানতে অনীহা (Refusal to follow rules)	স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, শৃঙ্খলা মানতে না চাওয়া।
৪৪	দোষারোপ করা (Blaming others)	দায়িত্ব এড়ানো, আত্মবিশ্বাসের অভাব, শাস্তির ভয়।
৪৫	শ্রেণি উপকরণ নষ্ট করা (Damaging classroom materials)	অবজ্ঞা, শৃঙ্খলার অভাব, বিরক্তি।

কাজ ২: শিখনে শিক্ষার্থীর আচরণ বিশ্লেষণ:

শিক্ষার্থীদের আচরণের বৈচিত্র্য অনুযায়ী উপযুক্ত শিখন-শেখানো কৌশল এবং নির্দেশনার উপায় নির্ধারণ করার জন্য আচরণটি শনাক্ত করার পাশাপাশি একে বিশ্লেষণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়:

- আচরণটি ঘটার আগের অবস্থা (Antecedent) কেমন ছিল?
- আচরণে (Behavior) কী কী ঘটে?
- আচরণটি ঘটার পরে (Consequences) কী হয়?
- আচরণটির উদ্দেশ্য (Function) কী ছিল?

যখন কোনো অপ্রত্যাশিত আচরণের উদ্দেশ্য জানা যায়, তখন এ ধরনের আচরণের পরিবর্তে কীভাবে প্রত্যাশিত উপায়ে একই উদ্দেশ্য পূরণ করা যায় তা শেখানো সহজ হয়। যেমন, কোনো শিক্ষার্থী যদি বারবার সীট থেকে উঠে গিয়ে অন্যদের সঙ্গে গল্প করতে থাকে, তাহলে সে আচরণের বিকল্প হিসেবে তাকে দিয়ে ক্লাসের বিভিন্ন জিনিসপত্র বিতরণ করানো যেতে পারে। আচরণ বিশ্লেষণ না করে শ্রেণিকাজে বাধা তৈরি করে এমন আচরণ নিরসনের চেষ্টা করা হলে দীর্ঘমেয়াদে তা কার্যকর হয় না।

শিক্ষার্থীর কোনো সমস্যামূলক আচরণকে সংশোধন করার একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হলো **ফাংশনাল অ্যানালাইসিস বা এবিসি অ্যানালাইসিস।** যে কোনো একটি আচরণের একটি পূর্ববর্তী ঘটনা বা পরিস্থিতি থাকে যা ওই আচরণকে উসকে দেয় এবং একইভাবে আচরণের পরবর্তী একটা ফলাফলও থাকে যা অনেক সময় ওই আচরণকে রেইনফোর্স (Reinforce) বা ত্বরান্বিত করে।

১. পূর্ববর্তী ঘটনা (Antecedent)

২. আচরণ (Behavior)

৩. পরবর্তী ফলাফল (Consequences)

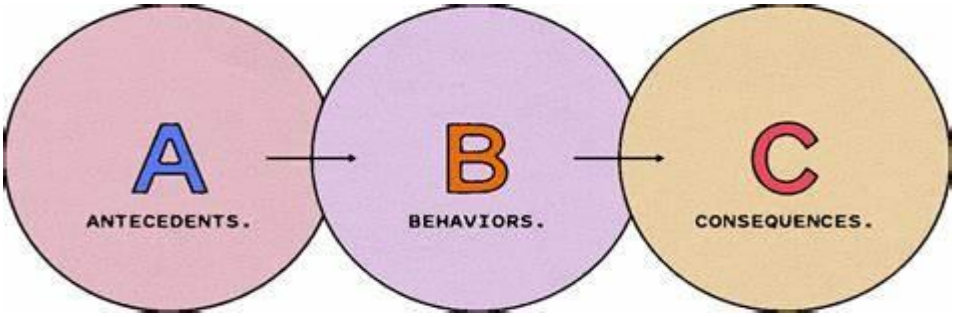

'এবিসি' মডেল এর সাহায্যে আচরণটি ঘটার ঠিক আগে ও পরে কী হয় সে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

যে আচরণটা সংশোধন করা প্রয়োজন সেই আচরণকে প্রথমত শনাক্ত করা হয় এবং টার্গেট করা হয়। এরপর সেই আচরণের পূর্ববর্তী ঘটনা এবং পরবর্তী ফলাফল কী সেটা শনাক্ত করা হয়। এরপর আচরণের পূর্ববর্তী ঘটনা বা পরিস্থিতিতে পরিবর্তন করে অথবা পরবর্তী ফলাফলকে পরিবর্তন করে আচরণকে সংশোধন করা যায় বা নতুন কোনো আচরণ শেখানো যায়।

পূর্ববর্তী ঘটনা অ্যানালাইসিসের সময় বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- কোন কন্ডিশনে সমস্যামূলক আচরণটি সংঘটিত হয়? যেমন- মানুষ, কোলাহল, সমালোচনা, কোনো কিছু চেয়ে না পাওয়া
- কোন পরিবেশে বা কন্টেক্সটে আচরণটি সংঘটিত হয়? যেমন- খাওয়ার সময়, সমবয়সীদের সাথে খেলার সময় কিংবা নতুন কিছু শেখার সময়
- কোন কোন ব্যক্তির সামনে আচরণটি সংঘটিত হয় অথবা কারা সামনে থাকলে ওই আচরণটি সংঘটিত হয় না
- কোন সময়ে এবং কতক্ষণ সময় নিয়ে আচরণটি সংঘটিত হয়? যেমন- সপ্তাহের কোনো বিশেষ দিন কিংবা দিনের কোনো বিশেষ সময়

আচরণ পরবর্তী ফলাফল অ্যানালাইসিসের সময় সময় বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- সমস্যামূলক আচরণটি সংঘটিত হওয়ার পর আসলে কী ঘটেছিল বা শিশু কী পেয়েছিল
- সবসময় ওই আচরণটি সংঘটিত হওয়ার পর ফলাফল কী কী থাকে
- সমস্যামূলক আচরণের পর চারপাশের মানুষের প্রতিক্রিয়া কেমন থাকে
- সমস্যামূলক আচরণটি অন্যদের উপর কী প্রভাব ফেলে

কাজ ৩: আচরণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইতিবাচক শিখন পরিবেশ:

শিক্ষার্থীর চ্যালেঞ্জিং আচরণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ-

- শাস্তি (Punishment)
- অন্যের সঙ্গে তুলনা করা (Compare with others)
- নেতিবাচক তকমা দেওয়া (Labeling)
- অভিযোগ করা (Complain)

ক. শাস্তি (Punishment):

শাস্তি, তা শারীরিক হোক বা মানসিক, কখনোই কার্যকর শিক্ষণ কৌশল নয়। আপাতদৃষ্টিতে শাস্তি কোনো শিক্ষার্থীর অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ সাময়িকভাবে বন্ধ করতে পারলেও, এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব শিক্ষার্থী এবং তার আশেপাশের মানুষদের ওপর নেতিবাচক হতে পারে। যারা শাস্তির শিকার হয়, তাদের মধ্যে পরবর্তী জীবনে এবং ভিন্ন পরিস্থিতিতে আক্রমণাত্মক আচরণ করার প্রবণতা বেড়ে যায়।

খ. অন্যের সঙ্গে তুলনা করা (Compare with others)

কখনও কখনও শিক্ষার্থীদের অপ্রত্যাশিত আচরণ দেখা দিলে, শিক্ষকেরা তাদের সেই আচরণ প্রত্যাশিত আচরণ করা অন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। এই পদ্ধতিতে, শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের সেই অন্য শিক্ষার্থীদের মতো করে কাজ করতে বা কথা বলতে বলেন। কিন্তু এই ধরনের তুলনা শিক্ষার্থীদের জন্য অপমানজনক হতে পারে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস কমে যেতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদে তাদের অপ্রত্যাশিত আচরণ আরও বাড়ার সম্ভাবনা থাকে।

গ. নেতিবাচক তকমা দেওয়া (Labeling)

অনেক সময় অপ্রত্যাশিত আচরণ করা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন নেতিবাচক নামে (যেমন: দুষ্ট, বেয়াদব, কথা শোনে না, অভদ্র, বোকা, অসামাজিক) চিহ্নিত করা হয়, যা তাদের থেকে ভালো আচরণ প্রত্যাশার একটি ভুল কৌশল। এই ধরনের নামকরণ শিক্ষার্থীদের সামাজিক সম্পর্ক গঠনে এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, এবং ভালো আচরণ সৃষ্টিতে সাহায্য করে না। বিশেষ করে, যখন অন্য কেউ, যেমন শিক্ষক, অভিভাবক, বা সহপাঠীদের সামনে শিক্ষার্থীদের এই ধরনের নামে ডাকা হয়, তখন তা তাদের সামগ্রিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ঘ. অভিযোগ করা (Complain)

শিক্ষার্থীদের অপ্রত্যাশিত আচরণ নিয়ে অন্য শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক বা অভিভাবকদের কাছে অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত। প্রায়শই, এই ধরনের অভিযোগের কারণে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হয়, তারা অপমানিত বোধ করে এবং শাস্তির সম্মুখীন হয়।

শিক্ষার্থীদের আচরণগত সমস্যা সমাধানে অন্য শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক বা অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। তবে, এই আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ওপর যেন কোনো নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে হবে। আলোচনাটি গোপনীয়ভাবে এবং সংবেদনশীলতার সাথে পরিচালনা করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন না হয়।

শিক্ষার্থীদের আচরণগত সমস্যা সমাধানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত:

- শিক্ষার্থীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলা এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা।
- শিক্ষার্থীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সহযোগিতা চাওয়া।
- সমস্যার কারণগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করা।
- সমস্যা সমাধানের জন্য উপযুক্ত কৌশল অবলম্বন করা।

২. শিক্ষার্থীর চ্যালেঞ্জিং আচরণ ব্যবস্থাপনার কৌশল-

- রিইনফোর্সমেন্ট (Reinforcement)
- নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা (Establishment of Rules)
- প্রত্যাশিত আচরণ কেমন হবে তা দেখানো (Modeling)
- প্রত্যাশিত আচরণে মনোযোগ দেওয়া এবং প্রশংসা করা (Praise)
- অপ্রত্যাশিত আচরণ এড়িয়ে যাওয়া (Ignore)
- প্রত্যাশিত আচরণের দিকে মনোযোগ ঘুরিয়ে দেওয়া (Redirect)

ক. রিইনফোর্সমেন্ট (Reinforcement)

শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত আচরণকে উৎসাহ দেওয়া এবং শ্রেণিকাজের জন্য ক্ষতিকর আচরণকে পরিবর্তন করার কৌশলই হলো 'রিইনফোর্সমেন্ট'। যখন একজন শিক্ষার্থী ভালো আচরণ করে, তখন তাকে এমনভাবে উৎসাহিত করতে হবে, যাতে সে এবং অন্যরাও ভবিষ্যতে একই আচরণ করতে উৎসাহিত হয়। অন্যদিকে, শ্রেণিকাজের জন্য ক্ষতিকর আচরণগুলোকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত আচরণ করতে শেখে। শ্রেণিকাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য, শিক্ষার্থীর কোন আচরণটি কাঙ্ক্ষিত এবং কোনটি ক্ষতিকর, তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী রিইনফোর্সমেন্ট প্রদান করা জরুরি। যেমন,

- প্রশংসা: 'তুমি খুব সুন্দর করে অঙ্কটা করেছ!' বা 'আজকে ক্লাসে তোমার আচরণ খুব ভালো ছিল।'
- পুরস্কার: ভালো কাজের জন্য স্টিকার, খাতায় গুড, ভেরি গুড, এক্সিলেন্ট লেখা, চকলেট, বা ছোট উপহার দেওয়া।
- বিশেষ সুবিধা: ভালো কাজের জন্য অতিরিক্ত খেলার সময় বা পছন্দের কাজ করার সুযোগ দেওয়া।
- সামাজিক স্বীকৃতি: ক্লাসে ভালো কাজের জন্য হাততালি দেওয়া বা সবার সামনে প্রশংসা করা।
- পজিটিভ ফিডব্যাক: 'তোমার লেখার উন্নতি হচ্ছে, এভাবে চালিয়ে যাও।'

খ. নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা (Establishment of Rules)

শ্রেণিকক্ষে প্রত্যাশিত আচরণ কী হবে, তা শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রতিবার সেই নিয়ম মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরি। নিয়ম সব শিক্ষার্থীদের জন্য একই হতে হবে। নিয়ম মনে করিয়ে দেবার কাজটিও আলাদাভাবে নির্দিষ্ট কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নয়, বরং ক্লাসের সবাইকে উদ্দেশ্য করে একসঙ্গে মনে করিয়ে দিতে হবে। প্রত্যাশিত আচরণ কী হবে, তা মৌখিক, ছবি, ইশারা এবং পোস্টারের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে হবে, যাতে সব ধরনের শিক্ষার্থী নিয়মের বিষয়টি সমানভাবে বুঝতে পারে।

উদাহরণ: শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে কিছু নিয়ম তৈরি করলেন:

১. ক্লাসে প্রবেশের পর সবাই নিজ নিজ আসনে বসবে।
২. শিক্ষক কথা বলার সময় সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবে।
৩. কোনো প্রশ্ন থাকলে হাত তুলে জিজ্ঞাসা করতে হবে।
৪. ক্লাসে চিৎকার বা হইচই করা যাবে না।
৫. শ্রেণিকক্ষের বাইরে যাবার প্রয়োজন হলে শিক্ষকের অনুমতি নিতে হবে।

গ. প্রত্যাশিত আচরণ কেমন হবে তা দেখানো (Modeling)

শিক্ষার্থীর সামনে কাঙ্ক্ষিত আচরণটি এমনভাবে উপস্থাপন করা, যাতে সে তা অনুকরণ করে শিখতে পারে, শ্রেণিকক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। নিচে কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো:

উদাহরণ ১: শ্রেণিকক্ষে হাত তোলার নিয়ম শেখানো

- শিক্ষক ক্লাসে হাত তুলে কথা বলার নিয়ম শেখাতে চান।
- তিনি নিজে হাত তুলে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন এবং উত্তর দেওয়ার জন্য একজন শিক্ষার্থীকে ডাকবেন।
- শিক্ষক একটি পোস্টার ব্যবহার করতে পারেন, যেখানে হাত তোলার সঠিক নিয়ম দেখানো হয়েছে।
- শিক্ষক একটি ভিডিও দেখাতে পারেন, যেখানে শিক্ষার্থীরা হাত তুলে কথা বলছে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের রোল প্লে করতে বলতে পারেন, যেখানে তারা হাত তুলে কথা বলার অনুশীলন করবে।

ঘ. প্রত্যাশিত আচরণে মনোযোগ দেওয়া এবং প্রশংসা করা (Praise)

শিক্ষার্থী যখন কোনো কাঙ্ক্ষিত আচরণ (অল্প সময়ের জন্যও) করে, তখন তাকে মনোযোগ দেওয়া এবং আচরণটি উল্লেখ করে প্রশংসা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো শিশু ক্লাসে চুপচাপ বসে শিক্ষকের কথা শোনে, তবে

শিক্ষক বলতে পারেন, 'সুমনা, তুমি খুব শান্ত হয়ে বসে আছো, এটা খুব ভালো।' অথবা, 'রাকিব, তুমি মনোযোগ দিয়ে কাজ করছো, এটা দেখে আমি খুশি।'

যখন কোনো শিক্ষার্থী অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করে, তখন অন্য যে শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত আচরণ করছে, তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং কাজটি উল্লেখ করে প্রশংসা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, যদি ক্লাসে একজন শিক্ষার্থী কথা বলে বিঘ্ন ঘটায়, তবে শিক্ষক বলতে পারেন, 'দেখো, তামান্না কত সুন্দর করে তার কাজ শেষ করছে।' অথবা, 'সাকিব, তুমি খুব শান্ত হয়ে নিজের কাজ করছো, এটা ভালো।'

ঙ. অপ্রত্যাশিত আচরণ এড়িয়ে যাওয়া (Ignore)

যদি কোনো শিক্ষার্থী এমন আচরণ করে যা উপেক্ষা করলে বা গুরুত্ব না দিলে শ্রেণিকার্যক্রমে তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না অথবা শিক্ষার্থী অল্প সময়ের মধ্যেই নিজে থেকে শ্রেণিকাজে অংশগ্রহণ করবে, তবে সেই আচরণ এড়িয়ে যাওয়া উচিত। শিক্ষকের মনোযোগ না পাওয়ার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর অপ্রত্যাশিত আচরণ করার আগ্রহ কমে যায়। উদাহরণ:

১. অল্প সময়ের জন্য ফিসফিস করা: ক্লাসে কোনো শিক্ষার্থী যদি কয়েক সেকেন্ডের জন্য অন্য শিক্ষার্থীর সাথে ফিসফিস করে, যা শ্রেণিকার্যক্রমে তেমন কোনো ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে না, তবে শিক্ষকের উচিত এই আচরণটি উপেক্ষা করা। অতিরিক্ত মনোযোগ না দিলে, শিক্ষার্থী অল্প সময়ের মধ্যেই নিজে থেকে ক্লাসের কাজে মনোযোগী হবে।

২. অল্প সময়ের জন্য হাই তোলা: ক্লাসে কোনো শিক্ষার্থী যদি অল্প সময়ের জন্য হাই তোলে, তবে শিক্ষকের উচিত এই আচরণটি উপেক্ষা করা। যদি শিক্ষক এই আচরণে অতিরিক্ত মনোযোগ দেন, তবে শিক্ষার্থী বিব্রত বোধ করতে পারে এবং ক্লাসে মনোযোগী হতে নিরুৎসাহিত বোধ করতে পারে।

চ. প্রত্যাশিত আচরণের দিকে মনোযোগ ঘুরিয়ে দেওয়া (Redirect)

যখন কোনো শিক্ষার্থী অপ্রত্যাশিত আচরণ করে, তখন সেই আচরণের দিকে সরাসরি মনোযোগ না দিয়ে তার মনোযোগ অন্য দিকে সরিয়ে নেওয়া যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ক্লাসের সময় যদি দুজন শিক্ষার্থী দীর্ঘক্ষণ ধরে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে থাকে, তবে শিক্ষক ক্লাসের সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য একটি সাধারণ নির্দেশ দিতে পারেন, যেমন: 'সবাই বাংলা বইয়ের ১০ নম্বর পৃষ্ঠা খোলো।' এর মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনোযোগ কাঙ্ক্ষিত কাজের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের আচরণ করে থাকে, তবে সব আচরণের বিশ্লেষণ করা বা সেগুলোর জন্য আলাদা ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র সেই আচরণগুলোর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে, যেগুলো শিক্ষার্থীর নিজের বা অন্যদের সামগ্রিক বিকাশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এ ধরনের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনটি পর্যায়ে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে:

ক. আচরণ ঘটার পূর্বে
খ. আচরণ ঘটার সময়ে
গ. আচরণ ঘটে যাওয়ার পরে

ক. অপ্রত্যাশিত আচরণ ঘটার আগেই কিছু কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে:

- শ্রেণিকক্ষে নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা: শিক্ষার্থীদের জন্য সুস্পষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়ম তৈরি করতে হবে এবং নিয়মিতভাবে তাদের নিয়মগুলো মনে করিয়ে দিতে হবে।
- দৃশ্যমান উদাহরণ: অপ্রত্যাশিত আচরণ ঘটার আগেই ছবি বা ভিডিওর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত আচরণ প্রদর্শন করা যেতে পারে।
- ইতিবাচক উদ্দীপনা: ভালো আচরণের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশংসা ও পুরস্কার প্রদান করতে হবে।
- বিরতি: পাঠদানকালে শিক্ষার্থীদের জন্য ছোট ছোট বিরতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

- পছন্দের কাজ: শিক্ষার্থীদের তাদের পছন্দের কাজ করার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে, যা তাদের মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করবে।

খ. অপ্রত্যাশিত আচরণ ঘটার সময় কিছু কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন:

- এড়িয়ে চলা (Ignore): মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত আচরণ এড়িয়ে চলা ভালো, যদি তা শিক্ষার্থী বা অন্যদের জন্য ক্ষতিকর না হয়।
- কাজ মনে করিয়ে দেওয়া (Redirect): শিক্ষার্থী খারাপ আচরণ করলে, তাকে সরাসরি কিছু না বলে তার কাজের কথা মনে করিয়ে দিন। যেমন, ক্লাসের সময় কথা বললে, তাকে চুপ করতে না বলে কাজের কথা বলুন।
- প্রশংসা করা (Praise): ভালো আচরণের জন্য প্রশংসা করুন।
    - শিক্ষার্থী অল্প সময়ের জন্যও ভালো আচরণ করলে, তার প্রশংসা করুন।
    - খারাপ আচরণ করা শিক্ষার্থীর বদলে, ভালো আচরণ করা শিক্ষার্থীর প্রশংসা করুন।

যখন কোনো শিক্ষার্থীর আচরণগত সমস্যা খুব তীব্র আকার ধারণ করে, তখন শিক্ষকের জন্য কিছু বিষয় এড়িয়ে চলা জরুরি:

- ব্যক্তিগতভাবে নেওয়া নয়: শিক্ষার্থীর আচরণকে নিজের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ হিসেবে নেওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, এটি শিক্ষার্থীর সমস্যার বহিঃপ্রকাশ।
- রাগান্বিত না হওয়া: শিক্ষকের শারীরিক অঙ্গভঙ্গি বা কথাবার্তায় রাগ, উত্তেজনা বা বিরক্তি প্রকাশ করা যাবে না। এতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে।
- শান্ত থাকা: শিক্ষককে শান্ত থাকতে হবে এবং শিক্ষার্থীকে শান্ত হতে সাহায্য করতে হবে। দৃঢ় কিন্তু নমনীয় গলায় শিক্ষার্থীকে কাঙ্ক্ষিত আচরণের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।
- **শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম (Breathing exercise):** শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম (ব্রিদিং এক্সারসাইজ) করানোর মাধ্যমে শান্ত হতে সাহায্য করতে পারেন। শান্ত স্বরে ব্যায়ামের নির্দেশনা দিতে পারেন। প্রয়োজনে ছবি ব্যবহার করে ব্যায়ামের ধাপগুলো দেখানো যেতে পারে।

অপ্রত্যাশিত আচরণ ঘটার পর যেসব কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে:

ক. সবার উদ্দেশ্যে মৌখিকভাবে কাঙ্ক্ষিত আচরণটি জানানো: এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, যেন কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীদের সরাসরি লক্ষ্য করে কথাটি না বলা হয়।

খ. ছবির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত আচরণটি দেখানো: ছবি ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত আচরণটি দৃশ্যমান করা যেতে পারে।

গ. খেলার মাধ্যেম আচরণ ব্যবস্থাপনা:

ফ্রিজ (Freeze) ফ্রিজ খেলা:

- শিক্ষার্থীদের গোল করে দাঁড় করিয়ে বলুন, "আজ আমরা ফ্রিজ ফ্রিজ খেলব।"
- বলুন, "আমি যখন 'লাফাও, লাফাও' বলব, সবাই দুই পায়ে লাফাবে। আর যখন 'ফ্রিজ' বলব, সবাই যেখানে আছ সেখানেই থেমে যাবে। নড়াচড়া বা কথা বলা যাবে না, শিক্ষকের দিকে তাকাতে হবে।"
- শিক্ষার্থীদের সাথে লাফাতে লাফাতে বলুন, "লাফাও, লাফাও..."। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করে বলুন, "ফ্রিজ!" দেখুন, শিক্ষার্থীরা থামে কিনা। যারা দ্রুত থামবে, তাদের প্রশংসা করুন।
- কয়েকবার খেলাটি খেলুন। দেখবেন, শিক্ষার্থীরা 'ফ্রিজ' শব্দের সাথে পরিচিত হয়ে তাদের আবেগ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে শিখবে এবং মনোযোগী হবে।

দূরবিন খেলা

- শিক্ষার্থীদের গোল হয়ে দাঁড় করিয়ে বলুন, "আজ আমরা দূরবিন দিয়ে দেখব।"
- বলুন, "প্রথমে এক হাতের আঙুলগুলো ভাঁজ করে নাকের সামনে একটা গোল বানাই। এবার অন্য হাতের আঙুলগুলোও একইভাবে গোল বানাই। এবার দুই হাতের গোল দুটি চোখের সামনে ধরো। এটা হলো আমাদের দূরবিন।"
- শিক্ষার্থীদের বলুন, "এবার এই দূরবিন দিয়ে আমরা কী কী দেখতে পাচ্ছি, সেটা বলি।" কয়েকজনের কথা শুনুন।
- ক্লাসের ভেতরে বা বাইরে কোথাও এই খেলাটি খেলতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীরা আপনার প্রতি মনোযোগী হবে।

ছন্দে তালি খেলা

শিক্ষার্থীদের গোল করে দাঁড় করিয়ে তালি দিয়ে ছন্দে কথা বলুন। যেমন:

- একবার তালি দিয়ে বলুন: "এখন!"
- দুইবার তালি দিয়ে বলুন: "খেলার সময়!"
- তিনবার তালি দিয়ে বলুন: "মজা করি!"

এবার তালির সাথে ছন্দের একটা নিয়ম তৈরি করুন। যেমন:

- একবার তালি: "এক"
- দুইবার তালি: "এক-দুই"
- তিনবার তালি: "এক-দুই-তিন"

এই নিয়মে শিক্ষার্থীদের সাথে খেলাটি খেলুন।

পরে অন্য শব্দ ব্যবহার করেও একই নিয়মে খেলাটি খেলতে পারেন।

চোখ বন্ধ-খোলা খেলা

শিক্ষার্থীদের গোল করে দাঁড় করিয়ে বলুন, ‘আজ আমরা চোখ বন্ধ-খোলার একটা মজার খেলা খেলব।’

বলুন, ‘আমি একবার তালি দিয়ে 'চোখ বন্ধ' বললে তোমরা চোখ বন্ধ করবে। আর দুইবার তালি দিয়ে 'চোখ খোলো' বললে চোখ খুলবে।’

শিক্ষার্থীদের সাথে খেলাটি খেলুন। তারা তালি শুনে চোখ বন্ধ-খুলতে পারলে প্রশংসা করুন।

শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখতে কয়েকবার খেলাটি খেলুন।

তথ্যসূত্র:

Browne, K. A. T. E. (2013). Challenging behaviour in secondary school students: Classroom strategies for increasing positive behaviour. *Teachers' Work*, *10*(1), 125-147.

BRAC IED (2023), Child Development and Play-based Learning Manual: *Behaviour Management*, Directorate of Primary Education (DPE) and BRAC University, Dhaka

BRAC IED (2025), Psycho-social Awareness and Mental Health Manual:*Child Behaviour Analysis,* Directorate of Primary Education (DPE) and BRAC University, Dhaka

National Academy for Primary Education (NAPE). (2025, January). Child Development and Learning Behaviour Manual:*Behaviour Management, Way out for Challenging Behaviour;* Basic Training for Primary Teachers (BTPT). NAPE, Mymensingh.

Spencer-Milnes, X. (2020). ABC chart for challenging behaviour. *High Speed Training*. Retrieved [30 march 2025, 3.29pm], from https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/abc-chart-for-challenging-behaviour/

২য় দিন	শিরোনাম: মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকা	অধিবেশন: ০৭

সময়: ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

শিখনফল:

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. শিখন-শেখানো পরিবেশে মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকা (**Psycho-social Wellbeing**) এর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিখন-শেখানো পরিবেশে মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকার জন্য দক্ষতা চিহ্নিত করতে পারবেন;

গ. শিখন-শেখানো পরিবেশে মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকার জন্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

উপকরণ: পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম, তথ্যপত্র, কর্মপত্র/ওয়ার্কশীট, প্রিন্টিং (কেস) ইত্যাদি।

পদ্ধতি ও কৌশল: গল্প বলা, আলোচনা, একক কাজ, প্রশ্ন-উত্তর, কেস স্টাডি, দলগত কাজ, উপস্থাপনা

কাজ ১: মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকা (Psycho-social Wellbeing) **এর প্রভাব** **সময়: ৩০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।

২. অংশগ্রহণকারীগণকে একটি গল্প বলুন, গল্প বলা শেষে তাদের নিকট জানতে চান, এই গল্প থেকে আমরা কি শিখলাম?

একটি গল্প

একটি গ্রামে এক বাড়িতে হাঁসের ছানার জন্ম হলো। ছানাগুলোর মধ্যে একটি ছানা দেখতে ছিল একেবারেই আলাদা। বাড়ির উঠোনেই তার জীবনের শুরু, কিন্তু কেউ তাকে পছন্দ করতো না। ছোট ছেলে-মেয়েরা তাকে খোঁচাতো, মুরগির ছানারা তাড়া করতো, আর কাকেরা ভয় দেখাতো। তার খাবারও মিলতো আবর্জনা থেকে—যখন অন্য হাঁসেরা খেয়ে শেষ করতো, তখন যা অবশিষ্ট থাকতো, তাই সে খেতো। অন্য হাঁসেরা তার সাথে কখনো খেলতো না; বরং তাকে "কুৎসিত" আর "অদ্ভুত" বলে ডাকার সুযোগ পেতো।

দেখতে অন্যরকম হওয়ার কারণে, সে আর কখনো পুকুরে যেত না। পানিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখলে তার খুব কষ্ট হতো, নিজের অস্তিত্বকে অর্থহীন মনে হতো। ধীরে ধীরে তার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যেতে থাকে, এবং তার সমস্ত ভালো গুণ ম্লান হয়ে যায়।

🔍 গল্পের শিক্ষা:

এই গল্পটি আমাদের শিখায়, শিশুরাও অনুভব করতে পারে—তাদেরও মন খারাপ হয়, কষ্ট লাগে, অপমানিত বোধ হয়। যখন তাদের দুর্বল জায়গায় আঘাত করা হয়, তখন তারা মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে, এবং তাদের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এই মানসিক আঘাতগুলো বড় হওয়ার পরেও তাদের মনে গভীরভাবে থেকে যায়, যা তাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদার ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে।

👉 তাই আমাদের উচিত, শিশুদের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল আচরণ করা, তাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা এবং সব ধরনের বৈচিত্র্যকে সম্মান করা।

৩. এই আলোচনার সূত্র ধরেই তাদের নিকট জানতে চান, ‘মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকা বলতে তারা কি বুঝে?’ এই বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা করুন এবং **তথ্যপত্রের** সহায়তার তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

৪. এবার তাদের বলুন, কর্মক্ষেত্রে শিক্ষকের মনোসামাজিকভাবে ভালো না থাকলে কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে? কয়েকজনের নিকট থেকে শুনুন। **তথ্যপত্রের** সহায়তায় পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে প্রদর্শনপূর্বক আলোচনা সমাপ্ত করুন।

৫. এরপর বলুন, একইভাবে যদি শিক্ষার্থীদের মনোসামাজিকভাবে ভালো না থাকে তাহলে কী ধরনের প্রভাবে ফেলতে পারে? কয়েকজনের নিকট থেকে শুনুন। **তথ্যপত্রের** সহায়তায় পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে প্রদর্শনপূর্বক আলোচনা সমাপ্ত করুন।

৬. অংশগ্রহণকারীগণকে ৪টি দলে ভাগ করুন। ১ ও ৩ নম্বর দলকে কেস-১ এবং ২ ও ৪ নম্বর দলকে কেস-২ সরবরাহ করুন। কেসটি পড়ার জন্য দুই মিনিট সময় দিন।

কেস-১

চার বছরের তমালিকা (ছদ্মনাম) প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। ক্লাসে ঢুকেই সে সবসময় একদম শেষ বেঞ্চে গিয়ে এক কোণায় চুপচাপ বসে থাকে। সে কারো সাথে কথা বলে না, এমনকি খেলতেও যায় না। যদিও তার খুব ইচ্ছা করে বন্ধুদের সাথে খেলতে, কিন্তু মনে এক ধরনের ভয় কাজ করে—যদি বন্ধুরা তাকে খেলতে না নেয় বা যদি ভালোভাবে খেলতে না পারে, তাহলে সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে।

এভাবে একাকী থাকার কারণে তমালিকার বন্ধুত্বও হচ্ছে না। শিক্ষক কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে প্রচন্ড ভয় পেয়ে যায় এবং কোনো উত্তর দিতে পারে না। এই আচরণের কারণে বিদ্যালয় কিংবা পরিবারের কাছ থেকে প্রায়ই তাকে নানা কথা শুনতে হয়, যা তাকে ভীষণ কষ্ট দেয়।

ফলে, তমালিকার বিদ্যালয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। স্কুলে যাওয়ার সময় হলেই সে কান্না শুরু করে দেয়, যেন সেখানে না যেতে পারে।

প্রশ্ন: আপনাদের কী মনে হয়? মানসিক ও সামাজিকভাবে তমালিকা আসলে কেমন আছে?

কেস-২

রিটনের (ছদ্মনাম) বয়স ৮ বছর। সে খুবই চঞ্চল স্বভাবের। বিদ্যালয়ে এসে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে চায় না, বরং সারাক্ষণ ছোটাছুটি করে। কোনো কাজেই তার মনোযোগ ধরে রাখা কঠিন; সে প্রায়ই অন্য শিশুদের বিরক্ত করে। শ্রেণিকক্ষে সে দুষ্টুমি করে, খেলাধুলাতেও বেশিক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না।

রিটন প্রায়ই তার সহপাঠীদের চিমটি দেয়, আঘাত করে এবং তাদের জিনিস (যেমন: পেন্সিল, খাতা, খেলনা) কেড়ে নেয়। এসব কারণে কেউ তাকে পছন্দ করে না, তার সঙ্গে খেলতেও চায় না। এমনকি মা-বাবার কাছেও তাকে প্রায়ই বকাঝকা শুনতে হয়।

ফলে, রিটনের মধ্যে জেদ ও রাগের প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে এবং তার আচরণগত সমস্যা ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করছে।

প্রশ্ন: আপনাদের কী মনে হয়? মানসিক ও সামাজিকভাবে রিটন আসলে কেমন আছে?

৭. পড়া শেষ হলে কেস-১ পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে প্রদর্শনপূর্বক কেস-এ প্রদত্ত প্রশ্নটি আলোচনা করুন। একইভাবে কেস-২ আলোচনা করুন। আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ দিন।

কাজ ২: মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকার জন্য দক্ষতা **সময়: ২৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন,

শিশুরা আনন্দ করতে, মজা করতে ও খেলতে ভালোবাসে। কিন্তু তাদেরও অনেক ধরনের মনোসামাজিক সমস্যা হয়। যেমন- ভালো না লাগা বা মন খারাপ থাকা, হতাশা বোধ, চুপচাপ থাকা, কারো সাথে মিশতে না পারা, আত্মবিশ্বাস এর অভাব, কাজে মনোযোগী না হওয়া আবার অতিমাত্রায় চঞ্চলতা, স্থির না থাকা, অন্য শিশুকে চিমটি দেওয়া, কামড় দেওয়া ইত্যাদি। এর ফলে সেই শিশুকে সামাজিকভাবে অনেক সমস্যার মাঝে (যেমন পরিবার/বন্ধু/শিক্ষকের কাছে অবহেলা, বিদ্রুপ, বুলিং এর শিকার হওয়া, একাডেমিক শিখন বাধাগ্রস্থ হওয়া ইত্যাদি) পড়তে হয়। এ সময় যদি কাছের মানুষ, বন্ধু, শিক্ষকের কাছ থেকে শিশু মনোসামাজিক সহায়তা পায়,

তবে সে এই অসুবিধা গুলো থেকে বের হয়ে আসার সুযোগ পায় এবং ভবিষ্যতে তার সঠিক বেড়ে ওঠা নিশ্চিত হয়।

একজন শিক্ষক তার শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন, যেমন—কোনো শিক্ষার্থী কি মন খারাপ করে বসে আছে, সে কি সবার সাথে মিশতে পারছে, তার শ্রেণিতে মনোযোগ আছে কিনা, দলগত কাজে অংশগ্রহণ করতে পারছে কিনা এবং কোনো সমস্যায় পড়লে শিক্ষকের সাথে তা শেয়ার করছে কিনা—এই বিষয়গুলো নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করেন।

২. তাদের কাছে জানতে চান, তাহলে মনোসামাজিক সহায়তা কী? ৩/৪ জনের উত্তর শুনুন এবং তাদের মতামতের সারমর্ম করুন (প্রয়োজনে তথ্যপত্রের সহায়তা নিন)।

৩. এবার পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে প্রদর্শনপূর্বক বলুন, মনোসামাজিক সহায়তার মৌলিক দক্ষতা

মনোসামাজিক সহায়তার মৌলিক দক্ষতা-

- মনোযোগী শ্রবণ
- সহমর্মীতা/সমমর্মীতা
- গোপনীয়তা
- নিরপেক্ষতা

৪. এরপর, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে প্রদর্শন (সম্ভব, হলে কেসটি প্রিন্ট করে সরবরাহ) করুন। তাদেরকে কেসটি পড়ার জন্য ২ মিনিট সময় দিন।

কেস

মাসুম ছয় বছর বয়সী এক শান্ত স্বভাবের শিশু। সে স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। মাসুম পড়াশোনায় খুবই মনোযোগী। কিন্তু তার ক্লাসের কিছু শিক্ষার্থী তাকে প্রায়ই উত্যক্ত করে, বিনা কারণে ঝগড়া করে। মাসুম কয়েকবার তার শিক্ষককে বিষয়টি বলার চেষ্টা করলেও শিক্ষক তার কথা বিশ্বাস করেননি এবং গুরুত্ব দেননি। শিক্ষকের কাছ থেকে কোনো সাহায্য না পাওয়ায় মাসুম ক্রমশ ভেঙে পড়ে। সে কারো সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয়, চুপচাপ থাকে এবং ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ছেলের এই পরিবর্তন দেখে তার মা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন।

প্রশ্নঃ আপনি কীভাবে মনোযোগী শ্রোতার বৈশিষ্ট্যগুলোকে কাজে লাগিয়ে মাসুমকে সহায়তা করবেন?

কেসটি পড়া শেষে হলে, কেস-এ প্রদত্ত প্রশ্নটি আলোচনা করুন।

৫. এখন, মনোযোগী শ্রবণ কী এবং কীভাবে মনোযোগী শ্রোতা হওয়ার যায় তা নিয়ে **তথ্যপত্রের** সহায়তায় আলোচনা করুন। আলোচনা শেষ হলে ধন্যবাদ জানিয়ে বলুন, এখন আমরা আরেকটি কেস পড়ব। পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে প্রদর্শন (সম্ভব, হলে কেসটি প্রিন্ট করে সরবরাহ) করুন। তাদেরকে কেসটি পড়ার জন্য ২ মিনিট সময় দিন।

কেস

ছোট্ট শিমু আজ প্রথম দিনের মতো বিদ্যালয়ে এসেছে। নতুন জায়গা, অচেনা মানুষ, সব মিলিয়ে তার মনে একটু ভয় কাজ করছে। তার মা-বাবাও বলে দিয়েছেন, বিদ্যালয়ে যেন কোনো দুষ্টুমি না করে এবং শিক্ষককে ভয় পায়। এসব কথা শুনে তার ভয় আরও বেড়ে যায়। শ্রেণিকক্ষে ঢুকে সে একদম পেছনের বেঞ্চে চুপ করে বসে থাকে। শিক্ষক যখন ক্লাসে আসেন, শিমু ভয়ে কান্না শুরু করে দেয়। শিক্ষক তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে কোনো উত্তর দিতে পারে না। শিক্ষক বুঝতে পারেন, শিমু নতুন বিদ্যালয়ে এসে ভয় পেয়েছে। তাই তিনি শিমুকে বলেন, "জানো, আমিও যখন প্রথম বিদ্যালয়ে এসেছিলাম, তখন তোমার মতো ভয় পেয়েছিলাম। আমি বুঝতে পারছি, আজ তোমারও ঠিক একই রকম ভয় লাগছে। কিন্তু আমি, আর এখানে থাকা অন্য শিশুরাও তোমার বন্ধু। আমরা সবাই মিলে এখানে খেলাধুলা করব, মজা করে অনেক কিছু শিখব। তোমার যদি কোনো ভয় লাগে, তবে

তুমি আমাকে মন খুলে বলতে পারো।" শিক্ষকের এই কথাগুলো শুনে শিমুর ভয় কেটে যায় এবং সে বুঝতে পারে, বিদ্যালয়ের শিক্ষকও তার আপনজনের মতোই।

প্রশ্ন: আপনাদের কাছে কি মনে হয়, শিক্ষক এখানে সহমর্মিতা ছিলেন নাকি সহানুভূতি দেখিয়েছেন? আপনাদের মতামত যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করুন।

৬. এবার, তাদের সাথে সহমর্মিতা এবং কীভাবে সহমর্মি হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে **তথ্যপত্রের** সহায়তায় আলোচনা করুন। আলোচনা শেষ হলে ধন্যবাদ জানিয়ে বলুন, এখন আমরা মৌলিক দক্ষতা **'গোপনীয়তা'** নিয়ে আলোচনা করবো। কয়েকজনের নিকট জানতে চান, গোপনীয়তা কী এবং কীভাবে শিক্ষার্থীর গোপনীয়তা রক্ষা করা যায়? কয়েকজনের আলোচনা শুনুন। প্রয়োজনে তথ্যপত্রের সহায়তায় তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

৭. আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলুন, এখন আমরা আরেকটি কেস পড়ব। পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে প্রদর্শন (সম্ভব, হলে কেসটি প্রিন্ট করে সরবরাহ) করুন। তাদেরকে কেসটি পড়ার জন্য ২ মিনিট সময় দিন।

কেস

শিহান একটি হাইপার-একটিভ শিশু, যার অতিরিক্ত চঞ্চলতার কারণে সে রেগে গেলে অন্য শিশুদের মারে বা চিমটি দেয়। তার এমন আচরণে শ্রেণির অভিভাবকরা শিক্ষক রিয়াজুল সাহেবের কাছে অভিযোগ করেন।

ক্লাসে এসে রিয়াজুল সাহেব সবার সামনে শিহানকে "অনেক দুষ্টু" বলে সম্বোধন করেন এবং অন্যান্য শিশুদের হুঁশিয়ারি দেন যে, পড়া না পারলে তাদের শিহানের মতো হতে হবে। রিয়াজুল সাহেব শিহানকে প্রচুর বকা দেন। এর ফলে শিহানের চঞ্চলতা এবং অস্থিরতা আরও বেড়ে যায়।

এ ধরনের আচরণের কারণে শিহান নিজেকে অবহেলিত ও অপমানিত মনে করে, যা তার আচরণগত সমস্যা আরও তীব্র করে তোলে। শিশুর এমন চ্যালেঞ্জিং আচরণের মোকাবিলায় সমর্থনমূলক ও ইতিবাচক পদ্ধতি প্রয়োজন, যাতে শিহান নিজের আবেগ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে শিখতে পারে।

প্রশ্ন: রিয়াজুল সাহেব কি এখানে নিরপেক্ষ থাকতে পেরেছিলেন? এমতাবস্থায় আপনি নিরপেক্ষ থেকে শিহানকে কীভাবে সহায়তা করতে পারতেন?

৮. এরপর তাদের বলুন,

শিখন-শেখানোর পরিবেশে মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকা:

শিখন-শেখানোর পরিবেশে মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকা, শেখার যোগ্যতা অর্জন, পেশাগত দক্ষতা, মানসিক চাপ মোকাবেলার সক্ষমতা, জীবনে সফলতা অর্জন এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে **সামাজিক-আবেগিক শিখন (Social-Emotional Learning)** গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি মূলত পাঁচটি দক্ষতার উপর গুরুত্বারোপ করে, যা হলো: **আত্মসচেতনতা, আত্মব্যবস্থাপনা, সামাজিক সচেতনতা, সম্পর্ক নির্মাণের দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা।**

৯. **তথ্যপত্রের** সহায়তায় **'আত্মসচেতনতা, আত্মব্যবস্থাপনা, সামাজিক সচেতনতা, সম্পর্ক নির্মাণের দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা'** এই পাঁচটি দক্ষতা নিয়ে আলোচনা করুন।

কাজ ৩: মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকার জন্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কৌশল সময়: ৩০ মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকার ক্ষেত্রে কি কি ধরনের চ্যালেঞ্জ হতে পারে। তা নিয়ে আমরা কাজ করবো। তাদেরকে পূর্বের দল ঠিক রেখে ওয়ার্কশীট-১ সরবরাহ করুন। ওয়ার্কশীটে কাজ করার জন্য ৫ মিনিট সময় দিন।

ওয়ার্কশীট-১ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মনোসামাজিক চ্যালেঞ্জ		
চ্যালেঞ্জের ধরণ	**চ্যালেঞ্জের কারণ**	**প্রচলিত সমাধান কৌশল**
বুলিং	বৈষম্য, সহপাঠীদের অপব্যবহার	বিদ্যালয়ে সচেতনতা কার্যক্রম, বুলিং বিরোধী নিয়ম প্রণয়ন
শিক্ষকদের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য		
চ্যালেঞ্জের ধরণ	**চ্যালেঞ্জের কারণ**	**প্রচলিত সমাধান কৌশল**
শিক্ষার্থীর মতামতকে গুরুত্ব না দেওয়া	কর্তৃত্বপরায়ণ মনোভাব, শিক্ষার্থীদের প্রতি অবিশ্বাস	শিক্ষকদের সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ, সমতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা
অভিভাকদের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য		
চ্যালেঞ্জের ধরণ	**চ্যালেঞ্জের কারণ**	**প্রচলিত সমাধান কৌশল**
পড়াশোনার অতিরিক্ত চাপ	অভিভাবকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সামাজিক চাপ	সন্তানের আগ্রহ ও সক্ষমতা অনুযায়ী পড়াশোনার সুযোগ দেওয়া
শিক্ষকদের জন্য মনোসামাজিক চ্যালেঞ্জ		
চ্যালেঞ্জের ধরণ	**চ্যালেঞ্জের কারণ**	**প্রচলিত সমাধান কৌশল**

২. ওয়ার্কশীটটি পূরণ করা শেষ হলে তা নিয়ে আলোচনা করুন। প্রয়োজনে তথ্যপত্রের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

৩. প্রতিটি দল 'শিখন-শেখানো পরিবেশে মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কৌশলসমূহের প্রিন্টেন্ট কপি সরবরাহ করুন। প্রতিটি দলকে একটি করে কৌশল ভাগ করে দিন। দলের জন্য নির্ধারিত কৌশলটি পড়ার জন্য ৫ মিনিট সময় দিন।

দল-১: মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার কৌশল

দল-২: মানোসামাজিক চাপ মোকাবেলার শারীরিক কৌশল

দল-৩: মানোসামাজিক চাপ মোকাবেলার সামাজিক কৌশল

দল-৪: মানোসামাজিক চাপ মোকাবেলার বিনোদনমূলক কৌশল

দল-৫: মানোসামাজিক চাপ মোকাবেলার পেশাগত কৌশল

৪. প্রতিটি দলের পড়া শেষ হলে উপস্থাপন করতে বলুন।

সবাইকে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিন।

শিখন প্রতিফলন: **সময়: ৫ মিনিট**

- মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকা নিয়ে অংশগ্রহণকারীগণের ধারণা স্পষ্ট হয়েছে কিনা জানতে চান।
- এই অধিবেশনের সার-সংক্ষেপ করুন।
- সবশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

তথ্যপত্র	মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকা	অধিবেশন: ০৭

কাজ ১: মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকা

মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকা:

"মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকা" বলতে বোঝায় একজন ব্যক্তির মানসিক ও সামাজিক সুস্থতা। এটি একটি সামগ্রিক ধারণা, যেখানে ব্যক্তির আবেগ, চিন্তা, আচরণ এবং সামাজিক সম্পর্কের সুস্থতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

একজন ব্যক্তি যখন মানসিকভাবে শান্ত এবং সামাজিকভাবে ভালো সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারে, তখন তাকে মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকা বলা হয়।

যেমন:

- একজন শিক্ষার্থী যখন ক্লাসে আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলতে পারে এবং বন্ধুদের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখে, তখন সে মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকে।
- একজন শিক্ষক যখন মানসিক চাপ সামলে শিক্ষার্থীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন, তখন তিনি মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকেন।
- একজন ব্যক্তি যখন সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে এবং অন্যদের সাহায্য করে, তখন তার মনোসামাজিক সুস্থতা বৃদ্ধি পায়।

১. মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকা মানে:

মানসিকভাবে সুস্থ থাকা মানে হলো নিজের আবেগ ও অনুভূতি বোঝা, সেগুলোকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা, জীবনের চাপ ও প্রতিকূলতা মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখা এবং নিজের সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করা। এটি একটি সার্বিক সুস্থতার অবস্থা, যা ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন, সম্পর্ক এবং কাজের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। যেমন,

ক. নিজের আবেগগুলো বুঝতে পারা: একজন শিক্ষার্থী হয়তো পরীক্ষার আগে খুব উদ্বিগ্ন বোধ করে। মানসিকভাবে সুস্থ থাকলে সে বুঝতে পারবে যে, এটা স্বাভাবিক। সে নিজেকে প্রশ্ন করতে পারে, "আমি কেন উদ্বিগ্ন বোধ করছি?" এর উত্তর খুঁজে বের করে সে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে পারে, যেমন - গভীরভাবে শ্বাস নেওয়া বা ইতিবাচক চিন্তা করা।

খ. নিজের আবেগগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা: একজন শিক্ষার্থী হয়তো ক্লাসে কোনো কারণে হতাশ বোধ করে। মানসিকভাবে সুস্থ থাকলে সে শিক্ষকের সাথে কথা বলে তার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে।

গ. চাপ মোকাবিলা করতে পারা: একজন শিক্ষার্থী হয়তো পরীক্ষার চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। মানসিকভাবে সুস্থ থাকলে সে নিয়মিত বিরতি নিয়ে পড়াশোনা করবে, পর্যাপ্ত ঘুমাবে এবং পুষ্টিকর খাবার খাবে।

ঘ. আত্মবিশ্বাস বজায় রাখা: একজন শিক্ষার্থী হয়তো ক্লাসে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে ভয় পায়। মানসিকভাবে সুস্থ থাকলে সে নিজেকে বিশ্বাস করবে যে, সে উত্তর দিতে পারবে এবং চেষ্টা করবে।

মানসিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করা, পর্যাপ্ত ঘুমানো, পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, প্রিয়জনের সাথে সময় কাটানো এবং প্রয়োজন হলে মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

২. সামাজিকভাবে সুস্থ থাকা: অন্যদের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা এবং সমাজের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব রাখা। একজন শিক্ষার্থীর সামাজিকভাবে সুস্থ থাকা মানে হলো অন্যদের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা এবং সমাজের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব রাখা। যেমন:

অন্যদের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা:

- একজন শিক্ষার্থী যখন ক্লাসে সহপাঠীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে, তাদের সাথে খেলাধুলা করে, এবং প্রয়োজনে তাদের সাহায্য করে, তখন সে সামাজিকভাবে সুস্থ থাকে।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা: একজন শিক্ষার্থী যখন বিদ্যালয়ের বা স্থানীয় কোনো সামাজিক সেবা কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়, যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান বা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, তখন সে সামাজিকভাবে সুস্থ থাকে।

সমাজের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব রাখা: একজন শিক্ষার্থী যখন সমাজের দুর্বল ও অসহায় মানুষদের প্রতি সহানুভূতি দেখায় এবং তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করে, তখন সে সামাজিকভাবে সুস্থ থাকে।

কর্মক্ষেত্রে শিক্ষকের মানসিক স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে তার প্রভাবগুলো:

১. শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব:

- মনোযোগের অভাব: একজন শিক্ষক যদি ক্রমাগত মানসিক চাপে থাকেন, তবে ক্লাসে পাঠদানের সময় তার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হতে পারে। তিনি হয়তো পাঠ্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো বাদ দিয়ে যেতে পারেন বা শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হতে পারেন।
- নেতিবাচক শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ: একজন হতাশাগ্রস্ত শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বিরক্তির সাথে কথা বলতে পারেন, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করতে বা আলোচনায় অংশ নিতে ভয় পায়।
- সৃজনশীলতার অভাব: মানসিক চাপের কারণে একজন শিক্ষক নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি বা উপকরণ ব্যবহার করতে উৎসাহী নাও হতে পারেন। তিনি হয়তো গতানুগতিক পদ্ধতিতে পাঠদান চালিয়ে যাবেন, যা শিক্ষার্থীদের জন্য একঘেয়ে হতে পারে।
- উদ্ভাবনী শক্তি কমে যায়: নতুন শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশল নিয়ে কাজ করতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

২. শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পর্ক:

- সম্পর্কের অবনতি: একজন মানসিক অস্থিরতায় ভুগতে থাকা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে পারেন বা তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে ব্যর্থ হতে পারেন। এর ফলে শিক্ষার্থীদের সাথে তার বিশ্বাসের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়।
- মনের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়: শিক্ষার্থীদের প্রতি ধৈর্য কমে যায়, রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ পেতে পারে।
- ভয়ের পরিবেশ: শিক্ষকের খারাপ মেজাজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে, যা তাদের শিখনে বাধা দেয়। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের রাগের ভয়ে প্রশ্ন করতে বা তাদের মতামত প্রকাশ করতে ভয় পায়।
- যোগাযোগের অভাব: শিক্ষকের মানসিক সমস্যার কারণে শিক্ষার্থীরা তাদের ব্যক্তিগত বা শিক্ষাগত সমস্যাগুলো শিক্ষকের সাথে আলোচনা করতে দ্বিধা বোধ করে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়।

৩. কর্মক্ষেত্রে সম্পর্ক:

- সহকর্মীদের সাথে দ্বন্দ্ব: একজন মানসিক চাপে থাকা শিক্ষক সহকর্মীদের সাথে অসহযোগিতামূলক আচরণ করতে পারেন বা তাদের কাজে অযৌক্তিক সমালোচনা করতে পারেন। এর ফলে কর্মক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টি হয়।
- সহযোগিতার অভাব: শিক্ষকের মানসিক সমস্যার কারণে তিনি কর্মক্ষেত্রে দলগত কাজে অংশ নিতে বা সহকর্মীদের সাহায্য করতে অনিচ্ছুক হতে পারেন। এর ফলে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতার অভাব দেখা দেয়।
- কর্মস্পৃহা কমে যায়: শিক্ষক নিজের দায়িত্ব পালনে অনীহা অনুভব করতে পারেন।

৪. ব্যক্তিগত জীবন:

- পারিবারিক সমস্যা: কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপের কারণে একজন শিক্ষক বাড়িতে খিটখিটে মেজাজ দেখাতে পারেন বা পরিবারের সদস্যদের প্রতি উদাসীন হতে পারেন। এর ফলে পারিবারিক সম্পর্ক খারাপ হতে পারে।
- শারীরিক সমস্যা: দীর্ঘমেয়াদী মানসিক চাপ থেকে মাথাব্যথা, অনিদ্রা বা হজমের মতো শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।
- নেতিবাচক শারীরিক প্রভাব: ঘুমের সমস্যা, মাথাব্যথা, উচ্চ রক্তচাপের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৫. বিদ্যালয়ের পরিবেশ:

- নেতিবাচক পরিবেশ: একজন শিক্ষকের মানসিক অস্থিরতা বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক ও কর্মীদের মধ্যেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
- শৃঙ্খলার অভাব: শিক্ষকের মানসিক সমস্যার কারণে শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ের অন্যান্য ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।
- বিদ্যালয়ের সুনাম: বিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষকের মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ থাকলে, তা বিদ্যালয়ের সামগ্রিক সুনাম নষ্ট করতে পারে।

এসব কারণে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের নিজেদের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিত।

শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে শ্রেণিকক্ষে এবং সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয়ের পরিবেশে নানাবিধ প্রভাব:

১. শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় প্রভাব:

- মনোযোগের অভাব: মানসিক চাপে থাকা একজন শিক্ষার্থী ক্লাসের পাঠে মনোযোগ দিতে পারে না। শিক্ষকের কথা তার কাছে বিরক্তিকর মনে হয় এবং সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। এর ফলে তার শেখার ক্ষমতা কমে যায়।
- শেখার আগ্রহ হ্রাস: হতাশা বা উদ্বেগে ভোগা শিক্ষার্থীর নতুন কিছু শেখার আগ্রহ থাকে না। তারা ক্লাসের কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং শিক্ষকের সাথেও কম কথা বলে।
- খারাপ ফলাফল: মানসিক অস্থিরতার কারণে শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হতে পারে। ভয়ের কারণে তারা সহজ প্রশ্নের উত্তরও ভুল করে।
- মানসিক চাপে বৃদ্ধি: পরীক্ষার চাপ, প্রতিযোগিতা ও পারিবারিক প্রত্যাশার কারণে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি পায়।

২. শ্রেণিকক্ষের পরিবেশে প্রভাব:

- বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি: মানসিক সমস্যায় থাকা শিক্ষার্থী ক্লাসে চিৎকার-চেঁচামেচি বা অন্য শিক্ষার্থীদের বিরক্ত করতে পারে। এর ফলে শ্রেণিকক্ষের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হয়।
- বুলিং-এর শিকার বা perpetrator হওয়া: মানসিক অস্থিরতা থেকে শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষার্থীদের উত্যক্ত করতে পারে বা নিজেই বুলিং-এর শিকার হতে পারে।
- সহপাঠীদের সাথে বিচ্ছিন্নতা: হতাশায় ভোগা শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষার্থীদের সাথে মিশতে চায় না। তারা একা থাকতে পছন্দ করে এবং সামাজিক কর্মকান্ড থেকে দূরে থাকে।
- আচরণগত সমস্যা: আচরণে চঞ্চলতা, বিরক্তিভাব বা আগ্রাসী মনোভাব দেখা দিতে পারে।

৩. শিক্ষকদের সাথে সম্পর্কে প্রভাব:

- ভয় বা অবিশ্বাস: মানসিক সমস্যায় থাকা শিক্ষার্থী শিক্ষকের সাথে কথা বলতে ভয় পায় বা তাদের অবিশ্বাস করে। এর ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে না।

- সহযোগিতার অভাব: মানসিক সমস্যায় থাকা শিক্ষার্থী শিক্ষকদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে চায় না বা তাদের পরামর্শ মানে না। এর ফলে শিক্ষকের পক্ষে তাদের সাহায্য করা কঠিন হয়ে পড়ে।

৪. ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব:

- ঘুমের সমস্যা: মানসিক চাপে থাকা শিক্ষার্থী রাতে ভালোভাবে ঘুমাতে পারে না। এর ফলে দিনের বেলা তারা ক্লান্ত ও দুর্বল থাকে।
- শারীরিক অসুস্থতা: মাথাব্যথা, পেটব্যথা, দুর্বলতা বা ঘুমজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে।
- খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন: মানসিক অস্থিরতার কারণে শিক্ষার্থীর খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আসতে পারে। তারা হয়তো বেশি বা কম খেতে শুরু করে।
- সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হওয়া: মানসিক সমস্যায় থাকা শিক্ষার্থী বন্ধুদের সাথে ঝাগড়া করতে পারে বা পরিবারের সদস্যদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে পারে।
- সামাজিক বিচ্ছিন্নতা: বন্ধু ও শিক্ষকদের সঙ্গে মেলামেশা কমিয়ে দেয়, আত্মবিশ্বাস কমে যায়।

৫. বিদ্যালয়ের পরিবেশে প্রভাব:

- বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ নেতিবাচক হয়ে পড়ে।
- বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা ও নিয়মকানুনের অভাব সৃষ্টি হয়।
- বিদ্যালয়ের সুনাম নষ্ট হতে পারে।

কাজ ২: মনোসামাজিক সহায়তা (Psycho-social Support)

মনোসামাজিক সহায়তা (Psycho-social Support)

মনোসামাজিক সহায়তা এমন একটি বিশেষ ধরনের সহায়তা, যা তখন প্রদান করা হয় যখন কোনো শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন শ্রেণির কার্যক্রম বা পরিবারের সঙ্গে আচরণে মানসিক, সামাজিক, শিক্ষাগত কিংবা আচরণগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই পরিবর্তনের কারণে শিক্ষার্থী যদি সঠিকভাবে পড়াশোনা করতে না পারে, অন্য শিক্ষার্থীদের মতো স্বাভাবিক কাজকর্মে অংশগ্রহণে বাধার সম্মুখীন হয়, তখন তাকে স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরিয়ে আনতে যে সহায়তা প্রদান করা হয়, তাই হলো মনোসামাজিক সহায়তা।

মনোসামাজিক সহায়তার মৌলিক দক্ষতা-

- মনোযোগী শ্রবণ
- সহমর্মীতা/সমমর্মীতা
- গোপনীয়তা
- নিরপেক্ষতা

ক. মনোযোগী শ্রবণ হলো এমন একটি দক্ষতা, যার মাধ্যমে শ্রোতা বক্তার কথা মনোযোগ সহকারে শোনার পাশাপাশি সেই কথার অন্তর্নিহিত অর্থও বুঝতে সক্ষম হন। এটি যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া, যেখানে শিক্ষক শিশুর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন, ফলে শিশুর কথায় থাকা ভুল বা সমস্যা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। এর ফলে শিশুরা তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা যেকোনো অভিজ্ঞতা খোলামেলা ভাবে প্রকাশ করতে পারে।

✅ **মনোযোগী শ্রোতা হওয়ার উপায়সমূহ:**

১. **শিশুকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে মনোযোগী শ্রোতা হওয়া:** শিশুর সাথে কথা বলার সময় ছোট ছোট প্রশ্ন করা, যাতে বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝা যায়।

২. **শিশুর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা:** শিশুর সাথে কথা বলার সময় তার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা উচিত। এতে শিশুটি অনুভব করবে যে শিক্ষক তার কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনছেন।

৩. **মৌখিক সমর্থন প্রদান করা:** শিশুকে আশ্বস্ত করতে বলা যেতে পারে—
   - "আমি তোমার পাশে আছি।"
   - "তোমার অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি।"
   - "তোমার কথা শোনা আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।"

৪. **অবহেলা প্রকাশ পায় এমন আচরণ এড়িয়ে চলা:** শারীরিক অঙ্গভঙ্গি, মুখভঙ্গি বা হাত-পায়ের ভঙ্গিমা যেন অবহেলার ইঙ্গিত না দেয় সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত।
   আপনি যে শিক্ষার্থীর কথা শুনছেন সেটি বোঝাতে হা", "হুম", "আচ্ছা", "জ্বী", "আমি শুনছি", "বুঝতে পারছি/ বোঝার চেষ্টা করছি" এভাবে বলুন।

৫. **মুখভঙ্গি সাবলীল রাখা:** এমনভাবে মুখভঙ্গি রাখা যাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে শিক্ষক শিশুর কথা শুনতে প্রস্তুত এবং আগ্রহী।

৬. **সহানুভূতিশীল ও সহমর্মী হওয়া:** শিশুর অনুভূতি বুঝে সেই অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া জানানো।
   যেমন: কোনো শিশু বলল, “আমার বড় আপু আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে, এতে আমার খুব কষ্ট লেগেছে।”
   শিক্ষক বলতে পারেন, “আমি বুঝতে পারছি, বড় আপুর আচরণে তুমি খুব কষ্ট পেয়েছো এবং অপমানিত অনুভব করেছো।”

৭. **শিশুর কথার ছোট ছোট বিষয় খেয়াল করা:**
   - শিশুটি কীভাবে কথা বলছে
   - কোন শব্দগুলোকে গুরুত্ব দিচ্ছে
   - তার অভিব্যক্তিতে কী প্রকাশ পাচ্ছে
   - তার বলার ভঙ্গি ও মুখের অভিব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করা

খ. সহমর্মিতা

সহমর্মিতা এমন একটি দক্ষতা, যার মাধ্যমে আমরা অন্যের অনুভূতিকে তার দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে এবং অনুভব করতে সক্ষম হই। এটি কেবল অনুভূতির প্রকাশ নয়, বরং অপরের অবস্থান থেকে তার মতো করে পরিস্থিতি অনুধাবন করা।

উদাহরণ:

একজন শিক্ষক ফুটবল খেলার শেষে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়া শিশুদের বলতে পারেন, *"আমি বুঝতে পারছি, খেলায় হেরে গিয়ে তোমাদের মন খুব খারাপ হয়েছে, কারণ তোমরা অনেক পরিশ্রম করেছিলে।"*

সহানুভূতি ও সহমর্মিতার পার্থক্য:

✓ **সহানুভূতি (Empathy):** শুধুমাত্র অনুভূতির প্রকাশ।

✓ **সহমর্মিতা (Compassion):** অনুভূতি + অন্যের অবস্থান থেকে তার মতো করে বোঝার চেষ্টা।

গ. গোপনীয়তা

গোপনীয়তা হলো একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য যা তার অনুমতি ছাড়া অন্যদের কাছে প্রকাশ করা উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, তার নাম, পরিচিতি, বন্ধু, পরিবার বা অফিসের বিষয়ে এমন কিছু সংবেদনশীল তথ্য যা অন্যরা জানাতে পারে, তবে সে তথ্য অন্য কারও সাথে শেয়ার করা যাবে না। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে গোপনীয়তা রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ককে বিশ্বাস ও আস্থায় পূর্ণ করে তোলে, যার ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের মনের কথা শিক্ষকের কাছে খোলামেলা ভাবে বলতে পারে। এর ফলে সম্পর্ক মজবুত হয় এবং শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া আরও সুন্দর ও কার্যকর হয়।

গোপনীয়তা রক্ষা করার উপায়

- শিশুদের অনুমতি ব্যতীত তাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক তথ্য অন্য কারো কাছে বলা যাবে না।
- কোনো সংবেদনশীল তথ্য ব্যবহার করার আগে শিশুর সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করে, যদি শিশু রাজি না হয়, তবে সেই তথ্য অন্য কারো সাথে শেয়ার না করা।
- শিশুদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সম্মান করা, যদি কোনো শিশু তার সমস্যা শেয়ার করতে না চায় বা সহায়তা না চায়, তবে তাকে জোর না করা।
- যদি কোনো শিশু নিজের ক্ষতি করার কথা বলে বা অন্য কারো ক্ষতি করতে চায়, অথবা আইন বিরোধী কোনো কাজ করতে চায়, তখন অবশ্যই শিক্ষককে সেই বিষয়টি কর্তৃপক্ষের কাছে জানাতে হবে।

ঘ. নিরপেক্ষতা

নিরপেক্ষতা হলো অন্যের চিন্তা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং বিচার-বিবেচনাকে নিজের উপরে চাপিয়ে না দেওয়া। প্রতিটি মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ আলাদা, তাই তাদের প্রতি সম্মান ও সমান আচরণ করা উচিত। অর্থাৎ, প্রতিটি ব্যক্তি একে অপরের থেকে আলাদা, এবং তাদের মতামত এবং বিচার-বিবেচনা করা উচিত নিরপেক্ষভাবে। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থী যদি আর্টে ভালো না হয়, তবে তাকে দোষারোপ না করে, তার চেষ্টাকে সম্মান করা এবং তাকে শেখানোর সুযোগ দেওয়া উচিত। মেধাবী ও দুর্বল শিক্ষার্থীদের প্রতি সমান মনোযোগ ও গুরুত্ব দেওয়া উচিত, তাদের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বিচার না করে, তাদের অগ্রগতি সমানভাবে মূল্যায়ন করা উচিত।

নিরপেক্ষ হওয়ার উপায়

- নিজের মূল্যবোধ ও বিশ্বাস চিহ্নিত করা: শিক্ষকরা যদি নিজেদের মূল্যবোধ ও বিশ্বাস স্পষ্টভাবে জানেন, তবে তারা শিশুদের প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, একটি শিক্ষক যদি জানেন যে, 'প্রত্যেক শিশুর শেখার গতি আলাদা', তাহলে তিনি সকল শিশুকে তাদের নিজস্ব গতিতে শিখতে সহায়ক হবেন।
- শিশুদের ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্মান করা: শিক্ষকরা শিশুদের স্বাধীন চিন্তা ও মতামতকে সমর্থন করা। যেমন, একজন শিশু যদি অন্য মতামত প্রকাশ করে, তবে তার সেই মতামতকে শ্রদ্ধা করে, তা নিয়ে আলোচনা করা উচিত।
- শিশুদের মূল্যবোধের প্রতি সহনশীলতা: প্রতিটি শিশুর নিজস্ব মূল্যবোধ থাকতে পারে। শিক্ষকরা তাদের সেই মূল্যবোধকে বুঝে ও সম্মান জানিয়ে কাজ করা। উদাহরণস্বরূপ, এক শিশুর ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক বিশ্বাসকে শিক্ষকরা সম্মান জানিয়ে শ্রেণিকক্ষে কাজ করা।

শিখন-শেখানোর পরিবেশে মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকা:

শিখন-শেখানোর পরিবেশে মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকা, শেখার যোগ্যতা অর্জন, পেশাগত দক্ষতা, মানসিক চাপ মোকাবেলার সক্ষমতা, জীবনে সফলতা অর্জন এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে **সামাজিক-আবেগিক শিখন (Social-Emotional Learning)** গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি মূলত পাঁচটি দক্ষতার উপর গুরুত্বারোপ করে, যা হলো: **আত্মসচেতনতা, আত্মব্যবস্থাপনা, সামাজিক সচেতনতা, সম্পর্ক নির্মাণের দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা।**

[Source: https://i.pinimg.com/736x/49/7f/a4/497fa40fbd7490d5fb57c57301e115ce.jpg]

১. আত্মসচেতনতা (Self-awareness):

এই দক্ষতা এমন এক সামর্থ্য যা একজন ব্যক্তিকে নিজের চিন্তা ও আবেগের ধরন ভালোভাবে বুঝতে এবং তার আচরণে এসবের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকতে সাহায্য করে। এর মধ্যে রয়েছে নিজের শক্তি ও দুর্বলতাগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করার ক্ষমতা। পাশাপাশি নিজের মন ও অনুভূতির সাথে সংযোগ স্থাপন করে আত্মবিশ্বাস ও আশাবাদী মানসিকতা গড়ে তোলার সক্ষমতা তৈরি করা।

শিশুদের ক্ষেত্র:

- শিশুদের তাদের নিজের অনুভূতি (যেমন: খুশি, দুঃখ, রাগ) চিনতে ও প্রকাশ করতে শেখানো।
- তাদের নিজেদের ভালো লাগা ও খারাপ লাগার বিষয়গুলো বুঝতে সাহায্য করা।
- উদাহরণ: ছবির মাধ্যমে বিভিন্ন আবেগ দেখানো এবং শিশুদের জিজ্ঞাসা করা, 'এই ছবিতে শিশুটি কেমন অনুভব করছে?' অথবা গল্প বলার পর শিশুদের জিজ্ঞাসা করা, 'গল্পের কোন অংশে তোমার কেমন লেগেছে?'

২. আত্মব্যবস্থাপনা (Self-management):

এটি এমন একটি দক্ষতা, যা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজের চিন্তা, আবেগ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা প্রদান করে। এর মধ্যে রয়েছে—**শিশুদের ক্ষেত্রে:**

- শিশুদের শান্ত থাকার কৌশল শেখানো (যেমন: গভীর শ্বাস নেওয়া, গণনা করা)।
- তাদের নিজেদের কাজ গুছিয়ে করতে ও মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করা।
- উদাহরণ: শ্রেণিকক্ষের নিয়ম তৈরি করা এবং শিশুদের সেগুলো মেনে চলতে উৎসাহিত করা। শান্ত কোণে শান্ত থাকার উপকরণ রাখা।

৩. সামাজিক সচেতনতা (Social awareness):

এই দক্ষতা হলো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও বৈচিত্র্যময় মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং শ্রদ্ধাশীল মনোভাব পোষণ করা। **শিশুদের ক্ষেত্র:**

- শিশুদের অন্যদের অনুভূতি বুঝতে ও তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে শেখানো।
- বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পার্থক্য ও মিলগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা।
- উদাহরণ: গল্প বলার সময় চরিত্রদের অনুভূতি নিয়ে আলোচনা করা। শিশুদের বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে অন্যদের সাহায্য করতে উৎসাহিত করা।

৪. সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট দক্ষতা (Relationship skills):

এই দক্ষতার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও তা বজায় রাখতে সক্ষম হন। **শিশুদের ক্ষেত্র:**

- শিশুদের বন্ধুদের সাথে ভালোভাবে মিশতে ও সহযোগিতা করতে শেখানো।
- তাদের নিজেদের মতামত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে এবং অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে শেখানো।
- উদাহরণ: দলগত কাজ দেওয়া এবং শিশুদের একে অপরের সাথে সহযোগিতা করতে উৎসাহিত করা। শ্রেণিকক্ষে আলোচনার সময় শিশুদের একে অপরের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখানো

৫. দায়িত্ব নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Responsible decision-making):

এই দক্ষতা ব্যক্তিগত আচরণ ও সামাজিক যোগাযোগের ভিত্তিতে সঠিক ও সম্মানজনক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সামর্থ্য প্রদান করে। **শিশুদের ক্ষেত্র:**

- শিশুদের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভালো-মন্দ বিচার করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শেখানো।
- তাদের নিজেদের কাজের ফলাফল সম্পর্কে সচেতন করা।
- উদাহরণ: গল্প বা নাটকের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনা করা। শিশুদের নিজেদের কাজের পরিকল্পনা করতে ও তার ফলাফল নিয়ে চিন্তা করতে উৎসাহিত করা।

কাজ ৩: শিখন-শেখানো পরিবেশে মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ

ওয়ার্কশীট-১ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মনোসামাজিক সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ও সমাধান কৌশল		
চ্যালেঞ্জের ধরণ	**চ্যালেঞ্জের কারণ**	**প্রচলিত সমাধান কৌশল**
বুলিং	বৈষম্য, সহপাঠীদের অপব্যবহার	বিদ্যালয়ে সচেতনতা কার্যক্রম, বুলিং বিরোধী নিয়ম প্রণয়ন
পারিবারিক সহিংসতা	দারিদ্র্য, মাদকাসক্তি, পারিবারিক কলহ	শিশু সুরক্ষা হটলাইন, সামাজিক সহায়তা কার্যক্রম
পরীক্ষার চাপ	অতিরিক্ত প্রত্যাশা, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ, দুর্বল মানসিক প্রস্তুতি	মানসিক স্বাস্থ্য সেবা, পরীক্ষার চাপ কমানোর কৌশল
সামাজিক বিচ্ছিন্নতা	লজ্জা, ভয়, সামাজিক দক্ষতার অভাব	সামাজিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ, দলগত কার্যক্রম
ডিজিটাল আসক্তি	অতিরিক্ত অনলাইন গেম, সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহার	ডিজিটাল সচেতনতা, স্ক্রিন টাইম নিয়ন্ত্রণ
বৈষম্য	লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, অক্ষমতা	সমতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, সচেতনতা কার্যক্রম
মানসিক অসুস্থতা	জিনগত, জৈবিক, পরিবেশগত	মানসিক স্বাস্থ্য সেবা, থেরাপি
আত্মবিশ্বাসের অভাব	নেতিবাচক অভিজ্ঞতা, ব্যর্থতার ভয়	ইতিবাচক প্রশংসা, সফলতা উদযাপন
আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা	মানসিক চাপ, পারিবারিক কলহ	আবেগ নিয়ন্ত্রণ কৌশল, যোগাসন
সম্পর্কের সমস্যা	বন্ধুদের সাথে দ্বন্দ্ব, পরিবারের সাথে দূরত্ব	যোগাযোগ দক্ষতা প্রশিক্ষণ, মধ্যস্থতা
ট্রমাটিক অভিজ্ঞতা	দুর্ঘটনা, নির্যাতন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ	ট্রমা কাউন্সেলিং, সহায়তা কার্যক্রম
শিক্ষার অভাব	দারিদ্র্য, দূরবর্তী অবস্থান, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা	উপবৃত্তি, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ
পুষ্টির অভাব	দারিদ্র্য, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা	পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ, মিড-ডে মিল
স্বাস্থ্য সমস্যা	অসুস্থতা, অক্ষমতা	স্বাস্থ্য সেবা, বিশেষ শিক্ষা
সহিংসতা	যুদ্ধ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক অস্থিরতা	শান্তি শিক্ষা, সহিংসতা বিরোধী কার্যক্রম
মাদকাসক্তি	পারিবারিক সমস্যা, বন্ধুদের চাপ	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, সচেতনতা কার্যক্রম
সাইবার বুলিং	সামাজিক মাধ্যমের অপব্যবহার	সাইবার নিরাপত্তা শিক্ষা, আইনি ব্যবস্থা
শিক্ষকদের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য		
চ্যালেঞ্জের ধরণ	**চ্যালেঞ্জের কারণ**	**প্রচলিত সমাধান কৌশল**

শিক্ষার্থীর মতামতকে গুরুত্ব না দেওয়া	কর্তৃত্বপরায়ণ মনোভাব, শিক্ষার্থীদের প্রতি অবিশ্বাস	শিক্ষকদের সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ, সমতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা
বুলিং প্রতিরোধে ব্যর্থতা	শিক্ষকদের অসচেতনতা, বুলিংকে গুরুত্ব না দেওয়া	বিদ্যালয়ে বুলিং বিরোধী নীতিমালা, শিক্ষার্থীদের সচেতন করা
বৈষম্যমূলক আচরণ	লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, অক্ষমতার ভিত্তিতে কুসংস্কার	শিক্ষকদের সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ, সমতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা
আবেগ প্রকাশে বাধা দেওয়া	আবেগ প্রকাশকে দুর্বলতা মনে করা, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ	শিক্ষার্থীদের আবেগ প্রকাশের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা, আবেগ নিয়ন্ত্রণ কৌশল শেখানো
শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ	অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষার্থীদের প্রতি অবিশ্বাস	শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত জীবনকে সম্মান করা, তাদের গোপনীয়তা বজায় রাখা
শিক্ষার্থীদের মধ্যে তুলনা করা	অতিরিক্ত প্রত্যাশা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তৈরি করা	প্রতিটি শিক্ষার্থীর নিজস্ব প্রতিভা ও যোগ্যতাকে সম্মান করা
শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত চাপ দেওয়া	পরীক্ষার চাপ, অভিভাবকদের প্রত্যাশা	শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ কমানোর কৌশল শেখানো, পরীক্ষার চাপ কমানো
শিক্ষার্থীদের ভুল কাজে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখানো	রাগ, হতাশা, ধৈর্য্যের অভাব	শিক্ষার্থীদের ভুল কাজে শান্তভাবে প্রতিক্রিয়া দেখানো, তাদের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে সাহায্য করা
শিক্ষার্থীদের প্রতি অবিশ্বাস	পূর্বের খারাপ অভিজ্ঞতা, ভুল ধারণা	শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশ্বাস রাখা, তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা
শিক্ষার্থীদের প্রতি অবহেলা	অতিরিক্ত কাজের চাপ, উদাসীনতা	শিক্ষার্থীদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া, তাদের সমস্যাগুলো গুরুত্ব সহকারে শোনা
শিক্ষার্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত	ভুল বোঝাবুঝি, অসহিষ্ণুতা	শিক্ষার্থীদের মধ্যে মধ্যস্থতা করা, শান্তিপূর্ণ সমাধান খোঁজার কৌশল শেখানো
অভিভাকদের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য		
চ্যালেঞ্জের ধরণ	**চ্যালেঞ্জের কারণ**	**প্রচলিত সমাধান কৌশল**
পড়াশোনার অতিরিক্ত চাপ	অভিভাবকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সামাজিক চাপ	সন্তানের আগ্রহ ও সক্ষমতা অনুযায়ী পড়াশোনার সুযোগ দেওয়া
অতিরিক্ত শাসন ও নিয়ন্ত্রণ	সন্তানের উপর অভিভাবকদের অতিরিক্ত প্রত্যাশা, ভয় ও উদ্বেগ	সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা, তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া

অবহেলা ও উদাসীনতা	অভিভাবকদের ব্যস্ত জীবন, মানসিক চাপ, সন্তানের প্রতি উদাসীনতা	সন্তানের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া, তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা
অতিরিক্ত আদর ও প্রশ্রয়	সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা, তাদের কোনো কষ্ট দিতে না চাওয়া	সন্তানের মধ্যে দায়িত্ববোধ তৈরি করা, তাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়া
সন্তানের তুলনা করা	অভিভাবকদের অতিরিক্ত প্রত্যাশা, সামাজিক চাপ	প্রতিটি সন্তানের নিজস্ব প্রতিভা ও যোগ্যতাকে সম্মান করা
পারিবারিক সহিংসতা	অভিভাবকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, আর্থিক সমস্যা, মাদকাসক্তি	পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়ানো, আইনি সহায়তা নেওয়া
সন্তানের ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ	অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ, সন্তানের প্রতি অবিশ্বাস	সন্তানের ব্যক্তিগত জীবনকে সম্মান করা, তাদের গোপনীয়তা বজায় রাখা
সন্তানের আবেগ প্রকাশে বাধা দেওয়া	আবেগ প্রকাশকে দুর্বলতা মনে করা	সন্তানের আবেগ প্রকাশের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা
সন্তানের সামাজিক মেলামেশায় বাধা দেওয়া	অতিরিক্ত নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক কুসংস্কার	সন্তানের সামাজিক দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করা, তাদের বন্ধুদের সাথে মিশতে দেওয়া
সন্তানের মতামতকে গুরুত্ব না দেওয়া	কর্তৃত্বপরায়ণ মনোভাব, সন্তানের প্রতি অবিশ্বাস	সন্তানের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া, তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহিত করা
সন্তানের ভুল কাজে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখানো	রাগ, হতাশা, ধৈর্য্যের অভাব	সন্তানের ভুল কাজে শান্তভাবে প্রতিক্রিয়া দেখানো, তাদের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে সাহায্য করা
সন্তানের প্রতি অবিশ্বাস	পূর্বের খারাপ অভিজ্ঞতা, ভুল ধারণা	সন্তানের প্রতি বিশ্বাস রাখা, তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা
সন্তানের মতামতকে গুরুত্ব না দেওয়া	কর্তৃত্বপরায়ণ মনোভাব, সন্তানের প্রতি অবিশ্বাস	সন্তানের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া, তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহিত করা
শিক্ষকদের জন্য মনোসামাজিক চ্যালেঞ্জ		
চ্যালেঞ্জের ধরণ	**চ্যালেঞ্জের কারণ**	**প্রচলিত সমাধান কৌশল**
অতিরিক্ত কাজের চাপ	অতিরিক্ত শিক্ষার্থী, প্রশাসনিক কাজ, অতিরিক্ত ক্লাস	কাজের চাপ কমানোর কৌশল, সময় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ
শিক্ষার্থীদের আচরণগত সমস্যা	পারিবারিক সমস্যা, মানসিক চাপ, সামাজিক সমস্যা	শিক্ষার্থীদের সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করা, আচরণগত সমস্যা মোকাবেলার প্রশিক্ষণ
অভিভাবকদের অতিরিক্ত প্রত্যাশা	সন্তানের ভালো ফলাফল, সামাজিক চাপ	অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ, তাদের প্রত্যাশা বোঝা

বিদ্যালয়ের নেতিবাচক পরিবেশ	অসহযোগী সহকর্মী, প্রশাসনিক সমস্যা	ইতিবাচক কর্মপরিবেশ তৈরি, সহকর্মীদের সাথে ভালো সম্পর্ক
মানসিক চাপ ও উদ্বেগ	কাজের চাপ, আর্থিক সমস্যা, ব্যক্তিগত সমস্যা	মানসিক স্বাস্থ্য সেবা, যোগাসন ও মেডিটেশন
শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অসুবিধা	শিক্ষার্থীদের অমনোযোগিতা, আচরণগত সমস্যা	শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার কৌশল, শিক্ষার্থীদের সাথে ভালো সম্পর্ক
শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগের অভাব	অতিরিক্ত কাজের চাপ, সময়ের অভাব	শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ, তাদের কথা শোনা

শিখন-শেখানো পরিবেশে মনোসামাজিকভাবে ভালো থাকার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কৌশল

মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার কার্যকর কৌশল

মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম কৌশল হলো এর লক্ষণগুলো চিহ্নিত করার মাধ্যমে নিজের আবেগ ও অনুভূতিগুলো বোঝার চেষ্টা করা। কারণ এর মাধ্যমেই আমরা আমাদের মানসিক চাপ সম্পর্কে সচেতন হতে পারব ও নিজেদের মানসিক চাপের ধরন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারব। ব্যক্তিভেদে মানসিক চাপের ধরন ও নিয়ন্ত্রণ কৌশল ভিন্ন হতে পারে। নিচে কয়েকটি কার্যকর কৌশল দেওয়া হলো-

- পেশী শিথিলায়ন বা রিল্যাক্সেশন অনুশীলন করা: দেহের বিভিন্ন পেশী শিথিল করে নিজেকে শান্ত রাখা।
- মানসিক চাপের কারণ নির্ধারণ করা: কোন বিষয়গুলো মানসিক চাপে ফেলছে, তা চিহ্নিত করা এবং সমাধান খুঁজে বের করা।
- কাজের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা: একসাথে অনেক কাজ এলে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আগে সম্পন্ন করা।
- বর্তমানে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা: ভবিষ্যৎ নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা না করে, বর্তমানে ভালো থাকার উপায় খুঁজে বের করা।
- কাছের মানুষের সাথে শেয়ার করা: বিশ্বাসের মানুষদের সাথে নিজের চিন্তা ও অনুভূতি শেয়ার করা।
- সমস্যার সমাধানে মনোযোগী হওয়া: মানসিক চাপের মূল সমস্যাটি সমাধানের উপায় খোঁজা এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১. STOP পদ্ধতি:

S - Stop (থামুন): যেকোনো উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে যা করছিলেন, তাৎক্ষণিকভাবে সেটি থেকে বিরতি নিন।

T - Take a Deep Breath (গভীর শ্বাস নিন): কিছুক্ষণ ধরে গভীরভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিন। এতে মন শান্ত হবে এবং রাগ কমবে।

O - Observe (পর্যবেক্ষণ করুন): নিজের শরীর ও মনের অনুভূতি খেয়াল করুন। কী কারণে রাগ হচ্ছে, তা বোঝার চেষ্টা করুন।

P - Proceed (পুনরায় শুরু করুন): রাগ নিয়ন্ত্রণে আসার পর আবার আগের কাজে ফিরে যান।

২. ✍️ চিঠি লেখা পদ্ধতি:

যে ব্যক্তির ওপর রাগ হয়েছে, তাকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি লিখুন। চিঠিতে আপনার রাগ, হতাশা ও কষ্টের কথা খোলাখুলি প্রকাশ করুন। এরপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সেই চিঠি ছিঁড়ে ফেলুন বা ধ্বংস করুন। এটি মানসিক চাপ কমাতে সহায়ক।

৩. বেলুনের মতো পেট ফুলানো অনুশীলন (Balloon Breathing Exercise):

কৌশল: শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে রাগ কমানো

- আরাম করে দাঁড়ান বা বসুন।
- পেটের উপর দুই হাত রাখুন এবং চোখ বন্ধ করুন।
- নাক দিয়ে গভীর শ্বাস নিন, কল্পনা করুন বেলুনের মতো পেট ফুলছে।
- শ্বাস কিছুক্ষণ ধরে রাখুন।
- মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন, বেলুনের সব বাতাস বের হয়ে যাচ্ছে।
- অন্তত ৩ বার করুন।

  উদাহরণ: পরীক্ষার আগে বা রাগান্বিত অবস্থায় এই ব্যায়াম কার্যকর।

৪. ফাইভ সেকেন্ড রুল (Five-Second Rule):

কৌশল: এই পদ্ধতিতে কোনো নেতিবাচক আবেগ অনুভব করলে দ্রুত তা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
পদ্ধতি:

ক. নেতিবাচক অনুভূতি বা রাগ অনুভব করলে মনে মনে ৫ থেকে ১ পর্যন্ত উল্টো গুনুন (৫, ৪, ৩, ২, ১)।

খ. এরপর নিজের মনোযোগ অন্য একটি ইতিবাচক কাজে নিয়ে যান বা কিছু ভালো ভাবুন।

উদাহরণ:

শিক্ষার্থী ক্লাসে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়ে। তখন শিক্ষক তাকে ৫ সেকেন্ড ধীরে ধীরে গুনতে বলেন এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে আবার চেষ্টা করতে উৎসাহিত করেন।

১২. থ্রি গুড থিংস (Three Good Things) কৌশল

কৌশল:

থ্রি গুড থিংস (Three Good Things) হলো একটি ইতিবাচক মনোভাব গঠনের কৌশল, যা শিশুদের মনে সুখ ও সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করে এবং নেতিবাচক আবেগকে ইতিবাচক চিন্তায় রূপান্তরিত করতে সহায়তা করে। এটি মনোবিজ্ঞানী ড. মার্টিন সেলিগম্যানের ইতিবাচক মনোবিজ্ঞানের (Positive Psychology) উপর ভিত্তি করে গঠিত।

এই কৌশলটি খুবই সহজ এবং ছোটদের জন্য মজার একটি অনুশীলন।

ক. দিনশেষে তিনটি ভালো ঘটনা লেখা:

প্রতিদিন দিনের শেষে শিশুকে একটি খাতায় তিনটি ভালো বা ইতিবাচক ঘটনা লিখতে উৎসাহিত করতে হবে।

- কী লিখবে?

- আজকের দিনে এমন তিনটি ঘটনা লিখতে হবে, যা তাকে আনন্দ দিয়েছে বা ভালো লেগেছে।
- ঘটনাগুলো হতে পারে ছোট, যেমন- ‘আজ নতুন কিছু শিখেছি’, ‘আমার বন্ধুর সাথে খেলেছি’, ‘শিক্ষক আমাকে প্রশংসা করেছেন’ ইত্যাদি।

খ. ভালো লাগার কারণ ব্যাখ্যা করা:

প্রতিটি ঘটনার সাথে লিখতে হবে কেন সেটি তাকে আনন্দ দিয়েছে বা কেন ভালো লেগেছে।

- উদাহরণ:

- ‘আজ শিক্ষক আমাকে গল্প বলার জন্য প্রশংসা করেছেন। এতে আমার আত্মবিশ্বাস বেড়েছে।’

- ‘আমার বন্ধু আমাকে তার খাবার ভাগ করে দিয়েছে, আমি ভালো বন্ধু পেয়ে খুব খুশি।’

গ. আলাপ ও শেয়ার করা (ঐচ্ছিক):

শিশুকে অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে পরিবারের সদস্য বা শিক্ষকের সাথে তার তিনটি ভালো ঘটনা শেয়ার করতে। এতে তার আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক মনোভাব আরও দৃঢ় হবে।

উদাহরণ:

একটি শিক্ষার্থী, রিয়া, আজ ক্লাস পরীক্ষায় কম নম্বর পেয়েছে। এতে তার মন খারাপ। কিন্তু শিক্ষক তাকে থ্রি গুড থিংস কৌশল অনুসরণ করতে বলেন। রিয়া তার খাতায় লিখে:

১. ‘আজ আমি অংকের একটি কঠিন সমস্যা নিজে সমাধান করতে পেরেছি।’

→ কেন ভালো লেগেছে: নিজে সমাধান করতে পারায় আত্মবিশ্বাস বেড়েছে।

২. ‘আজ আমার সহপাঠী আমাকে দুপুরে তার খাবার ভাগ করে দিয়েছে।’

→ কেন ভালো লেগেছে: বন্ধুত্বের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি এবং আনন্দ পেয়েছি।

৩. ‘শিক্ষক আজ আমার আঁকা ছবি দেখে প্রশংসা করেছেন।’

→ কেন ভালো লেগেছে: আমার সৃজনশীলতাকে সবাই ভালোভাবে নিয়েছে।

শারীরিক কৌশল (Physical Techniques)

১. শ্বাসের ব্যায়ামের কৌশল

শান্ত থাকার অনুশীলন:

শান্ত থাকার জন্য শ্বাসের ব্যায়াম একটি কার্যকর পদ্ধতি। শ্বাসের ব্যায়াম এমন একটি পদ্ধতি যেখানে শ্বাস নেওয়া এবং ছাড়ার বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে দেহ ও মনকে শিথিল করা এবং সুস্থ রাখা হয়। এটি দেহের অক্সিজেন গ্রহণ বাড়িয়ে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে। শ্বাসের ব্যায়ামে সাধারণত ধীর ও গভীর শ্বাস নেওয়া, নির্দিষ্ট সময় ধরে শ্বাস ধরে রাখা এবং ধীরে শ্বাস ছাড়ার কৌশল প্রয়োগ করা হয়।

- সবাইকে পা মাটিতে সমানভাবে রেখে সোজা হয়ে বসতে বলুন। প্রথমে ধীরে ধীরে নাক দিয়ে ৪ সেকেন্ডে শ্বাস নিতে, তারপর ৭ সেকেন্ড ধরে মুখ দিয়ে শ্বাস ছাড়তে বলুন। এটি কয়েকবার অনুশীলন করান এবং প্রতিবার অনুভূতি নিয়ে প্রশ্ন করুন।
- নাক দিয়ে ৪ সেকেন্ড ধরে শ্বাস নিয়ে, ৭ সেকেন্ড শ্বাস ধরে রাখতে বলুন। অতঃপর মুখ দিয়ে ৮ সেকেন্ড ধরে ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়তে বলুন। পুরো প্রক্রিয়াটি ৩-৪ বার করার নির্দেশনা প্রদান করুন।
- সবাইকে চোখ বন্ধ করতে বলুন। ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে বলুন এবং বলুন, ‘প্রতিটি শ্বাসের সঙ্গে আপনি ইতিবাচক শক্তি নিচ্ছেন এবং শ্বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চাপ ছেড়ে দিচ্ছেন।’ এটি ৩-৫ বার করান।

এই ব্যায়াম সহজে করা যায় এবং এর জন্য কোনো বিশেষ সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না।

২. ধ্যান ও মাইন্ডফুলনেস (Meditation and Mindfulness)

কৌশল: মাইন্ডফুলনেস এবং ধ্যান হলো মনোযোগ ধরে রাখার এমন একটি কৌশল, যা শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ কমাতে, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং মনোযোগ বৃদ্ধিতে সহায়ক। এটি বর্তমান মুহূর্তে সম্পূর্ণভাবে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার অভ্যাস গড়ে তোলে, যাতে মন অতীতের পিছুটান বা ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকে।

উদাহরণ: একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ক্লাসের শুরুতে শিক্ষার্থীদের ৫ মিনিটের জন্য মাইন্ডফুলনেস অনুশীলন করতে বলেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আরামদায়কভাবে বসতে বলেন এবং চোখ বন্ধ করতে নির্দেশ দেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর মনোযোগ দিতে বলেন এবং সুন্দর একটি প্রাকৃতিক জায়গার কল্পনা করতে বলেন।

- ৫ মিনিট পরে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে চোখ খুলে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।
- এতে শিক্ষার্থীরা মনোযোগী হয়ে ওঠে এবং ক্লাসে শেখার আগ্রহ বেড়ে যায়।

৩. সামাজিক কৌশল (Social Techniques)

- বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান: প্রিয়জনদের সঙ্গে কথা বললে মানসিক চাপ কমে।
- সাহায্য চাইতে শিখুন: অতিরিক্ত চাপ অনুভব করলে পরিবারের সদস্য, বন্ধু বা বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিন।
- সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করুন: কমিউনিটি সেবা বা স্বেচ্ছাসেবী কাজে যুক্ত থাকলে মানসিক প্রশান্তি আসে।

৪. বন্ধুতা ও সহযোগিতা গঠন (Building Friendship and Cooperation):

কৌশল: শিশুদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব বাড়াতে সহায়তা করা।

পদ্ধতি:

- দলগত কাজ বা খেলায় একসাথে কাজ করার সুযোগ তৈরি করা।
- 'বাডি সিস্টেম' চালু করা, যেখানে এক শিক্ষার্থী অন্যকে সহায়তা করে।

  উদাহরণ: শ্রেণিতে দলগতভাবে প্রজেক্ট তৈরি করতে দেওয়া এবং একে অপরের সাথে কাজ করতে উৎসাহিত করা।

৫. বিনোদনমূলক কৌশল (Recreational Techniques)

- প্রিয় শখ চর্চা করুন: গান শোনা, বই পড়া, আঁকা, রান্না করা বা ভ্রমণে গেলে স্ট্রেস কমে।
- হাসি ও আনন্দ বজায় রাখুন: কৌতুক শুনুন, মজার সিনেমা দেখুন এবং বেশি হাসুন।

৬. হাসির খেলা (Laughing Exercise): হাসির খেলা একটি সহজ ও মজাদার বিনোদনমূলক কৌশল, যা শিশুদের মানসিক চাপ কমাতে, মনকে সতেজ করতে এবং ইতিবাচকতা ছড়াতে সাহায্য করে। এটি দলবদ্ধভাবে খেললে শিশুদের সামাজিক যোগাযোগ, বন্ধুত্ব এবং আত্মবিশ্বাসও বাড়ে।

প্রস্তুতি:

- পর্যাপ্ত জায়গা নির্বাচন করুন, যেখানে শিশুরা সহজে বৃত্ত তৈরি করতে পারে।
- শ্রেণিকক্ষ, খেলার মাঠ, বা ইনডোর যেকোনো খোলা জায়গা বেছে নিন।
- শিক্ষার্থীদের একটি বৃত্তে দাঁড়াতে বলুন, যাতে তারা একে অপরের মুখোমুখি হয়।

৭. পেশাগত কৌশল (Professional Techniques)

- কাজের চাপ কমানোর জন্য বিরতি নিন: একটানা কাজ না করে মাঝেমধ্যে ছোট বিরতি নিলে মন ফ্রেশ হয়।
- কাজ ভাগ করে নিন: সব কিছু একা করার চেষ্টা না করে দলগতভাবে কাজ করুন।
- কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করুন: সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন।

তথ্যসূত্র:

BRAC IED (2023), Child Development and Play-based Learning Manual: *Behaviour Management*, Directorate of Primary Education (DPE) and BRAC University, Dhaka

BRAC IED (2025), Psycho-social Awareness and Mental Health Manual: *Child Behaviour Analysis,* Directorate of Primary Education (DPE) and BRAC University, Dhaka

National Academy for Primary Education (NAPE). (2025, January). Child Development and Learning Behaviour Manual*: Behaviour Management, Way out for Challenging Behaviour;* Basic Training for Primary Teachers (BTPT). NAPE, Mymensingh.

মানসিক চাপ মোকাবেলায় কার্যকরী কৌশল: https://www.itemonbd.com/2024/11/blog-post_9.html

Esch, T., Duckstein, J., Welke, J., & Braun, V. (2007). Mind/body techniques for physiological and psychological stress reduction: Stress management via Tai Chi training–a pilot study. *Medical Science Monitor*, *13*(11), CR488-CR497.

Geetanjali, A. S., Wahane, A., & Sharma, A. (2023). Exploring Effective Strategies for Stress Management: Enhancing Mental Well-being through Mindfulness, CBT, Exercise, and Relaxation Techniques. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *12*, 345-348.

১ম দিন	শিরোনাম: একীভূত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা	অধিবেশন: ০৮

সময়: ১:৩০ ঘন্টা

শিখনফল: অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- একীভূত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- একীভূত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার চ্যালঞ্জে ও এ থেকে উত্তোরণের উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

উপকরণ: ভিডিও, ভিপ কার্ড, পোস্টার পেপার, মার্কার, তথ্যপত্র ইত্যাদি।
পদ্ধতি ও কৌশল: আলোচনা, একাকী কাজ, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ ও অন্যান্য।

কাজ ১: একীভূত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারা **সময়: ৪৫ মনিটি**

১. অংশগ্রহণকারীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন এবং ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করুন। অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহ ও মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করুন-

- শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা কী?
- একীভূত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা কী?

২. এই প্রশ্নগুলো পাওয়ার পয়েন্টে স্লাইডে প্রর্দশন করে প্রশিক্ষণার্থীদের ২ মিনিট চিন্তা করার সুযোগ দিন। এরপর জোড়ায় আলোচনা করতে বলুন। সম্ভব্য উত্তর জানার জন্য ২ জোড়া প্রতিনিধি নির্বাচন করুন। তাদের ধারণা শুনে অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীদেরও মতামত প্রকাশরে সুযোগ দিন।

৩. এরপর পিপিটির মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা ও একীভূত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে তথ্যপত্রের আলোকে তথ্যসমূহ উপস্থাপন ও আলোচনা করুন।

৪. এবার অংশগ্রহণকারীদের উদ্দশ্যে বলুন- আপনারা প্রশিক্ষণ কক্ষে সুন্দরভাবে চেয়ার টেবিল গুছিয়ে বসেন। কিন্তু কেন? কেন আপনারা আপনাদের শ্রেণিকক্ষগুলোতে যেভাবে সাধারণত বসেন, সেভাবে কেন বসেন না?

সম্ভাব্য উত্তর-

- আলোচনার সুবিধার্থে।
- দলগত কাজের সুবিধার্থে।
- কাজগুলো সুন্দরভাবে সম্পাদন করার জন্য।
- একে অপররে সাথে সুন্দর মিথস্ক্রিয়া জন্য।
- শিখনফল সফলভাবে অর্জনের জন্য।

৫. সকলের উদ্দেশ্যে বলুন, এবার আমরা একটা ভিডিও মনোযোগ দিয়ে দেখব-

https://bit.ly/৩gb৭mxt

ভিডিও দেখা শেষে জিজ্ঞেস করুন ভিডিওটি তাদের কেমন লগেছে।

- ভিডিওটিতে কী কী দেখেছেন?
- আপনারা শ্রেণিকক্ষগুলোতে সাধারণত কীভাবে শিক্ষার্থীদের বসিয়ে থাকেন? কেন?

৬. তাদের বলুন, এবার আমরা আমাদের দেশে প্রচলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার একটি ভিডিও দেখব।

ভিডিও লিংক-

৭. ভিডিও দেখা শেষে অংশগ্রহণকারীদের নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করুন:

- ভিডিওতে কী দেখেছেন?
- ২টি ভিডিও এর মধ্যে পার্থক্য কী?

৮. আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন একীভূত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিবেচ্যে বিষয়গুলো কী হতে পারে? প্রত্যেকে জোড়ায় একটি করে ভিপ কার্ড সরবরাহ করুন। ২টি করে পয়েন্ট লিখতে বলুন।

সম্ভাব্য উত্তর-

- শিক্ষার্থীদের শেখার ধরণগত ভিন্নতার দিকে নজর দেওয়া।
- শিক্ষার্থীদের পারগতার স্তর সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা ।
- শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রতিবন্ধিতার কারণে সৃষ্ট ভিন্নতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা এবং ধরন অনুযায়ী তাদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- শিক্ষার্থীদের আচরণগত ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। তাদের সাথে কোনো ধরনের নেতিবাচক কথা বা আচরণ করা থেকে বিরত থাকা।
- শিক্ষার্থীদের জেন্ডার বিষয়টি বিবেচনা করা ও কোন ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ না করা।
- শিক্ষার্থীদের ভাষাগত ভিন্নতার বিষয়টি বিবেচনা করা।
- শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতি, রীতিনীতি, আর্থ- সামাজিক অবস্থানগত বৈচিত্রতাকে বিবেচনা করা।

৯. ভিপ কার্ডগুলো পুশপিন বোর্ডে আটকে দিন। একজন অংশগ্রহণকারীকে পড়তে বলুন।

১০. এরপর তথ্যপত্রের আলোকে বিবেচ্য বিষয়সমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

কাজ ২: একীভূত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার চ্যালঞ্জে ও এ থেকে উত্তরণের উপায়সমূহ র্বণনা করতে পারা সময়: ৪০ মিনিট

১. পূর্বের আলোচনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবার একীভূত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার চ্যালঞ্জেসমূহ চিহ্নিত করতে বলুন ও এ থেকে উত্তরণের উপায়সমূহ খুঁজে বের করতে বলুন। নিচের ছক অনুসারে কাজটি করতে বলুন।

চ্যালঞ্জেসমূহ	উত্তরণের উপায়সমূহ

২. কাজটি করার জন্য প্রথমেই প্রশিক্ষণার্থীদের ৫টি দলে ভাগ করুন। দল নির্বাচনে একটু কৌশলী হোন। এক একটি দলে যেন বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত প্রতিনিধি থাকে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করুন।

৩. পোস্টার পেপার ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করুন। ২০ মিনিট সময় দিন কাজটি করার জন্য। দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ২টি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।

৪. উপস্থাপন শেষে অন্য ৩টি দলকে তাদের তৈরি করা পোস্টার পেপারে যদি নতুন কোনো পয়েন্ট থাকে তবে তা বলতে বলুন।

৫. তথ্যপত্রের আলোকে ‘একীভূত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহ ও এ থেকে উত্তরণের উপায়সমূহ’ পিপিটি তৈরিপূর্বক সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৬. ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

শিখন প্রতিফলন: সময়: ০৫ মিনিট

নিম্নেরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর আহবান করুন-

- একীভূত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা কী?
- একীভূত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী হতে পারে?
- একীভূত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো কী কী?

তথ্যপত্র	শিরোনাম: একীভূত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা	অধিবেশন: ০৮

বিদ্যালয়ে কার্যকর শিখন- শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জনই শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। শিক্ষকের এ লক্ষ্য অর্জনে শুধু পাঠ পরিকল্পনা, উপকরণের প্রস্তুতিই যথেষ্ঠ নয়, প্রয়োজন ফলপ্রসূ শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা (classroom management)। এ কাজটি বিদ্যালয় পর্যায়ে এবং শিক্ষকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাস্তবে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যে, ফলপ্রসূ শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবে শিক্ষকের একটি ভালো পাঠ পরিকল্পনা কার্যকরভাবে শ্রেণিতে উপস্থাপিত হয়েও শিক্ষার্থীর সর্বোচ্চ শিখনফল অর্জিত হয় না। এই কারণে একটি সুশৃঙ্খলভাবে সংগঠিত শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের দক্ষ শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জিত হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত।

শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা হল শিখন- শেখানো কার্যাবলির মাধ্যমে শিখনফল অর্জনের উদ্দেশ্যে একজন শিক্ষক যে কৌশলগুলো অবলম্বন করে থাকে। কার্যকরভাবে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শ্রেণিকার্যক্রমের সাথে জড়িত বিভিন্ন বিষয় বা উপাদানকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করাকে বলা হয় শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা।

- শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন-
- শিখন বিষয়ে পরিকল্পনা করা ।
- পাঠের সঙ্গে সম্পর্কৃত শিখন- শেখানো কার্যাবলি, উপকরণ প্রস্তুত রাখা।
- শিখন- শেখানো কার্যাবলিকে সংগঠিত করা।
- শ্রেণিতে উপস্থিত ভিন্ন বৈশিষ্টের শিক্ষার্থীদের (address diversity) চিহ্নিত করা এবং তাদেরকে শিখনে অন্তর্ভূক্ত করা।
- শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা।
- শিক্ষার্থীদের সাথে ভালো সম্পর্ক স্থাপন করা।
- শ্রেণি কার্যক্রমের প্রত্যাশা, শিখন- শেখানো কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও লক্ষ্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন। [এ বিষয়ে অধিবেশন- ১০ ও ১১ তে আলোচনা করা হবে।]

একীভূত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা ও এ ধরনের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

সমসাময়িক প্রাথমিক শিক্ষায় শুধু শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হয় না। সাধারণত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা অতিক্রম করে শিক্ষককে প্রতিনিয়ত একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে সচেষ্ট হতে হবে যেন শ্রেণির প্রত্যেক শিক্ষার্থী শ্রেণি কার্যক্রমে আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ সচেষ্ট থাকে।

একীভূত এর ধারনাকে সামনে রেখে একজন শিক্ষক যখন সুপরিকল্পিত ও কাঠামোবদ্ধভাবে শ্রেণিব্যবস্থাপনা করে থাকেন তখন তাকে একীভূত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা বলা হয়। এধরনের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো হতে পারে-

- শিক্ষার্থীদের শেখার ধরণগত ভিন্নতার দিকে নজর দেওয়া।
- শিক্ষার্থীদের পারগতার স্তর সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা ।
- শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রতিবন্ধীতার কারণে সৃষ্ট ভিন্নতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা। এবং ধরন অনুযায়ী তাদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

- শিক্ষার্থীদের আচরণগত ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। তাদের সাথে কোনো ধরনের নেতিবাচক কথা বা আচরণ করা থেকে বিরত থাকা।
- শিক্ষার্থীদের জেন্ডার বিষয়টি বিবেচনা করা ও কোন ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ না করা।
- শিক্ষার্থীদের ভাষাগত ভিন্নতার বিষয়টি বিবেচনা করা।
- শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতি, রীতিনীতি, আর্থ- সামাজিক অবস্থানগত বৈচিত্রতাকে বিবেচনা করা।

শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার অন্যতম একটি বিবেচ্য বিষয় শিক্ষার্থীদের আসন বিন্যাস। শ্রেণিকক্ষের চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ এর অবকাঠামোগত বিন্যাস শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিখন- শেখানো কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে। শিক্ষক কীভাবে তার শিক্ষার্থীদের সাথে শ্রেণি কার্যক্রমে যোগাযোগ ও মিথষ্ক্রিয়া করবেন এবং শিক্ষার্থীরা কীভাবে একে অপরের সাথে মিথষ্ক্রিয়া করবে তা নির্ভর করে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় শিখন- শেখানো কার্যাবলিতে শিক্ষার্থীর মনোনিবেশ, মোটিভেশন ও ফোকাসকে প্রভাবিত করে। এজন্য শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষকের ফলপ্রসূ শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার, আসন বিন্যাস সংশোধনের মাধ্যমে উপায় খুঁজে বের করা প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরণের আসন বিন্যাস সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল-

গতানুগতিক আসনবিন্যাস- গতানুগতিক আসন বিন্যাসে সাধারণত কলাম থাকে এবং তা স্থির (Fixed) থাকে। আমাদের দেশে প্রাথমিক শ্রেণিগুলোতে সাধারণত কলাম আকৃতিতে শ্রেণিকক্ষগুলো সাজানো থাকে।

গোলাকৃতি আসন বিন্যাস- এ ধরনের আসন বিন্যাসে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে গোলাকৃতি/ ইউ শেইপ হয়ে বসে। এধরনের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের সাথে মুখোমুখি যোগাযোগ করতে পারেন সহজেই। প্রয়োজনে ওয়ান টু ওয়ান এপ্রোচে খুব সহজেই শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারেন, নির্দেশনা দিতে পারেন।

হর্স শু অর্ধাকৃতি আসন বিন্যাস- এ ধরনের আসন বিন্যাসে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে অর্ধগোলাকৃতি বা ইউ শেইপে বসে। যেমন- আমাদের দেশের প্রাক- প্রাথমিকের শিক্ষার্থীরা ইউ আকৃতিতে বসে থাকে।

ডাবল হর্স শু আকৃতির আসন- ডাবল হর্স শু আকৃতির আসন ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা দুই সারিতে হয়ে অর্ধগোলাকৃতি বা ইউ শেইপে বসে থাকে।

গ্রুপ পডস- এধরণের আসন বিন্যাসে শিক্ষার্থীরা এক একটি গ্রুপে বসে থাকে।

পেয়ার পডস- এধরণের আসন বিন্যাসে শিক্ষার্থীরা পেয়ার গ্রুপে বসে থাকে।

ডাবল হর্স শু | গ্রুপ পডস | পেয়ার পডস

বাংলাদেশের প্রচলিত প্রাক প্রাথমিক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের সাধারণত ইউ শেইপ আকৃতিতে বসানো হয় যাতে শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকের সরাসরি যোগাযোগ বা ইন্টার‍্যাকশন ঘটে। প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনে যেন শিক্ষক সাথে সাথে তার কাছে পৌঁছাতে পারে, পুনরায় নির্দেশনা দিতে পারে। প্রাক প্রাথমিকের পরে শিক্ষার্থীরা যখন প্রথম শ্রেণিতে প্রবেশ করে, তখন থেকে শুরু করে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা সাধারণত ২ বা ৩ কলামে বসে। ৪ থেকে সর্বোচ্চ ৮ রো থাকে শিক্ষার্থী অনুপাতে। প্রাথমিক শ্রেণিতে প্রবেশের পর শিক্ষার্থীদের গতানুগতিকভাবে বসানোর কারণের শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকের সরাসরি ইন্টার‍্যাকশন কমে যায়। অথচ এই সময়েই শিক্ষার্থীদের, শিক্ষকের সহচার্য বেশি প্রয়োজন হয়। একজন শিক্ষক হিসেবে ক্লাসের শুরুতেই শ্রেণি ব্যবস্থাপনা খুবই জরুরী। অনেক সময় দেখা যায়, খুব ভালো প্রস্তুতি নিয়ে যাবার পরও সুষ্ঠু শ্রেণি ব্যবস্থাপনার অভাবে শিক্ষক যথাযথভাবে শিখনফল অর্জন করাতে ব্যর্থ হয়। তাই যথাযথভাবে শিখনফল অর্জন করানোর জন্য একজন শিক্ষক যত দক্ষভাবে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা করবেন, তার ক্লাস তত বেশি ফলপ্রসূ, আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত হবে।

একীভূত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ ও এ থেকে উত্তরণের উপায়:

চ্যালেঞ্জ	বিবরণ	উত্তরণের উপায়
আক্রমনাত্মক শিক্ষার্থী	সহপাঠীদের শারীরিকভাবে আক্রমন করা। যেমন- মারামারি করা, জিনিস পত্র ছুড়ে মারা।	• শিক্ষার্থীকে আলাদাভাবে ডেকে বোঝানো, প্রয়োজনে অভিভাবকের সহায়তা নেওয়া। • তিরস্কার করা থেকে বিরত থাকা। সাথী শিক্ষার্থীদেরও আলাদাভাবে বোঝানো যাতে ওই শিক্ষার্থীকে কোনভাবে উত্তেজিত না করে।
অবকাঠামোগত সমস্যা	• সকল ধরনের শিক্ষার্থীদের ব্যবহার উপযোগী বেঞ্চ বা চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা না থাকা। • শ্রেণিকক্ষের আয়তন ছোট হওয়া। • শ্রেণিকক্ষের আয়তন সকল ধরণের শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী নয়।	• শ্রেণিকক্ষে বসার জন্য উপযুক্ত আসন ব্যবস্থা। • হুইল চেয়ার আসা যাওয়া করার জন্য শ্রেণি কক্ষে পর্যাপ্ত জায়গা থাকা।
একীভূত প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে যথাযথ	• শিক্ষকের একীভূত প্রক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকা। ফলে এই	• প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যেকোন কাজ ইতিবাচক ভাবে করা ।

জ্ঞানের অভাব ও শিক্ষকের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ না করা।	ধরণের শ্রেণিকক্ষের বৈশিষ্ট্য কেমন হবে তা জানেন না। • অনেক শিক্ষকেরই নতুন ধারণাকে সাদরে গ্রহণের মানসিকতা নেই। বিভিন্ন প্রশিক্ষণে নানা ধরণের ধারণা পেলেও ক্লাসরুমে তা প্রয়োগের ইচ্ছে থাকে না।	• নতুন ধারণাকে সাদরে গ্রহণ করা। • নতুন শেখা জ্ঞান শ্রেণিকক্ষে যথাযথ প্রয়োগ করা।
শিখন শেখানো কাজে অমনোযোগী থাকা	• শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে কাজ না করা। • দলগত কাজে অনীহা।	• সহজ ভাষায় নির্দেশনা দেওয়া। • বারবার কাছে গিয়ে নির্দেশনা সম্পর্কে অবগত করা। • ছোট ছোট ধাপে কাজ করানো। • বারবার অনুশীলন করানো।
ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য	শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক কর্তৃক অধিক প্রাধান্য পাওয়া এবং মেয়েদের তুলনায় নিজের প্রতি অধিক আস্থা ও শ্রদ্ধা থাকায় ছেলে শিক্ষার্থীরা বিশেষ ক্ষমতা চর্চা ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা পোষণ করে।	শ্রেণিকক্ষে বৈষম্যহীন ও জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবেশ বজায় রাখা। শ্রেণিকক্ষে ছেলে মেয়ে সমান অধিকার থাকা ।
শিক্ষার্থীর বৈচিত্রতা সম্পর্কে ধারণা না থাকা	শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীই আলাদা- এই ধারনা না থাকার কারণে গতানুগতিক শিখন- শেখানো প্রকৃয়া প্রয়োগ করেন শিক্ষক। এতে শিখনফল অর্জন বাধাগ্রস্থ হয়।	শিক্ষার্থীর বৈচিত্রতা সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেওয়া। প্রয়োজনে বিদ্যালয়গুলোতে নির্দেশিকা প্রেরণ।
বিদ্যালয়ে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ না থাকা।	• ব্রেইল বই, ট্যাক টাইল গ্রাফ বা সিম্বল, হোয়াইট কেইন, শব্দ করবে সক্ষম এমন অবজেক্ট, হুইল চেয়ার বিদ্যালয়ে না থাকা। • বিশেষ উপকরণগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ না থাকা।	• বিদ্যালয়ে এই বিশেষ উপকরণগুলো পর্যাপ্ত থাকা। • এই উপকরণগুলো ব্যবহারের সঠিক নির্দেশনা পত্র সরবরাহ করা।
ইশারা ভাষা সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা না থাকা।	বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাথে যথাযথভাবে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই।	ক্রমান্বয়ে সকল শিক্ষককে ইশারা ভাষায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর চ্যালেঞ্জ	• মনোযোগের অভাব • নির্দেশনা অনুসরণে অসমর্থ • একাকী থাকতে পছন্দ করে। • দলগত কাজ অনীহা	• শ্রবণ সহায়ক উপকরণ যেমন- হিয়ারিং এইড ব্যবহার করা। • শ্রবণের বিকল্প উপায় ব্যবহার করা যেন, না শুনলেও বিষয়বস্তু বুঝতে পারে। যেমন- ছবি বা ভিডিও প্রদর্শন।

		• এ ধরণের শিক্ষার্থীদের কাছাকাছি থেকে ও জোরে বলা।
দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর চ্যালেঞ্জ	• বিভিন্ন মাত্রার হতে পারে। যেমন- ক্ষীণ দৃষ্টি, আংশিক দৃষ্টি। • মুখের অসাভাবিক অভিব্যাক্তি। • চোখ ঢেকে রাখা বা চোখ কুচকে দেখার চেষ্টা করা। • শিখনে সমস্যা।	• বিকল্প উপায়ে ক্ষীণ দৃষ্টি, আংশিক দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীর সাথে যোগাযোগ করা। যেমন- মৌখিক যোগাযোগ ও বিষয়বস্তু মুখে বর্ণনা করা ও শোনানো। • ক্ষীণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তুর কাছাকাছি থেকে দেখার সুযোগ দেওয়া। • অডিও রেকর্ড বা লিখিত বর্ণনা যা অন্যরা পড়ে শোনাতে পারে। • শ্রুতি লেখকের সহায়তা নেওয়া। • ব্রেইল পদ্ধতির সহায়তা নেওয়া।
শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর চ্যালেঞ্জ	• এক না একাধিক অঙ্গ ব্যবহারে সমস্যা। • পাঠ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ করতে, লিখতে সমস্যা হওয়া।	• শ্রেণিকক্ষে বসার জন্য উপযুক্ত আসন ব্যবস্থা। • হুইল চেয়ারে আসা যাওয়া করার জন্য শ্রেণি কক্ষে পর্যাপ্ত জায়গা থাকা। • শ্রেণিকক্ষের বোর্ড ও অন্যান্য উপকরণ এমন উচ্চতায় ও অবস্থায় থাকা যেন এ ধরনের শিক্ষার্থীদের ব্যবহার উপযোগী হয়।
বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর চ্যালেঞ্জ	• শিক্ষার্থীর বুদ্ধি, ভাষাজ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ক দক্ষতা অর্জন ও উন্নয়ন ধীত গতিতে হয়। • নির্দেশনা বুঝতে না পারা। • মনোযোগের অভাব।	• সহজ ভাষায় নির্দেশনা দিতে হবে। • বিমূর্ত বিষয় না বুঝিয়ে, বাস্তব উপকরণের সাহায্যে বোঝাতে হবে। • বেশি বেশি অনুশীলন করানো। • ছোট ছোট ধাপে কোনো কাজ করানো।
শিখন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর চ্যালেঞ্জ	• একই শব্দ বারবার পড়া বা লেখা • শব্দ বা প্রতীক উল্টো করে লেখা। • সমবয়সীদের তুলনায় অনগ্রসর হয়। • অপ্রাসঙ্গিক কাজে মনোযোগ।	• সহজ ভাষায় নির্দেশনা দেওয়া। • সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি ব্যবহার করা। • সহজ ছবি ও উপকরণের সাহায্যে নির্দেশনা দেওয়া। • পিয়ার দল (সমবয়সী) ও শিক্ষকের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়া।
শিক্ষার্থীর ভাষাগত ভিন্নতা বিষয়ক চ্যালেঞ্জ	• মাতৃভাষা ভিন্ন হলে এধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়।	• শিখন- শেখানোর ক্ষেত্রে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা।

৩য় দিন	শিরোনাম: একীভূত শিক্ষার আলোকে উপকরণের ব্যবহার	অধিবেশন: ০৯

সময়: ১:৩০ ঘন্টা

শিখনফল:

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ:

- শিখন- শেখানো কাজে মাল্টিসেন্সরি শিক্ষা উপকরণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মাল্টিসেন্সরি শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও তা শিখন- শেখানো কাজে ব্যবহার করতে পারবেন।

উপকরণ: ভিডিও, ভিপ কার্ড, পোস্টার পেপার, মার্কার, শিক্ষা উপকরণ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, তথ্যপত্র ইত্যাদি।

পদ্ধতি ও কৌশল: আলোচনা, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ ও অন্যান্য।

কাজ ১: মাল্টিসেন্সরি শিক্ষা উপকরণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারা **সময়: ৪০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করুন।

২. শুরুতেই একটি একীভূত শ্রেণিকক্ষ কেমন হয়, তা জানতে চান। ৩/ ৪ জন প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে উত্তর নিন।

৩. এবার তাদের জিজ্ঞেস করুন-
"একীভূত শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় যেকোনো উপকরণ ব্যবহার করলে হবে কিনা?"
স্বাভাবিকভাবেই তাদের উত্তর 'না' হবে। এবার তথ্যপত্রের আলোকে একীভূত শ্রেণিকক্ষে উপকরণের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪. এবার অংশগ্রহণকারীদের সংযুক্ত ভিডিও ২টি দেখতে আহ্বান করুন।
https://youtu.be/BfqFNGyiIsU
https://youtu.be/BfqFNGyiIsU?si=NU64RO9mCLbnw4UT

৫. ভিডিও দেখা শেষে অংশগ্রহণকারীদের নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করুন:
- মাল্টিসেন্সরি শিখন কী?
- মাল্টিসেন্সরি শিক্ষা উপকরণ কী বা কেমন হতে পারে?
- মাল্টিসেন্সরি শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী হতে পারে?
- মাল্টিসেন্সরি শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কী?

৬. প্রত্যেককে একাকী ভাবতে বলুন এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হতে ৪ জনের (নারী-পুরুষ বিবেচনায় রেখে) কাছ থেকে উপরের ২টি প্রশ্নের আলোকে তাঁদের মতামত প্রকাশ করতে বলুন।

৭. এবার তথ্যপত্রের আলোকে মাল্টিসেন্সরি শিখন ও বিভিন্ন ধরনের মাল্টিসেন্সরি শিক্ষাপোকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিন। প্রয়োজনে পিপিটি ব্যবহার করুন।

৮. মাল্টিসেন্সরি শিখন ও বিভিন্ন ধরনের মাল্টিসেন্সরি শিক্ষাপোকরণ সংক্রান্ত আর কোনো জিজ্ঞাসা না থাকলে প্রশিক্ষণার্থীদের ৫ টি দলে বসতে বলুন। ভিন্নধর্মী কোনো কৌশল ব্যবহার করুন দল তৈরিতে (বিভিন্ন উপজেলার প্রতিনিধিত্ব থাকতে পারেন প্রতিটি দলে)। পোস্টার পেপারসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করুন। নিচের কাজটি ও নির্ধারিত ছকটি (ছক- ০১) বুঝিয়ে দিন।

কাজ	সময়
মাল্টিসেন্সরি শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ও এধরনের উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।	১২ মিনিট

ছক- ০১

মাল্টিসেন্সরি শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ	মাল্টিসেন্সরি শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

৯. নির্ধারিত সময় শেষে লটারির মাধ্যমে ২টি দলকে নির্বাচন করুন তাদের কাজ উপস্থাপনের জন্য। উপস্থাপন শেষে বাকি ৩ দলকে তাদের কাজের যে পয়েন্টগুলো ওই দুই দলের উপস্থাপনায় আসেনি তা সংযুক্ত করার সুযোগ দিন।

১০. উপস্থাপন শেষে তথ্যপত্রের আলোকে প্রত্যেকটি বিষয় আলোচনা করুন।

কাজ ২: মাল্টিসেন্সরি শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও তা শিখন- শেখানো কাজে ব্যবহার করতে পারা সময়: ৪৫ মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলুন-

আমরা এতোক্ষণ মাল্টিসেন্সরি শিখন ও উপকরণ সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি। এই **ধরনের** উপকরণ আমাদের দেশের মতো স্বল্প আয়ের দেশে বহুল ব্যবহার করতে হলে কিছু উপকরণ নিজেদেরই তৈরি করতে হবে এবং **শিখন- শেখানো কাজে** সফলভাবে ব্যবহার করতে হবে।

২. এবার তাদের "মাল্টিসেন্সরি শিক্ষা উপকরণ তৈরি" সংক্রান্ত তথ্যপত্র সরবরাহ করুন, ৫ মিনিট সময় দিন পড়ার জন্য ও সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩. তাদের বলুন, এবার আপনারা নিজেরাই পাঠ্যপুস্তকের নির্দিষ্ট একটি বিষয়বস্তুর আলোকে উপকরণ তৈরি ও উপস্থাপন করবেন ও এই উপকরণের ব্যবহারবিধি সম্পর্কে সবাইকে অবগত করাবেন।

৪. প্রশিক্ষণার্থীদের পূর্বের দলেই বসতে বলুন। প্রয়োজনীয় উপকরণ নিজেদের মতো সংগ্রহ করতে বলুন। এই কাজটি করার জন্য প্রশিক্ষণ কক্ষে কিছু উপকরণ আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখবেন।

পোস্টার পেপার, মার্কার, আর্ট পেপার, সাইন পেন, আঠা, কাঁচি, ম্যাচ বক্স, কাপড়, বালি, কিছু পাত্র, প্লাস্টিকের কৌটা, কিছু বীজ, শুকনা পাতা, ডালের দানা, রং পেন্সিল, তুলা, পিন ইত্যাদি।

৫. ছক অনুযায়ী প্রত্যেক দলকে কাজ বুঝিয়ে দিন।

দল	শ্রেণি	বিষয়	কাজ ও নির্দেশনা
দল- ১	১ম	বাংলা	➢ প্রত্যেক দল নির্ধারিত বিষয় নিয়ে কাজ করবে। ➢ বিষয়বস্তু দলে আলোচনা করে নির্ধারণ করবেন। ➢ শিখনফল যথাযথভাবে অর্জন ও বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে মাল্টিসেন্সরি শিক্ষা উপকরণ তৈরি করবেন। ➢ সকল ধরনের শিক্ষার্থী উপযোগী উপকরণ তৈরি করবেন। তৈরিকৃত উপকরণ দিয়ে কীভাবে পাঠ উপস্থাপন করবেন তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। ➢ উপকরণ প্রস্তুতিতে ২৫ মিনিট সময় দিন।
দল- ২	২য়	ইংরেজি	
দল- ৩	৩য়	গণিত	
দল- ৪	৪র্থ	বিজ্ঞান	
দল- ৫	৫ম	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	

৬. নির্ধারিত সময় শেষে মার্কেট প্লেস পদ্ধতিতে দলগতভাবে উপকরণগুলো সাজাতে বলুন।
৭. দলের একজন প্রতিনিধিকে তৈরিকৃত মাল্টিসেন্সরি শিক্ষা উপকরণটির সাহায্যে কীভাবে ক্লাসটি পরিচালনা করবেন তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে বলুন।
৮. প্রতিটি দলকে অন্যান্য দলের মাল্টিসেন্সরি শিক্ষা উপকরণগুলো দেখার সুযোগ দিন।
৯. পরিশেষে কোনো প্রশ্ন না থাকলে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

শিখন প্রতিফলন: **সময়: ০৫ মিনিট**

নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর আহবান করুন-

১. মাল্টিসেন্সরি শিখন কী?
২. মাল্টিসেন্সরি উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ২টি বিবেচ্য বিষয় বলুন।
৩. মাল্টিসেন্সরি উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কী?

তথ্যপত্র	শিরোনাম: একীভূত শিক্ষার আলোকে উপকরণের ব্যবহার	অধিবেশন: ০৯

মানুষ শেখে বিভিন্নভাবে সেই ধারণা আমরা আগেই পেয়েছি। শিক্ষা ক্ষেত্রে শিখন শেখানো পদ্ধতির যে বৈচিত্রতা আমরা লক্ষ্য করেছি সেখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হলো উপকরণের ব্যবহার। যেমন ধরা যাক, আপনি কোনো এক সেমিনারে গিয়েছেন, বক্তা অত্যন্ত বিজ্ঞ একজন মানুষ। কিন্তু আলোচনার মাঝামাঝি অংশে দেখা গেলো উপস্থিত শ্রোতারা বেশ অধৈর্য হয়ে উঠেছেন, বক্তার কথা ঠিক মতো শুনছেন না, পাশাপাশি কথা বলতে শুরু করেছেন। ফলে বিজ্ঞ বক্তাও তখন তার চমৎকার বক্তব্যের স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলেছেন। অপর দিকে আমরা একটু চিন্তা করে দেখি, এই বক্তব্যটির মূল অংশগুলো যদি পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করা যেত, এর সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু ভিডিও ও ছবি দেখানো যেতো এবং প্রয়োজনীয় বস্তুগত জিনিসগুলো অংশগ্রহণকারীগণ হাতে নিয়ে দেখতে পারতেন, তাহলে পরিস্থিতি পুরোপুরি ভিন্ন হতে পারতো। অংশগ্রহণকারীগণ বিরক্তবোধ করতেন না, মূল বিষয়টি সহজেই বুঝতে পারতেন এবং ফলপ্রসু আলোচনায় অংশও নিতে পারতেন। এর মাধ্যমে যে শিখন হত তা তুলনামূলক স্থায়ী হত নিঃসন্দেহে।

একীভূত শ্রেণিকক্ষে উপকরণের ব্যবহার

আমরা একটি বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি এবং এই বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়ার প্রক্রিয়ার একটি মূল উপাদান হল পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায় একীভূত শিক্ষার প্রচলন। একীভূত শিক্ষার প্রাণ হলো ভালো শিক্ষাপোকরণ যা থেকে একটি শ্রেণিকক্ষের সকল শিক্ষার্থী লাভবান হয়। কিন্তু শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক উপকরণ ব্যবহার করলেই যে তা সকল শিক্ষার্থীর শিখনে সহায়ক হবে এমন নাও হতে পারে। যেমন- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী রয়েছে এমন শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রমে যদি একটা পোস্টার ব্যবহার করা হয়, তবে তা অন্য শিক্ষার্থীদের শিখনের জন্য সহায়ক হলেও ঐ শিক্ষার্থীর (দৃষ্টি প্রতিবন্ধী) জন্য সহায়ক নয়। তাই শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ভিন্নতা ও তাদের চাহিদাকে বিবেচনা করা দরকার। শিখন কার্যক্রম যদি এমনভাবে পরিচালনা করা যায়, যাতে শিক্ষার্থীরা একাধিক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করতে পারে, তবে তাদের শিখন অধিক কার্যকর ও স্থায়ী হয়।

ধরা যাক, চতুর্থ শ্রেণির একটি পাঠের বিষয় বাংলাদেশের পাট শিল্প। শিক্ষক একটি পোস্টার পেপারে বাংলাদেশের মানচিত্র এঁকে কোথায় পাট ভালো হয়, বাংলাদেশের কোথায় পাট কল আছে তা চিহ্নিত করেছেন। সাধারণ শিক্ষার্থী ও শ্রেণিতে থাকা শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী শিক্ষাপোকরণটি দেখে স্বাভাবিক ভাবেই খুব খুশি হবে কিন্তু শ্রেণির ক্ষীণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীটি মন খারাপ করে বসে থাকবে। শিক্ষক এবার শিক্ষাপোকরণটি টেবিলের উপর রেখে ক্ষীণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে সামনে এনে তার হাত দুটো উপকরণটির উপর রাখলেন। উপকরণটি ধরে অনুভব করার সুযোগ দেবার কারণে ক্ষীণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীটি এবার খুব খুশি হয়ে উঠল, কেননা শুধুমাত্র কাছ থেকে মানচিত্রটি দেখেও শিক্ষার্থী খুব ভালোভাবে বিষয়টি বুঝতে পারছিল না। শিক্ষক উপকরণটি তৈরির সময় ক্ষীণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুটির কথা মাথায় রেখে মানচিত্রের বর্ডারগুলোতে আঠা দিয়ে ডালের দানা বসিয়েছেন যা অন্যান্য শিক্ষার্থীর নিকট উপকরণটির সৌন্দর্য বর্ধিত করেছে এবং একই সাথে ক্ষীণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় শিখন চাহিদা পূরণ করেছে।

কোনো বিষয় বর্ণনার পাশাপশি এর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ছবি, শব্দ বা ভিডিও ইত্যাদি দেখানো হলে সে বিষয় বোঝা সহজ হয় এবং বেশিক্ষণ মনে থাকে। কারণ আমরা যখন কোনো বিষয় পড়ি বা শুনি তখন আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়ের একটা মাত্র ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার হয়। কিন্তু যখন এর সাথে বিভিন্ন ধরনের ছবি, শব্দ বা ভিডিও যোগ করা হয় তখন একাধিক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার হয়। ফলে সে বিষয়টি সহজে বোঝা যায় এবং মনে রাখাও সহজ হয়। যেমন- শিক্ষার্থীকে যদি ফুলের বিভিন্ন অংশ

সম্পর্কে জানানো জন্য শুধু দেখিয়ে শেখানো হলে ফুল বা এর অংশগুলো সম্পর্কে তার জ্ঞান পরিপূর্ণ হবে না। প্রকৃতপক্ষে ফুলটি স্পর্শ করার প্রয়োজন আছে, তার গন্ধ অনুভবের প্রয়োজন আছে, তার সামনেই ফুলটিকে ব্যবচ্ছেদ করে দেখানোর প্রয়োজন রয়েছে। এভাবে যদি শিক্ষার্থীকে শেখানোর জন্য বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করা যায় তাহলে ফুল ও এর বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে তার পূর্ণ জ্ঞান হবে। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানের জন্য একই সঙ্গে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগাতে পারলে শিখন সার্থক হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মাল্টিসেন্সরি শিখন

মাল্টিসেন্সরি শিখন হল শিখনের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া যেখানে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় সকল ধরনের শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে একাধিক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ এখানে শিক্ষার্থীর শিখন- শেখানো প্রক্রিয়ায় দৃষ্টি (Visual), শ্রবণ (Auditory), স্পর্শ (Tactile), এবং শারীরিক বা হাতে কলমে কাজ (kinesthetic) এর মতো বিভিন্ন শারীরিক সংবেদনশীলতা ও সক্ষমতাকে অন্তর্ভূক্ত করার একটি বিশেষ ধারণা। শিখনের চাহিদা, সার্বিক পরিবেশ ও বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে, বিভিন্ন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে শিখন মাধ্যমের কার্যাকারিতার পরিবর্তন হতে পারে। উদাহরণ স্বরুপ বলা যেতে পারে, প্রথম শ্রেণিতে বর্ণ চেনানো ও লেখা শেখানোর জন্য আমরা সাধারণভাবে যে পদ্ধতি অবলম্বন করি তা হলো- প্রথমেই একটি ছবি দেখাই ও সাথে একটি বাক্য লেখা থাকে। বাক্য থেকে নির্দিষ্ট শব্দ নেই, এরপর শব্দ থেকে বর্ণটিকে আলাদা করি। বর্ণ চেনাই এবং ডট দিয়ে লেখানোর অনুশীলন করানো শুরু করি। এই পুরো প্রক্রিয়াতে দৃষ্টিহীন/ ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থী শুধু শুনতে পাচ্ছে, শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুটি শুনতে পাচ্ছে না, বলতেও পারছে না। বাস্তবে দেখা বা শুনতে না পারার কারণে বিষয়টি আয়ত্ব করতে তাদের কষ্ট হচ্ছে, ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে মন খারাপ করে থাকছে। একটু ভিন্নভাবে চেষ্টা করলেই শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের পুরো পরিবেশই বদলে দিতে পারেন। যেমন- সবাইকে দিয়েই আঙ্গুল দিয়ে শূন্যে লেখানোর চেষ্টা করা, একটি পাত্রে বালি রেখে তাতে আঙ্গুল দিয়ে বর্ণ লেখানোর অনুশীলন করানো অথবা ট্যাকটেইল বোর্ড ব্যবহার করা। এই ধরণের ব্যতিক্রমী অনুশীলন কাজ শ্রেণিকক্ষকে প্রাণবন্ত করে তোলে। এই সমগ্র প্রক্রিয়ায় শুধু বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী নয়, শ্রেণির প্রতিটি শিশুই অন্তর্ভূক্ত হতে পারে

মাল্টিসেন্সরি শিখন কৌশল

বহু ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার শিখনকে অধিকতর স্থায়ী করে। শিখন- শেখানো কাজে মাল্টিসেন্সরি নির্দেশনার ক্ষেত্রে বহু ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার শ্রেণিকক্ষের শিখন পরিবেশই পরিবর্তন করে ফেলে। এই ভিন্নতর কার্যক্রমের উপাদানগুলো হলো- দেখা (Visual), শোনা (Auditory), স্পর্শ (Tactile) ও শারীরিক (হাতে- কলমে) কাজ (Kinesthetic)।
A multisensory approach, “also known as VAKT (visual-auditory-kinesthetic- tactile) implies that students learn best when information is presented in different modalities (Mercer & Mercer, 1993)” (Murphy, 1997, p. 1). The belief is that students learn a new concept best when it is taught using the four modalities.

দেখা (Visual): যেসকল শিক্ষার্থী দেখার মাধ্যমে ভাল শেখে তাদের জন্য এ প্রক্রিয়াটি বেশি কার্যকর। যেমন- শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় ভিডিও, ছবি, ডায়াগ্রাম, চার্ট বা যেকোন ধরণের দৃষ্টিগ্রাহ্য উপকরণ ব্যবহার করা। তবে যেসকল শিক্ষার্থী সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধি, তাদের জন্য এ কৌশল কার্যকর নয়।

শোনা (Auditory): যেসকল শিক্ষার্থী শুনে ভালো শেখে তাদের জন্য এ প্রক্রিয়াটি বেশি কার্যকর। যেমন- বিষয়বস্তু গল্পচ্ছলে বর্ণনা করা। তবে যেসকল শিক্ষার্থী সম্পূর্ণভাবে শ্রবণ প্রতিবন্ধি, তাদের জন্য এ কৌশল কার্যকর নয়।

স্পর্শ (Tactile): যেসকল শিক্ষার্থী বস্তু স্পর্শ করে ভালো শেখে, বস্তুটি সম্পর্কে সার্বিক ধারণা লাভ করে তাদের জন্য এ প্রক্রিয়াটি বেশি কার্যকর। যেমন- ট্যাকটাইল গ্রাফ, ট্যাকটাইল বোর্ডের সাহায্যে বর্ণ, সংখ্যা বা কোনো বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। কিন্তু যে শিক্ষার্থীর শারীরিক প্রতিবন্ধিতা আছে বিশেষ করে দুইটি হাতই অচল, তাদের জন্য এ কৌশল তেমন কার্যকর নয়।

শারীরিক (হাতে- কলমে) কাজ (Kinesthetic): এ প্রক্রিয়াতে শিক্ষার্থী তার নিজের ধারণা মনোপেশিজ কাজের মাধ্যমে অনুশীলন করতে পারে। যেমন- পোস্টার তৈরি করা, স্ক্র্যাপবুক, বোর্ড প্রেজেন্টেশন। এ কাজগুলো শিক্ষার্থীর বয়স এবং শিখন চাহিদার ভিন্নতা অনুযায়ী সবার জন্য উপযোগী করে পরিবর্তন করে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মাল্টিসেন্সরি শিক্ষা উপকরণ:

সাধারণভাবে শ্রেণিকক্ষে যেসব উপকরণ ব্যবহারে একাধিক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার হয় তাকে মাল্টিসেন্সরি উপকরণ বলে। শ্রেণিকক্ষে এধরণের উপকরণের ব্যবহারে যেকোনো ধরনের শিক্ষার্থীর শিখন তুলনামূলকভাবে স্থায়ী হয়, বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য হয়। মাল্টিসেন্সরি উপকরণ এমন উপকরণ যেগুলো দেখা যায়, শোনা যায়, পড়া যায়, স্পর্শ করা যায়, স্বাদ ও ঘ্রাণ নেওয়া যায়।

মাল্টিসেন্সরি শিক্ষা উপকরণের তালিকা-

ক্রমিক নং	উপকরণের ধরণ	বিবরণ ও উদাহরণ
১	দর্শনযোগ্য উপকরণ (Visual aids)	এ ধরনের উপকরণ শিখনের বিষয়স্তুকে দর্শনগ্রাহ্য করে তোলে অর্থাৎ আমরা চোখ দিয়ে দেখতে পাই। যেমন- পোস্টার, ছবি, চার্ট, গ্রাফ, বিভিন্ন মডেল, ম্যাপ, ম্যাগাজিন, জার্নাল, বিভিন্ন প্রকার বোর্ড, পাঠ্যপুস্তক, পত্র-পত্রিকা, প্রজেক্টর, ওভারহেড প্রজেক্টর ইত্যাদি।
২	শ্রবণযোগ্য উপকরণ (Audio aids)	এ ধরনের উপকরণ শিখনের বিষয়স্তুকে শ্রবণযোগ্য করে তোলে অর্থাৎ আমরা কান দিয়ে শুনতে পাই। যেমন- রেডিও, টেপ রেকর্ডার, অডিও ক্যাসেট, সিডি প্লেয়ার, মাইক্রোফোন ইত্যাদি।
৩	শ্রবণ- দর্শণযোগ্য উপকরণ (Audio & visual aids)	এ ধরনের উপকরণ শিখনের বিষয়বস্তুকে একইসাথে শ্রবণ ও দর্শনগ্রাহ্য করে তোলে অর্থাৎ চোখ ও কানের ব্যবহার করে আমরা বুঝতে পারি। যেমন- টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।

৪	স্পর্শযোগ্য উপকরণ (Tactile aids)	এ ধরনের উপকরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা শিখনের বিষয়বস্তুকে স্পর্শ করতে ও অনুভব করতে পারে। যেমন- টেকচার্ট ফ্লাশকার্ড, সেন্সরি বিন, ব্রেইল বই, থ্রিডি মডেল।
৫	স্বাদযোগ্য উপকরণ (Gustetory aids)	এ ধরনের উপকরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা শিখনের বিষয়বস্তুর স্বাদ নিয়ে বিষয়বস্তুটি সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা লাভ করতে পারে। যেমন- মিষ্টি, লবনাক্ত, তিতকুটে, টক সাদযুক্ত জিনিসের স্বাদ নেবার মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভ।
৬	গন্ধযুক্ত উপকরণ (Olfactory aids)	এ ধরনের উপকরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা শিখনের বিষয়বস্তুর গন্ধ নিয়ে বিষয়বস্তুটি সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা লাভ করতে পারে। যেমন- বিভিন্ন ধরনের মাটি, ফুল, ফল, পাতা ইত্যাদি।
৭	শারীরবৃত্তীয় উপকরণ (Kinesthetic aids)	এ ধরনের উপকরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা শিখনের বিষয়বস্তুর ধারণা হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে পেয়ে থাকে। যেমন- ট্যাক্টাইল বা বিভিন্ন ধরণের খেলনা, মানচিত্রে স্থান চিহ্নিত করা, পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত গান, নাটক, বিতর্কের মাধ্যমে প্রকাশ।

মাল্টিসেন্সরি উপকরণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়:

- শিক্ষার্থীর বয়স ও গ্রহণ ক্ষমতা।
- শিক্ষার্থীর বিশেষ চাহিদা বিবেচনা (শারীরিক প্রতিবন্ধী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ইত্যাদি)।
- শিক্ষার্থীর ভিন্নতা বিবেচনা (কেউ ছন্দ পছন্দ করে বা কেউ গল্প শুনতে পছন্দ করে।
- উপকরণ হবে আকর্ষণীয় ও খুব বেশি ব্যয় বহুল হবে না।
- বিষয় সংশ্লিষ্ট ও শিখনফল অর্জনে সহায়ক।
- আশেপাশের বিভিন্ন সহজলভ্য উপাদান, যেমন- কাঠি, বীজ, প্লাস্টিকের বক্স, কৌটা, কাগজের বক্স ইত্যাদি।
- সহজে ব্যবহারযোগ্য হতে হবে এবং এই উপকরণ তৈরি ও সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারেন অভিভাবক ও শিক্ষক।
- কৌতূহল ও চিন্তার উদ্দীপক
- মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীরাও এই উপকরণসমূহ তৈরিতে সহায়তা করতে পারে।
- আকার আয়তন হবে দূর থেকে দর্শনযোগ্য।
- শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে।
- সকল শিক্ষার্থীর ব্যবহার উপযোগী।

মাল্টিসেন্সরি শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজনীয়তা:

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বহুমাত্রিক ও বৈচিত্রপূর্ণ চাহিদা পূরণের জন্য।
- সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য।
- বিষয়বস্তু সহজ ও বোধগম্য করার জন্য।
- সকল ধরনের শিশুর শিখনের প্রতিবন্ধকতা বিবেচনা করে তাদের শিখনে সহায়তা করা জন্য।
- শ্রবণ-দর্শন ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট ও মূর্ত হয়ে ওঠে।
- জটিল বিষয় সহজে উপস্থাপনের জন্য।
- সব শিক্ষার্থীর পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য।
- শিখন অর্জনে সহায়তা করার জন্য।
- শিক্ষার্থীর বহুমাত্রিক বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি করার জন্য।
- শিখনফল দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য।
- চিন্তা ও মনন শক্তির বিকাশের জন্য।
- শিক্ষার্থীর নিজস্ব অভিজ্ঞতার সাথে শিখন কার্যক্রম সমন্বয় সহজ করার জন্য।
- তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য।
- জটিল শব্দ, বাক্য ও ধারণা সঠিকভাবে বুঝতে পারার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য।
- পাঠ উপস্থাপনের সময় কমানোর জন্য।
- একই ধারনা বা দক্ষতা পরিস্থিতি অনুযায়ী ভিন্নভাবে প্রয়োগ করার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য।
- শ্রেণিকক্ষে প্রতিবন্ধকতামূলক আচরণ হ্রাসকরণের জন্য।

মাল্টিসেন্সরি শিক্ষা উপকরণ তৈরি

মাল্টিসেন্সরি উপকরণ সব সময় যে খুব ব্যয়বহুল হবে তা নয়। হাতের কাছের বিভিন্ন উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে উপকরণ প্রস্তুত করা সম্ভব। যেমন- প্রত্যেক শ্রেণিতে হোয়াইট বোর্ড বা কালো বোর্ড স্থাপনের পাশাপাশি একটি ট্যাকটাইল বোর্ডও লাগানো যেতে পারে। বিভিন্ন বীজ বা ডালের দানা দিয়ে এই উপকরণটি তৈরি করা যেতে পারে। কিন্তু এমন অনেক উপকরণ দরকার হয়, যেগুলো আমরা কোথাও থেকে সংগ্রহ করতে পারি না। এর মধ্যে কিছু উপকরণ হয়তো বাজার থেকে কিনে নেয়া যেতে পারে। আমাদের দেশে বিদ্যালয়গুলোর অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করলে উন্নত ও দামি উপকরণাদির কথা চিন্তা করা বিলাসিতা। এ ক্ষেত্রে ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতি বা অন্যান্য উপকরণের অভাব পূরণের জন্য অনেক সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীর সহায়তায় স্বল্পমূল্য বা বিনা মূল্যের কাঁচামাল ব্যবহার করে নিজ হাতে আকর্ষণীয় যন্ত্রপাতি, মডেল, ত্রিমাত্রিক মডেল ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ তৈরি করে নিতে পারেন। এক্ষেত্রে অধিকাংশ কাঁচামাল পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করা যায়, যেমন- গাছের শুকনো পাতা, বিভিন্ন ধরণের বীজ, প্লাস্টিকের বোতলের মুখ, বালি বিদ্যালয় ও পরিবেশের অব্যবহৃত পরিত্যক্ত জিনিসগুলোকে এ ধরনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সহজলভ্য ও হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন কাঁচামাল দিয়ে ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন

উপকরণ তৈরি করা যায়। যেমন- মাটি বা কাগজের মন্ড দিয়ে বিভিন্ন প্রাণী, পর্বত, ফলমূল ইত্যাদি তৈরি করা যায়। কাঠ, বাঁশের কাঠি ইত্যাদি দিয়ে অ্যাবাকাস, পরিমাপের মডেল, যেমন- রুলার, কম্পাস ও জ্যামিতিক আকৃতি তৈরি করা যায়। বোতলের অব্যবহৃত মুখটি গণিতে গণনার কাজে, কর্কের ভেতর সাইন পেন দিয়ে সংখ্যা প্রতীক, ইংরেজি বা বাংলা বর্ণমালা লিখে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। পানীয় পান করার স্ট্র গণনার কাজে, সংখ্যা প্রতীক তৈরির কাজে, জ্যামিতিক আকৃতি তৈরির কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। মানচিত্র, সংখ্যা প্রতীক, বর্ণমালা সংক্রান্ত উপকরণ প্রস্তুতে মসুর ডাল, ধান ইত্যাদি আর্ট পেপারে গাম দিয়ে লাগিয়ে আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা যায়। আর্ট পেপার, পোস্টার পেপার কিংবা পুরনো ক্যালেন্ডারের উল্টো পিঠে অঙ্কন করেও বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করা যায়।

৩য় দিন	শিরোনাম: একীভূত শিক্ষার আলোকে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া	অধিবেশন: ১০

সময়: ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

শিখনফল:

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ:

- প্রচলিত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- একীভূত শিক্ষার আলোকে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলসমূহের ধারণা ব্যখ্যা করতে পারবেন।

উপকরণ: ভিপ কার্ড, পোস্টার পেপার, মার্কার, তথ্যপত্র ইত্যাদি।

পদ্ধতি ও কৌশল: আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ ও অন্যান্য।

কাজ ১: প্রচলিত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারা **সময়: ৩০ মিনিট**

৬. অংশগ্রহণকারীদের নতুন অধিবেশনে স্বাগত জানান এবং শিখনফল জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।
৭. প্রদত্ত লিংকটি ব্যবহার করে ভিডিওটি চালু করুন এবং মাল্টিমিডিয়ার সহায়তায় প্রদর্শন করুন।
৮. ভিডিওটি দেখা শেষ হলে কী দেখানো হয়েছে এ সম্পর্কে অংশহণকারী কয়েকজনের কাছ থেকে শুনুন এবং তাদের কাছে জানতে চান-
   সকল শিক্ষার্থী শ্রেণিকার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পেরেছে কি না?
   শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কী কী দুর্বল দিক রয়েছে?
৯. অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনুন এবং তা আলোচনা করুন।
১০. প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে জানতে চান-
   কী কী প্রচলিত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল আছে ?
   এ সকল কৌশলসমূহের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ কী কী?
১১. কয়েকজনের কাছ থেকে উত্তর শুনে তথ্যপত্রের আলোকে অংশগ্রহণকারীদের এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করুন।

কাজ ২ : একীভূত শিক্ষার আলোকে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারা

সময়: ৬০ মিনিট

৫. অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলুন- সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে শ্রেণিকক্ষে একীভূত শিক্ষার আলোকে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে। আমরা এখন সেই পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ সম্পর্কে জানবো।
৬. শুরুতেই অংশগ্রহণকারীদের এ বিষয়ে কোন ধারণা থাকলে তা তুলে ধরতে বলুন।
৭. অতঃপর ‘সহযোগিতামূলক শিখন’ সম্পর্কে জোড়ায় চিন্তা করতে বলুন। এর জন্য ৩ (তিন) মিনিট সময় দিন।
৮. সহযোগিতামূলক বলতে কী বুঝায়- এ বিষয়ে ২/৩ জোড়ার মতামত এবং এ পদ্ধতির সুবিধা সম্পর্কে অন্য ২/৩ জোড়ার মতামত শুনুন।
৯. তথ্যপত্রের আলোকে আলোচনা করে অংশগ্রহণকারীদের এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দিন।

১০. এবার অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করুন। লটারির মাধ্যমে প্রতিটি দলের জন্য দুইটি করে শিখন কৌশল নির্ধারণ করে দিন এবং এ সম্পর্কিত তথ্যপত্রের ফটোকপি সরবরাহ করুন।

১১. তথ্যপত্রের আলোকে দলে আলোচনা করে প্রতিটি কৌশল শ্রেণিতে কীভাবে বাস্তবায়ন করবে তা এক্টিভিটির মাধ্যমে তুলে ধরার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। এর জন্য ১৫মিনিট সময় দিন।

১২. অতঃপর প্রতিটি দলকে ১৫মিনিট করে সময় দিয়ে যেকোন ২টি দলকে এক্টিভিটির মাধ্যমে তাদের জন্য নির্ধারিত দুইটি কৌশল তুলে ধরতে বলুন।

১৩. প্রদর্শিত এক্টিভিটি যথাযথ না হলে আপনি দেখিয়ে সহায়তা করুন।

১৪. অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলুন পরবর্তী অধিবেশনে বাকী দুইটি দলকে তাদের দলগত কাজ উপস্থাপন করতে হবে।

শিখন প্রতিফলন:

নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে শিখন প্রতিফলন যাচাই করবেন:

ক) প্রচলিত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের অসুবিধাসমূহ কী কী?

খ) শিক্ষক কোন কোন বিষয় বিবেচনা করে সহযোগিতামূলক শিখন কৌশল নির্ধারণ করবেন?

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

তথ্যপত্র	শিরোনাম: একীভূত শিক্ষার আলোকে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া	অধিবেশন: ১০

কাজ ১: প্রচলিত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের ধারণা

১.১ ভিডিও

১.২ শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল

যে কোনো পাঠ পড়াতে হলে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে বিষয়বস্তুটি কী ও কাদেরকে পড়াতে হবে? অর্থাৎ কোন শ্রেণির উপযোগী, পাঠের উদ্দেশ্য কী, কীভাবে পড়াতে হবে, কী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে, কীভাবে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করতে হবে ইত্যাদি। এ সব কিছু চিন্তা করে যখন একজন শিক্ষক প্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে যান তখন তিনি পাঠের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সার্থকভাবে শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। তবে এর জন্য প্রয়োজন হয় নানা রকমের শিক্ষণ পদ্ধতি ও কলাকৌশলের। এসব পদ্ধতি ও কলাকৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষক বিষয়বস্তুর সাথে শিক্ষার্থীর মনের একটি যোগসূত্র ঘটিয়ে তাকে শিখনের কাজে সহায়তা করেন। শিক্ষক জেনে ও না জেনে শ্রেণিকক্ষে বিভিন্নভাবে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করে শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করেন। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে তাঁরা কোনো না কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠ উপস্থাপন করেন। কখনও বই পড়তে দিয়ে, কখনও বক্তৃতা দিয়ে, কখনও প্রশ্নোত্তর ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে, কখনও হাতে কলমে কাজ করিয়ে শ্রেণিতে পাঠ উপস্থাপন করেন। শিখন-শেখানো একটি উদ্দেশ্যমূলক কাজ, যেখানে শিক্ষার্থী কী শিখবে, কিভাবে শিখবে, তাতে শিক্ষকের ভূমিকা কী হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ধারাবাহিক সেই প্রক্রিয়াকেই শিখন-শেখানো পদ্ধতি বলে। যেমন বক্তৃতা পদ্ধতি, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ইত্যাদি।

অপরদিকে শিখন-শেখানো পদ্ধতিকে সার্থকভাবে প্রয়োগের জন্য শিক্ষক বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। যেমন বক্তৃতাকে সার্থক করে তোলার জন্য শিক্ষক মাঝে মাঝে প্রশ্ন করলেন বা নির্দিষ্ট বিষয় প্রদর্শন করার আগে শিক্ষার্থীদেরকে ঐ বিষয়টি ব্রেইন স্টর্মিং করতে বললেন।

পদ্ধতি ও কৌশল একে অপরের সহায়ক। কখনো কখনো পদ্ধতি, কৌশল হিসেবে আবার কখনো কৌশল পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কৌশল পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষক কিভাবে ও কি রীতি অনুসরণ করবেন তাকেই কৌশল বলা যায়। যেমন- নতুন বিষয়টির জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করা, স্পষ্টভাবে সঠিক উচ্চারণে কথা বলা, উপযুক্ত ও কার্যকরী উপকরণের ব্যবহার করা, বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রশ্ন করা, পাঠের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, বিষয়বস্তু অনুযায়ী কণ্ঠস্বরের উঠানামা করা, অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার করা, প্রাসঙ্গিক গল্প বলা, উদাহরণ দেওয়া, ব্যাখ্যা করা, বর্ণনার মধ্যে নাটকীয়তা সৃষ্টি করা। এসবই কৌশলের অন্তর্ভুক্ত। এ কৌশলগুলো শিক্ষণ পদ্ধতিকে কার্যকরী করতে সহায়তা করে। তবে সব কৌশলই যে সব পদ্ধতিকে কার্যকরী করে তা নয়। তাই পাঠের বিষয়বস্তু অনুযায়ী কোন পদ্ধতিতে কোন কৌশল শিক্ষার্থীদের সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করে তাও বিচার করা দরকার। কয়েকটি প্রচলিত শিখন পদ্ধতি ও কৌশল যেমন-

১. বক্তৃতা পদ্ধতি

যে পদ্ধতিতে শিক্ষক নিজেই মৌখিক বিবৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন তাকে বক্তৃতা পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক সক্রিয় বক্তা এবং শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয় শ্রোতা হিসেবে থাকে। শিক্ষকের একমাত্র বিবেচনার বিষয় হলো, নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ শেষ করা। তাই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতা অর্থাৎ তার বয়স, মেধা, আগ্রহ, সামর্থ্য, প্রয়োজনীয়তা এগুলোর কথা কখনও বিবেচনা করেন না। ফলে শিশুরা বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ হারায় ও অমনোযোগী হয়ে পড়ে।

সনাতন পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো বক্তৃতা পদ্ধতি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এখনও বক্তৃতা পদ্ধতি প্রচলিত। আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এ পদ্ধতিতে পাঠদান চলছে। এ পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ে পাঠ শেষ করার তাগিদ বেশি কাজ করে। উচ্চ শ্রেণিতে এ পদ্ধতিটি কার্যকরী হলেও নিম্ন শ্রেণিতে তা কার্যকরী নয়। কারণ শিশুরা এ পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু সহজে আয়ত্ত করতে পারে না।

বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধা:

- এ পদ্ধতির বাস্তবায়নে আর্থিক খরচ নেই বললেই চলে।
- অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক শ্রোতাদের মাঝে অনেক তথ্য পরিবেশন করা যায়।
- শিক্ষার যে কোনো স্তরে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।
- নির্ধারিত সময়ে করা যায়।
- শ্রেণিকক্ষের বাইরেও এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।
- বিষয়বস্তু সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করা যায়।
- অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগেও বক্তৃতা পদ্ধতির প্রয়োজন।
- শ্রোতাদের পূর্বজ্ঞান জেনে নতুন বিষয়ের উপস্থাপন করা যায়।
- বর্ণনামূলক বিষয়ের ক্ষেত্রে বক্তৃতা পদ্ধতি খুবই উপযোগী।

বক্তৃতা পদ্ধতির অসুবিধা:

শিশুদের শিখনে বক্তৃতা পদ্ধতির অনেক অসুবিধা রয়েছে। যেমন-

- বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিশুদের অভিজ্ঞতা নিয়ে কোনো আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর বিনিময়ের সুযোগ নেই।
- এখানে শিশুকে কাজের মধ্যে রেখে শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ নেই। শিশু নীরব শ্রোতা হিসেবে থাকে।
- এ পদ্ধতিতে শিশুর অভিজ্ঞতা, মেধা, চাহিদা, সামর্থ এগুলোর প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয় না।
- বক্তৃতা পদ্ধতি একমুখী হওয়ায় শিশুরা কোনো কিছু না বুঝলে বা তাদের কৌতূহলী মনে কোনো প্রশ্ন থাকলে তা জিজ্ঞেস করার সুযোগ পায় না। এতে বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদের উপযুক্ত ধারণা গড়ে উঠে না, শিখন অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং শিশুদের মৌখিক ও ভাষাবৃত্তীয় দক্ষতা বৃদ্ধি পায় না।
- বক্তৃতা পদ্ধতিতে সকল শিক্ষার্থীর শ্রেণিকার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে না।

২. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

কোনো পাঠের মূল বক্তব্যকে ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করাকে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে আলোচ্য পাঠকে কেন্দ্র করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ছোট ছোট প্রশ্ন করেন এবং শিক্ষার্থীরা সেসব প্রশ্নের উত্তর দেয়। কখনও কখনও শিক্ষার্থীরা নিজেরাও প্রশ্ন করে। এভাবে প্রশ্নের উত্তর শুনে শিক্ষার্থীরা পাঠের মূল বক্তব্য অনুধাবনে সচেষ্ট হয়। কোনো প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীদের জানা না থাকলে শিক্ষক নিজেই সে প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে দেন। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের দিয়ে উত্তরের পুনরাবৃত্তি করিয়ে তাদের শিখন প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে সাহায্য করেন। প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগ করার জন্য শিক্ষক উপকরণ ব্যবহার করায় শিক্ষার্থীদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এ পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকের প্রশ্ন করার দক্ষতা ও কৌশলের উপর। প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এ কারণে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে একঘেয়েমী, বিরক্তি, অমনোযোগিতা এসব বিষয়ের উদ্ভব হওয়ার সুযোগ কম থাকে।

শ্রেণিকক্ষে এ পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগ করতে হলে শিক্ষককে পূর্বপ্রস্তুতি ও সঠিকভাবে পাঠের পূর্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। পাঠের সফল বাস্তবায়নের জন্য কোন পাঠে কী প্রশ্ন করতে হবে, কী কী উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে হবে এ সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পূর্বেই প্রস্তুতি নিতে হয়। প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগ করার জন্য শিক্ষক উপকরণ ব্যবহার করায় শিক্ষার্থীদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

এ পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতি রেখে ধারাবাহিকভাবে প্রশ্ন উপস্থাপন করতে না পারলে পাঠের মূল উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হয় না। এলোমেলো প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের মনে অস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। সঠিকভাবে ও সুচিন্তিতভাবে প্রশ্ন করতে না পারলে মূল বিষয়বস্তু থেকে দূরে সরে অবান্তর বিষয়বস্তুর অবতারণা হতে পারে। এ পদ্ধতিতে উপস্থাপিত প্রশ্ন শিক্ষার্থীর উপযোগী না হলে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ হলে পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও আকর্ষণ কমে যাবে। আবার প্রশ্ন খুব কঠিন বা জটিল হলে সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাবে না কিংবা শিক্ষার্থী বিব্রত বোধ করবে।

৩. প্রদর্শন পদ্ধতি

যে পদ্ধতিতে শিক্ষক পাঠের যে কোনো বিষয়, ঘটনা, তত্ত্ব ও তথ্য বাস্তবে কোনো উপকরণের সাহায্যে বা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করেন এবং মৌখিক বিবৃতির মাধ্যমে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেন তাকে প্রদর্শন পদ্ধতি বলে।

প্রদর্শন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য:

- এ পদ্ধতিটি শিক্ষক কেন্দ্রিক।
- এটি বক্তৃতা পদ্ধতির পরিপুরক পদ্ধতি।
- এ পদ্ধতিতে পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণ ব্যবহার করা হয়।
- শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কাজ করার দক্ষতা সৃষ্টি এ পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের বক্তৃতা শোনার সাথে সাথে প্রদর্শিত বিষয়ের দিকেও মনোযোগ দিতে হয় তাত্ত্বিক বিষয়কে ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হয়।

- এটি বিষয়বস্তু সুপরিকল্পিতভাবে উপস্থাপনের একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি ।

প্রদর্শন পদ্ধতির সুবিধা:

- হাতে-কলমে বা ব্যবহারিক উপায়ে বা কাজের মাধ্যমে শেখার একটি শক্তিশালী পদ্ধতি প্রদর্শন পদ্ধতি।
- পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপন করা হলে শিক্ষার্থীদের স্মৃতিতে স্থায়ীরূপ লাভ করে।
- শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। বাস্তব উপকরণের ব্যবহার হয় বলে বিষয়বস্তু বোঝাতে সহজ হয়।
- শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা বৃদ্ধির সুযোগ থাকে । শিক্ষার্থীদের কৌতূহল ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।
- প্রদর্শন পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করা যায়।
- পাঠ উপস্থাপনে সময় কম লাগে।
- এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার্থীকে অনুসন্ধিৎসু ও সৃজনশীল করে।
- শিক্ষার্থীদের মাঝে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি জন্মে।
- পাঠ্য বিষয়ের ধারণা সুস্পষ্ট হয়।
- শিক্ষার্থীরা পাঠের কোনো কোনো অংশে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করতে পারে।

প্রদর্শন পদ্ধতির অসুবিধা:

- বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী সংবলিত শ্রেণিকক্ষে এ পদ্ধতি উপযোগী নয়। এ পদ্ধতি অনেক সময় কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ।
- এ পদ্ধতি ব্যবহারের অনুকূল পরিবেশ পাওয়া যায় না।
- শিক্ষক অধিক সক্রিয় থাকেন বিধায় এটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি নয়।
- প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ ও যন্ত্রপাতি না হলে পাঠ উপস্থাপন সার্থক হয় না।
- সকল শিক্ষার্থীর দিকে সমান মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না।
- শ্রেণিকক্ষে শুধু মেধাবী শিক্ষার্থীরাই বেশি লাভবান হয়।
- পাঠ্যসূচি সমাপ্ত করতে অনেক সময় লাগে।
- শিক্ষকের প্রস্তুতিতে ব্যাপক সময় ও শ্রমের প্রয়োজন হয়।

৪. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

শিশুরা পরিবেশে অনেক কিছু পর্যবেক্ষণ করে। শিশুদের পঠন পাঠনের কাজে এ পর্যবেক্ষণকে ব্যবহার করলে যে কোনো বস্তু, ঘটনা কিংবা প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তাদের সাধারণ ধারণা গড়ে উঠে। এর উপর ভিত্তি করে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করলে চিন্তনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী নানা বিষয়ে নানা তথ্য আহরণ করে। যেমন- বিদ্যালয় আঙিনা থেকে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নানা রকম পাতা সংগ্রহ করার জন্য বলতে পারেন। বিভিন্ন রকমের পাতার আকৃতি ও রং পর্যবেক্ষণ করে তারা খাতায় লিখবে। তারপর শ্রেণিকক্ষে এসে সকলে মিলে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসবে যে, পাতার আকৃতি লম্বাকৃতি, ডিম্বাকৃতি, গোলাকৃতির ইত্যাদি এবং কোন পাতার রং কী ধরনের। প্রাথমিক পর্যায়ের বাংলা, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি বিষয়গুলোতে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এভাবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিকে কার্যকরী করতে পারলে শিক্ষার্থীরা কর্মতৎপরতার মধ্যে থেকে শিখতে পারে। তবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করলে সময় বেশি লাগে। ফলে অন্যান্য ক্লাশের কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে এবং পূর্ব পরিকল্পনার অভাবে পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে।

৫. পরীক্ষণ পদ্ধতি

যে পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই অথবা শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে কোনো ঘটনা বা সমস্যার পিছনে যে সব কারণ রয়েছে তথ্য সংগ্রহ, পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তা সনাক্ত করে সমস্যার সমাধান বের করতে সচেষ্ট হয় তাকে পরীক্ষণ পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক কোনো তথ্য বা ঘটনাকে সমস্যার আকারে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরেন। শিক্ষার্থীরা নানাভাবে এসব ঘটনা ও সমস্যার কারণ প্রমাণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে বের করে। এখানে শিক্ষার্থী নিজে পরীক্ষা করার সুযোগ পায় তবে তাকে নতুন করে কিছু আবিষ্কার করতে হয় না। আবিষ্কৃত তথ্যগুলো পূর্ব জ্ঞানের মাধ্যমে পরীক্ষা করে যাচাই করা হয় মাত্র। পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়গুলোর জন্য পরীক্ষণ পদ্ধতি খুবই কার্যকরী। যেমন- দিনরাত হওয়ার কারণ কী? বায়ু কী পদার্থ? বায়ুর কি চাপ আছে? বৃষ্টিপাতের কারণ কী? শিক্ষার্থীরা এসব সম্পর্কে পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে ও পরীক্ষণের মাধ্যমে সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে।

এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ করে। ফলে পাঠের প্রতি মনোযোগী থাকে। তবে এ পদ্ধতিতে সময় বেশি লাগে বলে পাঠ্যসূচি সীমিত সময়ের মধ্যে শেষ করা যায় না। এছাড়া আমাদের মত দেশে বিদ্যালয়গুলোতে অনেক সময় পর্যাপ্ত উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ বা ক্রয় করা সম্ভব হয় না বলে পরীক্ষণ পদ্ধতিতে পাঠদান সম্ভব হয় না।

উপরে আলোচিত শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশলগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রেণিপাঠে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেনা। তাই এ সকল পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে পাঠদান করলে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

কাজ ২: একীভূত শিক্ষার আলোকে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের ধারণা

একীভূত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, চাহিদা ও বৈচিত্র্য বিবেচনায় নিয়ে শ্রেণিকার্যক্রমে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। যেমন-

২.১ সহযোগিতামূলক শিখন

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সহায়তায় কখনো এককভাবে, কখনো জোড়ায় আবার কখনো দুইয়ের অধিক শিক্ষার্থী একসাথে দলবদ্ধভাবে পারস্পরিক নির্ভরতায় আলোচনার মাধ্যমে ও কাজের দ্বারা শিখন-শেখানোর প্রক্রিয়াকে সহযোগিতামূলক শিখন বলে। এ প্রক্রিয়ায় অধিক শিক্ষার্থীও শিক্ষকের জন্য বোঝা হয় না বরং সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়। শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ও চাহিদা বিবেচনা করে শিক্ষক সহায়কের ভুমিকা পালন করেন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যোগ করে শিখনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করেন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেরাই পরস্পর থেকে শিখতে পারে বলে তারা স্বতঃস্ফূর্ত থাকে । এর ফলে শিখনে তাদের অংশ গ্রহণের মাত্রা বেড়ে যায়।

১. সহযোগিতামূলক শিখনের সুবিধা

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের কথা বলার পরিমাণ কমে যায় ফলে চাপ কমে।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলেও সবাইকে একসাথে অংশগ্রহণ করানো যায়।
- নিজস্ব অভিজ্ঞতায় শিখতে পারে বলে শিশুদের কাছে শিখন আনন্দদায়ক হয়।
- চাহিদাভিত্তিক যেসব শিক্ষার্থীর একক সহায়তা দরকার শিক্ষক তাদের সহায়তা করতে পারেন।
- শিখনে শিশুদের অংশগ্রহণ বেড়ে যায়।

২. সহযোগিতামূলক শিখন কৌশলের কয়েকটি উপায় যা সর্বোচ্চ শিখনে সহায়তা করে

- ইতিবাচক পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (positive interdependence): সহযোগিতামূলখ শিখন কৌশলে সহপাঠীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাঠে ও শ্রেণিকাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করে ও উৎসাহ দেয়। ফলে তারা একজন আরেকজনের কাছ থেকে শিখতে পারে। এ কৌশলের সাফল্য সকল সদস্যের অংশগ্রহণের উপর নির্ভর করে।
- মুখোমুখি যোগাযোগ (Face to face interaction): এ প্রক্রিয়ায় কাজের সময় শিক্ষার্থীদেরকে এমনভাবে বসাতে হবে যেন পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে সবাই সবাইকে দেখতে পায় এবং সরাসরি কথা বলে এক অপরকে শ্রেণিকাজে সহায়তা করতে পারে।
- একক দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা (Individual accountability): এ প্রক্রিয়ায় শ্রেণিকাজ করার সময় এমন কৌশল নিতে হবে যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী কিছু দায়িত্ব পায় এবং প্রত্যেকে যে কাজ করছে তা নিশ্চিত করা যায়। তার কাজের যেন মূল্যায়ন করা হয় এবং ফলাফল একক ও দলগত সকলেই পায়।
- পারস্পরিক ও ছোট দলে কাজ করার দক্ষতা (Interpersonal and small group skills): এ কৌশলে কাজের সময় বিশ্বাস করতে হবে যে, দলের প্রত্যেকে শিক্ষার্থী নিজের কাজ না করলে এবং একজন আরেকজনকে সহযোগিতা না করলে সমষ্টিগতভাবে সফল হয়না। দলীয় কাজ ভাগ করার ক্ষেত্রে ছোট দলে কাজ করার সময় পারস্পরিক সহযোগিতা, নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা , বিশ্বাস ও দ্বন্দ্ব নিরসন যেন করতে পারে সে বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে।
- দলীয় কাজের সারমর্মকরণ (Group processing): দলীয় কাজের সারমর্মকরণের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজেই নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারে যে, তারা সবাই দলে অংশগ্রহণ করতে পেরেছে। পরবর্তীতে দলের কাজকে সারাংশ করে উপস্থাপন করতে পারবে।

৩. সহযোগিতামূলক শিখনের বিভিন্ন কৌশল

শ্রেণিকাজে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে সহযোগিতামূলক শিখন নিশ্চিত করা যায়। শিক্ষক যে কোন একটি কৌশল বা একাধিক কৌশলের সংমিশ্রণ করতে পারেন । পাঠ পরিকল্পনা করার সময় শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের অবস্থা, শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও চাহিদা বিবেচনা করে কৌশল ঠিক করবেন। সহযোগিতামূলক শিখনের কয়েকটি কৌশল নীচে আলোচনা করা হলো-

❖ **জিগসো (Jigsaw):** এ কৌশলে শিক্ষক গোটা ক্লাসকে কয়েকটি মিশ্র ভাগে ভাগ করে কোন একটি পাঠকে সমপরিমাণ ভাগ করে কাজ দিবেন এবং শিক্ষার্থীরা কাজ শেষে সকল দলের কাজ একত্র করে ফলাফলে পরিণত করবে। যেমন- শ্রেণিকাজে এ কৌশল প্রয়োগের জন্য শিক্ষক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় পাঠটিকে চারটি অনুচ্ছেদে ভাগ করে নিবেন। অতঃপর পাঠদানের সময় শিক্ষক শ্রেণির ছাত্রদেরকে ৪ টি দলে ভাগ করে নিবেন। চারটি দলের প্রত্যেককে চারটি অনুচ্ছেদের একটি করে ভাগ করে দিবেন। দলীয়ভাবে কাজ করে প্রত্যেকটি দল একটি করে অনুচ্ছেদের উপর বিশেষজ্ঞ হবে। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা দল পরিবর্তন করে অন্য দলের সদস্যদের সাথে বসে নিজেরা যেটিতে বিশেষজ্ঞ হয়েছে তা শিখিয়ে আসবে এবং সাথে সাথে অন্য দলের কাছ থেকে শিখে আসবে। নিজ দলে ফিরে শিখে আসা বিষয়টি দলের সদস্যদের সাথে আলোচনা করে তাদেরও শিখতে সহায়তা করবেন। এভাবে ক্লাসের সবাই ৪টি অনুচ্ছেদ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। আর এ কৌশলটিই হচ্ছে জিগসো।

❖ **চার কর্নার (Four corner):** এ পদ্ধতিতে শিক্ষক ক্লাসে কোন একটি বিষয়ের উপর তথ্য, প্রশ্ন বা সমস্যা উত্থাপন করবেন। শিক্ষার্থীরা আলোচনা ছাড়াই প্রশ্নটি নিয়ে চিন্তা করবে। শিক্ষক এ বিষয়ের উপর চার ধরনের মতামত/বিবৃতি/ছবি ক্লাসের ৪টি কর্নারে টানিয়ে দিবেন। শিক্ষক মতামত প্রদানের জন্য কোন কর্নারে কী মতামত/বিবৃতি/ছবি আছে তা বুঝিয়ে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে চিন্তা করে তাদের পছন্দের কর্নারে অবস্থান নিতে বলবেন। তার যুক্তি ঐ কর্নারের অন্যদের সাথে শেয়ার করতে এবং অন্যদের যুক্তি জানাতে বলবেন। তারপর প্রতিটি কর্নার থেকে একজন শিক্ষার্থীকে তাদের অবস্থান সম্পর্কে বলতে বলবেন। এক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যা যেন না হয় শিক্ষক সে বিষয়টি খেয়াল রাখবেন।

❖ **প্লেস ম্যাট (Place Mat):**

- শিক্ষক ক্লাসে কোন একটি বিষয় লিখবেন বা বলবেন। বিষয়টির উপর ভিত্তি করে কাগজে মূল কথা লেখার জন্য ছক করে দিবেন। মূল ছকের চতুর্দিকে পাঠ/বিষয়বস্তু অনুসারে ভাগ করে লেখার জায়গা করে দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে ঐ পাঠটি সম্পর্কে মূল বক্তব্য আলোচনা করে লিপিবদ্ধ করতে বলবেন। দল ভাগ করার ক্ষেত্রে পাঠের কয়টি অংশ আলোচনা

করে মূল ভাব আনা হবে, সে কয়টি দলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভাগ করবেন। যেমন- সুষম খাদ্যের ৫টি উপাদানের জন্য ৫জনের দলে ভাগ করে সুষম খাদ্যের তালিকা তৈরি করতে বলবেন।

- এক্ষেত্রে দলের প্রত্যেক সদস্যকে চিন্তা করে তার বক্তব্য/মূল শব্দ নির্দিষ্ট ঘরে লিখতে হবে।
- সকলের কাজ শেষে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সারসংক্ষেপ করে মাঝের ঘরে লিখবে।
- তারপর প্রতিটি দলকে তাদের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করতে বলবেন।
- পাঠে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীর চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করে সকলের মতাততের ভিত্তিতে সারাংশ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
- সকলের সামনে উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

❖ **গোল টেবিল (Round table):** এটি এমন একটি সহযোগিতামূলক শিখন কৌশল যার মাধ্যমে খুব সহজে অল্প সময়ে অধিক বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে দলীয় কাজের পরিমাণ বাড়িয়ে ক্লাসে শিক্ষার্থীদের লিখিত কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করা যায়। এ জন্য শিক্ষক প্রথমেই প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। অতঃপর এমন একটি প্রশ্ন দিবেন যার এক বা একাধিক উত্তর হতে পারে বা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র থাকতে পারে। যেমন- খাদ্যের উপাদান কত প্রকার ও কী কী? আদর্শ খাদ্যে কী কী উপাদান থাকে? এরপর আলোচনা সময় নির্ধারণ করে দিয়ে লেখার জন্য প্রতি দলকে আলাদা কাগজ দিবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে উত্তর লিখে অন্য সহপাঠীকে দিতে বলবেন। তারপর সব দলকে সারমর্ম লিখে আলাদা উপস্থাপন করতে বলবেন। সাধারণত সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠদানের ক্ষেত্রে যেসব প্রশ্নের উত্তরে একাধিক ক্ষেত্র আসতে পারে সেসব পাঠেই এ কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে।

গ্রন্থপুঞ্জ

Adam, S. (2004). Using Learning Outcomes: A consideration of the nature, role, application and implications for European education of employing learning outcomes at the local, national and international levels. Bologna: United Kingdom.

Brown, R.B. (1994). Refrain the competency debate: Reframing the competency debate: management knowledge and meta-competence in graduate education. Sage journals, 25(2), 289-99. doi.org/10.1177/1350507694252008

Estonia, (2014). Educational policies. [Online] Available: https://splash-db.eu/policydescription/educational-policies-estonia-2014/

Haque, M., Tahmina, S., Sultana, N. & Sultana, N.Z. (197). Principles of Education & Methods of Teaching. CED Programme. Bangladesh Open University. [Online] Available: EDC_1302_Principles_of_Education.pdf

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (২০২২)। বিষয়ভিত্তিক কমিটির জন্য শিখন অভিজ্ঞতা, প্রক্রিয়া ও মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং শিখন-শেখানো সামগ্রী উন্নয়নের নির্দেশিকা।

ডিপিই ও নেপ (২০০৫). পরিমার্জিত ডিপিএড প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) , মডিউল ৩- উপমডিউল ২: শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল

৩য় দিন	শিরোনাম: একীভূত শিক্ষার আলোকে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া	অধিবেশন: ১১

সময়: ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

শিখনফল: চলমান

উপকরণ: ভিপ কার্ড, পোস্টার পেপার, মার্কার, তথ্যপত্র ইত্যাদি।

পদ্ধতি ও কৌশল: আলোচনা, একাকী কাজ, দলগত কাজ ও অন্যান্য।

কাজ ১: একীভূত শিক্ষার আলোকে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারা (অধিবেশন-১০, কাজ ৩ এর বাকী অংশ)। সময়: ৫০ মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।
২. বাকী ২টি দলকে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।
৩. দলীয় কাজ উপস্থাপনার সময় প্রয়োজনে আপনি সহযোগিতা করুন।
৪. এবার চারটি দলের উপস্থাপনা নিয়ে উম্মুক্ত আলোচনা করুন এবং অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা প্রকাশের সূযোগ দিন।
৫. অতঃপর অংশগহণকারীদের মতামত, অভিজ্ঞতা শেয়ারিং ও তথ্যপত্রের আলোকে আলোচনা করে কৌশলসমূহ সম্পর্কে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

কাজ ২: প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য পরিবেশ উপযোগীকরণ কৌশলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারা সময়: ৪০ মিনিট

১. শুরুতেই অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রতিবন্ধিতার ধরণ সম্পর্কে জানতে চান এবং আলোচনা করুন।
২. এবার অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের ৪ টি দলে বসতে বলুন। প্রতিটি দলকে একটি করে প্রতিবন্ধিতার ধরণ নির্দিষ্ট করে দিন। দলীয়ভাবে আলোচনা করে নির্ধারিত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ উপযোগীকরণে কী কী করা যেতে পারে তার তালিকা তৈরি করতে বলুন। এর জন্য ১৫ মিনিট সময় দিন।
৩. নির্ধারিত সময় শেষে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন এবং অন্যদের মতামত নিন।
৪. অতঃপর তথ্যপত্রের আলোকে আলোচনা করে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

শিখন প্রতিফলন:

নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে শিখন প্রতিফলন যাচাই করবেন:

ক) শ্রেণিকক্ষে একীভূত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের প্রয়োগ কীভাবে সকল শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতে ভূমিকা রাখে?

খ) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর পরিবেশ উপযোগীকরণ কৌশল তাদের শিখন নিশ্চিতে কী ধরনের ভূমিকা রাখে।

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষনা করবেন।

তথ্যপত্র	শিরোনাম: একীভূত শিক্ষার আলোকে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া	অধিবেশন: ১১

কাজ ১: একীভূত শিক্ষার আলোকে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের ধারণা (অধিবেশন ১০, কাজ ৩ এর বাকী অংশ)

১.১ সহযোগিতামূলক শিখন

- **একক চিন্তা- জোড়ায় আলোচনা- উপস্থাপন (Think-pair-share):** শিক্ষক প্রথমে কোন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের এককভাবে চিন্তা করতে বলবেন। এরপর শিক্ষার্থীদেরকে বিষয়টি সম্পর্কে জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে আলোচনার বিষয় ঠিক আছে কিনা ও শিক্ষার্থীরা বিষয়টি বুঝতে পারছে কি না তা দেখবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আলোচনার বিষয়টি সবার উদ্দেশ্যে বলতে বলবেন। অতঃপর শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবাই মিলে আলোচনার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন।

- এ কৌশল শিক্ষার্থীর চিন্তার স্তরকে বাড়ানোর মাধ্যমে সৃজনশীল চিন্তা করার শক্তি বৃদ্ধি পায়।

- **সংখ্যা-দল (Numbered Heads Together):** সহযোগিতামূলক শিখন পদ্ধতির এ কৌশল ব্যবহার করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একই বিষয় একসাথে শেখানো যায়। এ কৌশলে শিক্ষার্থীদের দলীয় আলোচনা করানো যায় আবার একক ও দলীয় দুই ধরনের দায়িত্ব দেওয়া যায়। পূনরালোচনামূলক পাঠ দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং পাঠ সমন্বয়ের জন্য এ কৌশলটি সুবিধাজনক। এর মাধ্যমে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরও শ্রেণিপাঠে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। বিশেষ করে পরীক্ষা শুরুর আগে পুনরালোচনা করার জন্য এ কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন-
  - শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের ৫জন করে দলে ভাগ করে প্রত্যেক সদস্যকে ১-৫ সংখ্যায় নাম দিবেন।
  - নির্দিষ্ট পাঠের উপর শিক্ষক একটি প্রশ্ন করবেন বা সমস্যা সমাধান করতে দিবেন।
  - শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন বা সমস্যাটি নিয়ে চিন্তা করতে বলবেন। এরপর উত্তরটি নিয়ে দলে আলোচনা করতে বলবেন। উত্তরটি নিয়ে দলে এমনভাবে আলোচনা করতে বলবেন যেন দলের প্রত্যেক সদস্য উত্তরটি জানতে পারে এবং জিজ্ঞেস করলে বলতে পারে। এ জন্য শিক্ষক সময় নির্ধারণ করে দিবেন।
  - নির্ধারিত সময় শেষে শিক্ষক ইচ্ছামত একটি সংখ্যা বলবেন এবং প্রতিটি দলের ঐ সংখ্যাধারী শিক্ষার্থীদের হাত তুলতে বলবেন। সেখান থেকে যে কাউকে উত্তরটি দিতে বলবেন। উত্তরের শেষে ঐ সংখ্যাধারী অন্যান্য দলের সদস্যদের কিছু যোগ করার থাকলে তা করতে বলবেন।
  - পরবর্তীতে একই প্রক্রিয়ায় শিক্ষক পুনরায় প্রশ্ন করে পাঠের পুনরালোচনা ও মূল্যায়ন করতে পারবেন।

- **অনিয়ন রিং (Onion ring):** অনিয়ন রিং হলো সহযোগিতামূলক শিখন- শেখানো কৌশল যাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নির্দেশনায় দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে একটি আভ্যন্তরীন ও বহির্মুখি বৃত্ত তৈরি করে। এটিকে আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক বৃত্তও বলা হয়। এটি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসের সাথে যোগাযোগ করতে, নতুন শব্দভান্ডার অনুশীলন করতে, বছরের শুরুতে নিজেদের পরস্পর পরিচয় করিয়ে দিতে সাহায্য করে।
  - প্রথমেই শিক্ষক গোটা ক্লাসকে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে একজন শিক্ষার্থী অন্য একজনের পরস্পর মুখোমুখি হয়ে একটি অন্তর্মুখী ও বহির্মুখি বৃত্ত তৈরি করতে বলবেন।
  - একটি পাঠকে দুটি অংশে ভাগ করে একটি দলকে একাংশ এবং আরেকটি দলকে পাঠের আরেক অংশ দিবেন। দলগুলোকে নিজেদের মধ্যে আলোচনার সময় দিবেন।

- দলগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনার পর আভ্যন্তরীন দলের সদস্যরা বহির্মূখি দলের সদস্যদের সাথে এবং পরবর্তীতে বহির্মুখী দলের সদস্যরা অভ্যন্তরীন দলের সদস্যদের সাথে শেয়ার করবেন।
- মাঝে মাঝে দলগুলোর ভিতরে শিক্ষার্থীরা জায়গা বদল করে নিবেন যাতে প্রায় সকল শিক্ষার্থীই সকলের সাথে শেয়ার করার সুযোগ পায়।

❖ ভূমিকাভিনয় (Role play):

শিখন-শেখানোর উদ্দেশ্যে অভিনয়ের মাধ্যমে কোন পাঠ্যবিষয় উপস্থাপনের প্রক্রিয়াই হলো ভূমিকাভিনয় কৌশল। শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিখন শেখানো কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যে সকল পদ্ধতি/কৌশল ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেসবের পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম হলো ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি বা রোল প্লে (Role-play)। ভূমিকাভিনয় এমন একটি শিক্ষাদান পদ্ধতি যেখানে শিক্ষক বাস্তবভিত্তিক এবং জীবন সম্পৃক্ত কোন বিষয় নির্বাচন করবেন। যা দুই বা ততোধিক শিক্ষার্থী অভিনয়ের মাধ্যমে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। এ পদ্ধতি কোন বিষয় বাস্তবতার নিরিখে আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী। এতে শিক্ষার্থীদের সমস্যা চিহ্নিত ও সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

কার্যকর ভূমিকাভিনয়ে শিক্ষকের করণীয়:

- ভূমিকাভিনয়ের উপযোগী বিষয়বস্তু নির্বাচন;
- চরিত্র সুস্পষ্ট করতে দৃশ্যপট বা কাহিনী চিত্রায়ন;
- অভিনয় পরিচালনা;
- ফলাবর্তন প্রদান (শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে);
- মূল শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীর নিকট থেকে আদায়।

ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির সুবিধা:

- বিষয়বস্তু সহজে এবং স্বল্প সময়ে বাস্তবভিত্তিকভাবে উপস্থাপন করা যায়।
- সকল শিক্ষার্থীর মাঝে বাস্তব ও জীবন সম্পৃক্ত বিষয় পর্যবেক্ষণের অনুভূতি সৃষ্টি হয়।
- সহজেই অংশগ্রহণকারীরা বিষয়বস্তুর প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়।
- শিক্ষার্থীদের মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্মানবোধ সৃষ্টি হয়।
- সকল শিক্ষার্থী দ্বারা ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি পরিচালনা করা যায়।

ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির অসুবিধা:

- অভিনয়ে দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, সকল শিক্ষকের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য নয়।
- অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়।
- সঠিক উপস্থাপনা না হলে এবং সঠিক নির্দেশনার অভাব হলে ফলাফল প্রত্যাশিত নাও হতে পারে।

কাজ ২: প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়/শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ও শিখন উপযোগীকরণ কৌশলের ধারণা

❖ আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বিদ্যালয়/শ্রেণিকক্ষ উপযোগীকরণ কৌশলসমূহ হতে পারে:

- তারা যে চোখে কম দেখে সেটা মেনে নিতে উৎসাহিত করা।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বিপদজনক হতে পারে এমন কাজ করতে উৎসাহিত না করা।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সংগে চেচিয়ে বা উচ্চস্বরে কথা না বলা।
- শ্রেণিকক্ষের মেঝেতে কার্পেট, মাদুর, পাটি, চট ইত্যাদি ব্যবহার করলে উজ্জ্বল রংয়ের হওয়া উচিত এবং মেঝে, দেয়াল ও আসবাবপত্রের রং থেকে ভিন্ন রংয়ের হওয়া উচিত।
- শ্রেণিকক্ষে গাঢ় রং এর চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, টুল ইত্যাদির জন্য উজ্জ্বল রং এর কভার ব্যবহার করা যেতে পারে।
- সামনের সারিতে বসতে দেওয়া।
- শ্রেণিকক্ষে তার প্রয়োজনমত আলোর ব্যবস্থা করা বা জানালার কাছকাছি বসতে দেওয়া।
- ব্ল্যাকবোর্ডের উপর পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা। বোর্ডটি যেন গাঢ় কালো থাকে এবং অধিক চকচকে ভাব না থাকে তা নিশ্চিত করা।
- ব্ল্যাকবোর্ডে কোন কিছু লেখার ক্ষেত্রে ভালোভাবে পরিস্কার করে লাইনগুলো ফাঁকা করে লেখা।
- বোর্ডে কোন কিছু লেখার সময় আংশিক দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের দেখার সুবিধার জন্য বড় করে লেখা ও একই সাথে মুখে উচ্চারণ করা।
- ব্ল্যাকবোর্ড ও চকের মধ্যে উজ্জ্বল বৈসাদৃশ্য বজায় রাখা।
- কোন বিষয়ের ছবি দেখানোর ক্ষেত্রে লো-ভিশন শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী সেগুলো বড় করে আঁকা এবং উজ্জ্বল রং ও রঙের ছবি ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- দূরে থেকে বোর্ডের লেখা পড়তে না পারলে প্রয়োজনে শিক্ষার্থীকে বোর্ডের কাছে নিয়ে পড়ার সুযোগ করে দেওয়া।
- জটিল ও দুরোব্য ছবি/চিত্র বুঝানোর প্রয়োজনে বাস্তব/অর্ধবাস্তব উপকরণ ব্যবহার করা।
- মোটা দাগযুক্ত ও গাঢ় কালির কলম/পেন্সিল ব্যবহার করতে দেওয়া।
- বড় অক্ষরের ছাপা বইয়ের ব্যবস্থা করা।
- উজ্জ্বল ও মোটা দাগের লাইন টানা খাতা ব্যবহার করতে দেওয়া।
- বইয়ের ভেতরে হালকা ও ঝাপসা কালির লেখা বা ছবি থাকলে তা গাঢ় হাইলাইটস দিয়ে উজ্জ্বল ও গাঢ় করে দেওয়া।
- বড় ও উজ্জ্বল রঙের ছবির কার্ড তৈরি করে নেওয়া যা প্রয়োজনে আংশিক দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা চোখের কাছে নিয়ে দেখতে পারে।

❖ সম্পূর্ণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বিদ্যালয়/শ্রেণিকক্ষ উপযোগীকরণ কৌশলসমূহ হতে পারে:

- সামনের দিকের সারিতে বসতে দেওয়া।
- পড়া দেওয়া ও নেওয়ার ক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব দেওয়া।
- কোন বিষয়ে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে তার নাম ধরে ডাকা।
- তাদের ক্ষেত্রে ইশারা/ইঙ্গিত ব্যবহার না করা।

- ব্ল্যাকবোর্ডে কোন কিছু লেখার সময় একই সাথে মুখে উচ্চারণ করা।
- চক্ষুস্মান শিক্ষার্থীদের জন্য কোন ছবি/চিত্র দেখানোর ক্ষেত্রে সম্ভব হলে বাস্তব বা মডেল দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে আলোচ্য বিষয়ের উপর সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া।
- বিভিন্ন পরিবেশ/অবস্থার পার্থক্য বুঝানোর জন্য সম্ভব হলে বাস্তব পরিবেশে নিয়ে যাওয়া অথবা অনুরুপ কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে সে বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া।
- কোন বিষয় শেখানোর ক্ষেত্রে তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।
- একটি ধাপ/বিষয় পুরোপুরি আয়ত্বে না আসা অবধি নতুন ধাপ/বিষয়ে শেখানো বন্ধ রাখা।
- জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়ে একটু বেশি সময় নিয়ে প্রয়োজনে বারবার বুঝিয়ে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় স্পর্শযোগ্য হলে তার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া।
- শিক্ষার্থী যদি ব্রেইল পদ্ধতি ব্যবহার করে সেক্ষেত্রে কোন বিষয় লেখা ও পড়ার জন্য কিছুটা সময় বেশি দেওয়া।
- একাধিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে একসাথে না বসিয়ে চক্ষুস্মান সহপাঠীদের সঙ্গে মিলেমিশে বসানো।
- পাঠদান চলাকালীন সময়ে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী যাতে অস্পষ্ট বিষয়ে সহপাঠীর মাধ্যমে জানতে পারে তার অনুমতি থাকা ও অন্যান্য সহপাঠীদের বুঝিয়ে দেওয়া এবং উৎসাহিত করা।
- পাঠদান ও গ্রহণ সকলের ন্যায় সন্তোষজনক না হলেও বিরুপ মন্তব্য না করা এবং অংশগ্রহণের জন্য প্রশংসা করা।
- এ ধরনের শিক্ষার্থী মনে কষ্ট পায় বা তাদের ক্ষেত্রে ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ বোধক কোন গল্প, অভিজ্ঞতা, কৌতুক ইত্যাদি বলা/উপস্থাপন হতে বিরত থাকা।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর চলাচলের সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্র ক্লাস শুরুর পূর্বেই সারিবদ্ধভাবে গুছিয়ে রাখা।
- শ্রেণিকক্ষের আকার/আয়তন সম্পর্কে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্পর্শের মাধ্যমে নিখুঁত ধারণা দেওয়া এবং শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্রের স্থান তাদের না জানিয়ে পরিবর্তন করা যাবেনা এবং পরিবর্তন করলে পুনরায় তাদেরকে পূর্বের ন্যায় ধারণা দেওয়া।
- শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্রের কর্নারগুলো যেন সূঁচালো না হয় এবং এ থেকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী যেন আঘাত না পায় তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- বিদ্যালয়/শ্রেণিকক্ষের আশেপাশে উচু-নিচু স্থানসমূহ বেড়া/ রেলিং দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া।
- তাদের প্রতি রক্ষণশীল মনোভাব পরিহার করে বিদ্যালয়/ শ্রেণিকক্ষের সকল শিক্ষণীয় কর্মকান্ডে দক্ষতা অনুযায়ী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর পরিবারের সদস্যদের তাদের লেখাপড়ার অগ্রগতি/অবনতি সম্পর্কে নিয়মিত অবহিত করা ও এক্ষেত্রে তাদের সম্পৃক্ত করা।
- তাদের বাড়ির কাজ দেওয়া ও অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য ডায়েরি ব্যবহার করা যেতে পারে।
- সকলের ন্যায় তাদের সঙ্গে স্বাভাবিক স্বরে কথা বলা।
- বৈদ্যুতিক তার ও সুইচবোর্ড দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর নাগালের বাইরে স্থাপন করা।

❖ বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়/শ্রেণিকক্ষ উপযোগীকরণ কৌশল হতে পারে

- বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সামনের দিকের সারিতে বসতে দেয়া। এক্ষেত্রে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অবশ্যই সামনের সারিতে বসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যাতে শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করে নিরাপদ দূরত্বে থেকে শিক্ষক ও অন্যদের কথা সহজে বুঝতে পারে।
- শ্রেণিকক্ষের বাইরে থেকে আসা শব্দ কমানোর জন্য দরজা জানালায় ভারি পর্দা ব্যবহার করা বা কৃত্রিম আলো বাতাসের ব্যবস্থা করে দরজা জানালা বন্ধ রাখা যেতে পারে।
- শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্র নড়াচড়ার সময় যেন ভারি কোন শব্দ না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য সেজন্য এগুলোর পায়ের তলায় নরম রাবার জাতীয় কিছু লাগিয়ে দেয়া বা শ্রেণিকক্ষে ম্যাট বিছিয়ে তার উপর আসবাবপত্র রাখা যেতে পারে।
- শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী শিক্ষকের মুখমন্ডল স্পষ্টভাবে দেখতে পারে।
- কথা বলার সময় শিক্ষকের ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ভাল বুঝতে পারে। এক্ষত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে শিক্ষক যেন মুখ ঢেকে বা মুখ ঘুরিয়ে কথা না বলেন।
- শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলার আগে তা মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। তাহলে জানতে পারবে শিক্ষক তার সাথে কথা বলছেন।
- মুখমন্ডলের অভিব্যক্তি এবং স্বাভাবিক অঙ্গাভঙ্গী ব্যবহার করতে হবে।
- শিক্ষককে পরিস্কার ও স্বাভাবিক গতিতে কথা বলতে হবে এবং শব্দের প্রতিধ্বনি যেন না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- দলীয় আলোচনার সময় বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা যেন বুঝতে পারে সে বিষয়টি খেয়াল রাখা।
- যেহেতু কথা বুঝাতে এবং অন্যের কথা বুঝতে অসুবিধা হয় সেজন্য এধরনের শিক্ষার্থীর জন্য শ্রেণিকক্ষে একটু বেশি সময় ও বাড়তি মনোযোগ দিতে হয়।
- শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর সঙ্গে সাবলীল স্বরে সরলীকরণ করে কথাবর্তা বলা এবং প্রয়োজন হলে লিখে অথবা ছবি এঁকে দেখানো যেতে পারে।
- বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপযোগী সহপাঠ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- বাড়ির কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে ডাযেরিতে লিখে দেয়া যাতে তাদের অভিভাবকগণ বাড়ির কাজ সম্পন্ন করতে সহায়তা করতে পারে।
- বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শ্রবণ ও দর্শনযোগ্য উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠদান নিশ্চিত করা।
- পাঠদানের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। কোন ধাপ বাদ দিলে এ ধরনের শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিষয়ে মনোযোগ হারিয়ে ফেলতে পারে।
- এ ধরনের শিক্ষার্থীকে তুলনামূলক শান্ত ও সহায়তাদানে ইচ্ছুক সহপাঠীদের সাথে বসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা যাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এরূপ পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা করা। যেমন-মৌখিক পরীক্ষা লিখিতভাবে নেয়া অথবা হাতের কাজ অথবা বাড়ির কাজ দেয়া।

❖ বুদ্ধি ও বহুবিধ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়/শ্রেণিকক্ষ উপযোগীকরণ কৌশল হতে পারে

- বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিগত সীমাবদ্ধতা ও তাদের আচরণের ধরন সম্পর্কে শিক্ষকদের সচেতন থাকা ও সহপাঠীদের সচেতন করা।
- এদের কথাবার্তা উচ্চারণ নিয়ে শিক্ষক ও সহপাঠীরা যেন ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ না করে সে বিষয়ে সকলকে সচেতন করা।
- সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করে এমন শিক্ষার্থী থাকলে তার চলাচলের সুবিধার জন্য শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্র সারিবদ্ধভাবে রাখা ও চলাচলের পথ প্রশস্ত রাখা।
- এ ধরনের শিক্ষার্থীকে সামনের সারিতে বসাতে হবে এবং অন্য শিক্ষার্থীরা যেন বিরক্ত না করে সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন করতে হবে।
- একটু বেশি বয়সের অর্থাৎ কিশোরী বয়সের মেয়েদের ছেলেদের পাশে বা ছেলেদেরকে মেয়েদের পাশে বা কাছাকাছি না বসিয়ে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে বসার ব্যবস্থা করা।
- বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য জীবনভিত্তিক দৈনন্দিন কর্মকান্ড বিষয়ক পাঠদান ও বিষয়বস্তু নির্বাচন করা যেতে পারে।
- এ ধরনের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে আগ্রহী ও উৎসাহী বন্ধুদের সঙ্গে বসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- তাকে পড়াশুনায় ভালো এমন একজন শিক্ষার্থীর পাশে বসানো যেতে পারে; যাদের বিশেষ বন্ধু হিসেবে অভিহিত করা যায়। বছর শেষে ঐ বন্ধুকে পুরস্কৃত করা যেতে পারে।
- বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ ও কথাবার্তা বলার সময় একই বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের সমার্থক শব্দ বলা উচিত নয়।
- শ্রেণিকক্ষে এ ধরনের শিক্ষার্থীর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করে আস্তে আস্তে কথা বলা।
- পাঠদানে সময় সম্ভব হলে তাদেরকে ছবির পরিবর্তে বাস্তব উপকরণ যেমন- ফল, গাড়ি ইত্যাদি দেখানো।
- তাদেরকে জটিল প্রশ্ন না করা ও উত্তরের জন্য বেশি সময় দেয়া।
- শেখার জন্য তাদেরকে পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করা।
- শিখনের প্রতিটি সফলতার জন্য মূল্যায়ন করা যথায়থভাবে তা রেকর্ড করা।
- অন্যান্য শিক্ষার্থীর তুলনায় তাকে বাড়ির কাজ কম দেয়া।
- পড়ালেখা দেয়া নেয়ার ক্ষেত্রে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি না করা বা বাধ্য না করা।

❖ শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য করণীয়

একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থায় শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর তুলনায় কম শ্রম ও স্বল্প পরিমাণ সহায়তার মাধ্যমে একীভুতকরণ সম্ভব। এক্ষেত্রে তাদের সম্ভাব্য চাহিদা ও প্রয়োজন হতে পারে-

- সমস্যা অনুযায়ী সহায়ক উপকরণ প্রাপ্তি নিশিচত করা।
- উপকরণ ব্যবহার করে বিদ্যালয়ে গমন পথ উপযোগী করে তৈরি করা।
- শ্রেণিকক্ষ/বিদ্যালয় ভবন, বিদ্যালয়ের মাঠ, টয়লেট, টিউবওয়েল ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করা (দরজা প্রশস্থ করা, টয়লেট ও টিউবওয়েলে প্রবেশের জন্য প্রশস্ত র‍্যাম্প তৈরি করা ইত্যাদি)
- সম্ভব হলে শিক্ষার্থীর বাড়ির কাছাকাছি বিদ্যালয়ে ভর্তি করা।

- শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে পরিবার ও সহপাঠীদের স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা দানের মনোভাব সৃষ্টি করা। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের বাড়ি কাছাকাছি হলে শিক্ষক নিজেও সহায়তা করতে পারেন।
- বিদ্যালয়ে খেলাধুলা ও সহপাঠ কার্যক্রম নির্বাচনের ক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর সমস্যার ধরণ ও মাত্রা অনুযায়ী খেলাধুলা ও কার্যক্রম নির্বাচন করা যাতে স্বাভাবিক শিশুদের সঙ্গে তারাও সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে।
- শারীরিক প্রতিবন্ধিতার চাহিদা বিবেচনা করে তার উপযুক্ত স্থানে বসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে সাধারণ বেঞ্চ, চেয়ারের পরিবর্তে তার উপযোগী বিশেষ চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনমূলক শিক্ষণ কার্যক্রমে প্রয়োজনে শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য নমনীয় মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা। যেমন- অন্য শিক্ষার্থী বোর্ডে গিয়ে লিখবে বা আঁকবে, একই কাজ সে তার সেলেটে বা খাতায় সম্পন্ন করে প্রদর্শনের সূযোগ পাবে।
- হাতের লেখা বা ছবি আকার ক্ষেত্রে যদি সূক্ষ্মভাবে কাজটি করতে সমস্যা হয় অর্থাৎ দ্রুত করতে না পারে বা কলম পেন্সিল ধরতে সমস্যা হয় সে ক্ষেত্রে তাকে কম কাজ দেওয়া বা সময় বাড়িয়ে দেওয়া এবং কলম, পেন্সিল ধরার উপযোগী করে দেওয়া।।
- সম্ভব হলে শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে দরজার কাছকাছি এবং দেয়াল বা বেড়ার সাইডে বসার সূযোগ দেওয়া। যাতে অন্য শিক্ষার্থীদের যাতায়াত পথে বাধার সৃষ্টি না হয় এবং শিক্ষার্থী তার সহায়ক উপকরণ নিরাপদ স্থানে রাখতে পারে।
- সহায়ক উপকরণ ব্যবহারকারী শিক্ষার্থী আছে এমন শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্রগুলো সারিবদ্ধভাবে থাকবে এবং চলাচলের পথ প্রশস্ত থাকবে যাতে শিক্ষার্থী তার সহায়ক উপকরণ নিয়ে সহজেই চলাচল করতে পারে।

❖ অটিস্টিক শিক্ষার্থীকে শেখানোর নির্দেশনা বা নিয়ম যা অনুসরণীয়:

- শিশুকে সহজভাবে গ্রহণ করা বা শিশুর বর্তমান অবস্থা মেনে ধৈর্যশীল, আন্তরিক এবং নিরপেক্ষ হওয়া;
- শিশুকে জানা এবং তার সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করা;
- সঠিক বিষয়/লক্ষ্য নির্ধারণ;
- শিশুর উপযোগী নিরিবিলি পরিবেশ তৈরি করা;
- সঠিক উপকরণ আগে থেকে গুছিয়ে রাখা;
- যা করতে চাই তা শিশুকে বলা;
- সহজ ভাষায় সহজ করে নির্দেশনা দেয়া;
- শিশুকে বুঝতে, বোঝাতে, কাজ করতে এবং করাতে সময় দেয়া এবং নেয়া;
- কাজ করে না দিয়ে কাজ করতে সহায়তা করা;
- শেখানোর জন্য এমন বিষয় বাছাই করা যাতে শিক্ষার্থী সেটা করতে সক্ষম বা সফল হয়;
- একই সাথে একাধিক বিষয় না শেখানো;
- শেখানোর সময় তাকে মৌখিকভাবে এবং সমর্থনসূচক আচরণের মাধ্যমে উৎসাহ দান;
- শিশু কাজটি করতে বা শিখতে পারলে তাকে পুরস্কার দেওয়া;
- শিশুর ভুল কাজ ও অযৌক্তিক আচরণকে অনুমোদন না দেওয়া;
- শেখানোর সময় শিশুর আগ্রহ ও পছন্দকে গুরুত্ব দেওয়া;

- ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা;
- অন্যের বিরূপ সমালোচনা ও আচরণ থেকে শিশুকে রক্ষা করতে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান;
- শিশুর অগ্রগতি বা অবস্থা ডায়েরিতে সাপ্তাহিকভাবে লিখে রাখা।

গ্রন্থপুঞ্জ

Dale, E. (1969). Audio-Visual Methods in Teaching (3rd ed., p. 108). Holt, Rinehart & Winston, New York: Dryden Press. [Online Available]: https://www.researchgate.net/figure/283011989_fig1_Figure-2-Edgar-Dale-Audio-Visual-Methods-in-Teaching-3rd-Edition-Holt-Rinehart-and

Gardner, H. (1983). Frames of Mind: A Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books. [Online Available]: https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2633225

Hornby, G. (2015). Effective Teaching Strategies for Inclusive Special Education. Inclusive Special Education (pp.61-82) DOI:10.1007/978-1-4939-1483-8_4

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (২০২২)। বিষয়ভিত্তিক কমিটির জন্য শিখন অভিজ্ঞতা, প্রক্রিয়া ও মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং শিখন-শেখানো সামগ্রী উন্নয়নের নির্দেশিকা।

ডিপিই ও নেপ (২০০৫). পরিমার্জিত ডিপিএড প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) , মডিউল ৩- উপমডিউল ২: শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল

৪র্থ দিন	একীভূত শিখন শেখানো অনুশীলন ও ফলাবর্তন	অধিবেশন ১২

সময়: ১:৩০ মিনিট

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা

১. একীভূত শিখন শেখানো পদ্ধতি অনুশীলন করতে পারবেন;

২. একীভূত শিখন শেখানো পদ্ধতির অনুশীলন পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করতে পারবেন।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক/ শিক্ষক সহায়িকার অংশবিশেষ, মার্কার, পোস্টার, তথ্যপত্র ইত্যাদি।

পদ্ধতি ও কৌশল: আলোচনা, ডেমো ক্লাস উপস্থাপন, বিশ্লেষণ ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

কাজ ১: একীভূত শিখন শেখানো পদ্ধতির অনুশীলন করা সময়: ৯০ মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীগন শিখন শেখানো কৌশল ও উপকরণ ব্যবহার করে পূর্ব প্রস্তুতি সহকারে পাঠ প্রদান করবেন।

২. প্রতিটি পাঠ উপস্থাপনের জন্য ৩০ মিনিট করে সময় বরাদ্ধ থাকবে। ৩০ মিনিটের মধ্যে পাঠ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণার্থী একটি পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন।

৩. প্রশিক্ষনার্থীদের মধ্য হতে ২জনকে আগের কর্মদিবসে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের ১টি করে মোট ২টি পাঠ নির্ধারণ করে দেবেন।

৪. নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থী যখন ডেমো ক্লাস পরিচালনা করবেন তখন অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীগণ শিক্ষার্থীর ভূমিকা পালন করবেন।

৫. দুইজন অংশগ্রহণকারী তথ্যপত্রে সংযুক্ত পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট অনুযায়ী পাঠ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং চেকলিস্ট পূরণ করবেন।

৬. পাঠ উপস্থাপন শেষ হলে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট অনুযায়ী পাঠের উপর মতামত দিতে বলবেন।

৭. প্রত্যেকের মতামতের সারসংক্ষেপ টেনে প্রশিক্ষণ সহায়ক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

৪র্থ দিন	একীভূত শিখন শেখানো অনুশীলন ও ফলাবর্তন (চলমান)	অধিবেশন ১৩

সময়: ১:৩০ মিনিট

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

১. একীভূত শিখন শেখানো পদ্ধতি অনুশীলন করতে পারবেন;

২. একীভূত শিখন শেখানো পদ্ধতির অনুশীলন পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করতে পারবেন।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক/ শিক্ষক সহায়িকার অংশবিশেষ, মার্কার, পোস্টার, তথ্যপত্র ইত্যাদি।

পদ্ধতি ও কৌশল: ডেমো ক্লাস উপস্থাপন, বিশ্লেষণ ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

কাজ ১: একীভূত শিখন শেখানো পদ্ধতির অনুশীলন করা সময় ৯০ মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীগন শিখন শেখানো কৌশল ও উপকরণ ব্যবহার করে পূর্ব প্রস্তুতি সহকারে পাঠ প্রদান করবেন।

২. প্রতিটি পাঠ উপস্থাপনের জন্য ৩০ মিনিট করে সময় বরাদ্ধ থাকবে। ৩০ মিনিটের মধ্যে পাঠ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণার্থী একটি পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন।

৩. প্রশিক্ষনার্থীদের মধ্য হতে ৩জনকে আগের কর্মদিবসে গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এবং বিজ্ঞান বিষয়ের ১টি করে মোট ৩টি পাঠ নির্ধারণ করে দেবেন।

৪. নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থী যখন ডেমো ক্লাস পরিচালনা করবেন তখন অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীগণ শিক্ষার্থীর ভূমিকা পালন করবেন।

৫. তিনজন অংশগ্রহণকারী তথ্যপত্রে সংযুক্ত পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট অনুযায়ী পাঠ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং চেকলিস্ট পূরণ করবেন।

৬. পাঠ উপস্থাপন শেষ হলে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট অনুযায়ী পাঠের উপর মতামত দিতে বলবেন।

৭. প্রত্যেকের মতামতের সারসংক্ষেপ টেনে প্রশিক্ষণ সহায়ক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

তথ্যপত্র	একীভূত শিখন শেখানো অনুশীলন ও ফলাবর্তন	অধিবেশন: ১২ ও ১৩

পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট:

শ্রেণি:		বিষয়:			
পাঠের শিরোনাম:		শিক্ষকের নাম:			
ক্রমিক	মূল্যায়ন সূচক	হ্যাঁ	না	মোটামুটি	পর্যালোচনামূলক মতামত
১	শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর বৈচিত্রপূর্ণ চাহিদা যেমন প্রতিবন্ধিতা, দারিদ্রতা, সামাজিক-অর্থৈতিক ভিন্নতা ইত্যাদি বিবেচনা করে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে কিনা?				
২	পাঠ পরিকল্পনার সাথে পাঠ উপস্থাপনার মিল ছিল কিনা?				
৩	শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা যথাযথ ছিল কিনা?				
৪	ব্যবহৃত উপকরণসমূহ একীভূত শিখন শেখানো কার্যক্রমের জন্য যথাযথ ছিল কিনা?				
৫	একক কাজ/ জোড়ায় কাজ/ দলগত কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী নির্বাচনে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে কিনা?				
৬	একক কাজ/ জোড়ায় কাজ/ দলগত কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী সহায়তা প্রদান করেছেন কিনা?				
৭	ডেমো ক্লাসটি কি শিক্ষক নির্ভর ছিল?				
৮	শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন কিনা?				
৯	শিখন শেখানো কার্যক্রমটি যোগ্যতা অর্জনে সহায়ক ছিল কিনা?				
১০	শিক্ষকের নির্দেশনা সকল শিক্ষার্থীর জন্য উপযুক্ত ছিল কিনা?				
১১	শ্রেণিকাজে শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে যোগাযোগের সুযোগ পেয়েছে কিনা?				

তথ্যসূত্র:

Suzanne, R., K., (2015). Inclusive Education, George Scarlett (Ed.). Sage Encyclopedia of Classroom Management (Sage-2015).

৪র্থ দিন	শিরোনাম:বিদ্যালয়ে একীভূত শিখন পরিবেশ তৈরি	অধিবেশন: ১৪

সময় : ১:৩০ ঘন্টা

শিখনফল :

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

১. বিদ্যালয়ে একীভূত শিখন পরিবেশ তৈরির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

২. বিদ্যালয়ে একীভূত শিখন পরিবেশ নিশ্চিতকরণের বাধাসমূহ চিহ্নিত করে কোন পর্যায়ে সমাধানযোগ্য তা নির্ধারণ করতে পারবেন;

৩. বিদ্যালয়ে একীভূত শিখন পরিবেশ নিশ্চিতকরণে নিজদক্ষতা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন এবং বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন।

উপকরণ: পোস্টার পেপার , মার্কার, ভিপকার্ড, কর্মপত্র, পিপিটি স্লাইড, ওয়ার্কশিট, তথ্যপত্র ওঅন্যান্য।

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রদর্শন, আলোচনা, একাকী কাজ, দলগত কাজ, কেস স্টাডি ও অন্যান্য।

কাজ ১: বিদ্যালয়ে একীভূত শিখন পরিবেশ তৈরির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারা সময়: ২৫ মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীদের সাথে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু করুন।
২. বিদ্যালয়ে একীভূত শিখন পরিবেশকে কেন্দ্র করে প্রত্যেককে এককভাবে নিজ বিদ্যালয়কেন্দ্রিক ‘একটি অভিজ্ঞতা ও একটি আকাংখা’ ভাবতে বলুন। অংশগ্রহণকারীদের ভিপ কার্ডে লিখতে বলুন ও বোর্ডে প্রদর্শন করতে বলুন।
৩. তথ্যপত্রের আলোকে বিদ্যালয়ে একীভূত শিখন পরিবেশ তৈরির প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

কাজ ২: বিদ্যালয়ে একীভূত শিখন পরিবেশ নিশ্চিতকরনের বাধাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং বাধাসমূহ কোন্ পর্যায়ে সমাধানযোগ্য তা নির্ধারণ করতে পারা সময়: ৩০ মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করুন।
২. প্রতিটি দলকে শারীরিক সমস্যা, শিক্ষাক্রম, সামাজিক অবস্থান ও মনোভাব , সম্পদের অভাব বিষয়ক যে কোন একটি কেসস্টাডি সংক্রান্ত তথ্যপত্র প্রভিত্তিক আলোচনা করে পোস্টার পেপারে বাধাসমূহ কোন্ পর্যায়ে সমাধানযোগ্য তা চিহ্নিত করে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন ও পর্যায়ক্রমে প্রতিটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।
৩. তথ্যপত্রের বিষয়সমূহ পিপিটি-তে প্রদর্শন ও আলোচনা করুন।

কাজ ৩. বিদ্যালয়ে একীভূত শিখন পরিবেশ নিশ্চিতকরণে নিজ দক্ষতা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা এবং বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা সময়: ৩০মিনিট

১. পূর্বের গঠিত ৪টি দলে ওয়ার্কশিট ৩.১ প্রদান করুন। পূর্ববর্তী দলীয় কাজে প্রাপ্ত চ্যালেঞ্জ সমাধানের লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারীগণকে তাদের কর্ম পরিকল্পনা নীচের ছকে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন। প্রতি দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।

(ওয়ার্কশিট ৩.১ :

চ্যালেঞ্জ	উদ্যোগ (নিজ/সামাজিক)	উৎস (অর্থ/সেবামূলক)	বাস্তবায়নের সময়রেখা

কাজ ৪ : প্রশ্নোত্তর এবং সমাপ্তি সময়: ৫ মিনিট

- মূল বিষয়গুলোর সারসংক্ষেপ করুন।
- প্রশ্ন এবং আলোচনার জন্য আহ্বান করুন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে জানান যে এ সেশনে মূলত অভৌত/মানবিক/সামাজিক চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পরবর্তী সেশনে ভৌত অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আলোচনা হবে।
- অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সেশন শেষ করুন।

৪র্থ দিন	শিরোনাম:বিদ্যালয়ে একীভূত শিখন পরিবেশ তৈরি	অধিবেশন: ১৪

কাজ ১: বিদ্যালয়ে একীভূত শিখন পরিবেশ তৈরির প্রয়োজনীয়তা

একীভূত শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে সকল শিক্ষার্থী, বিশেষ করে প্রান্তিক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ গঠন করা সম্ভব। এটি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত সাফল্য এবং সামাজিক অংশগ্রহণ বাড়ায়। বিদ্যালয়ে একীভূত শিখন পরিবেশ তৈরি প্রকৃতপক্ষে কিছু বাস্তবসম্মত পরিবর্ন যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন সকল শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে তথা স্কুলে সাফল্যের সাথে লেখাপড়া করতে পারে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্ধুসুলভ এবং উষ্ম সম্পর্ক বজায় থাকবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে হেসে হেসে কথা বলবেন। শারিরীক সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করে শিশুদের আসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সকল শিশুর উপযোগী বিষয়ভিত্তিক উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষক অন্তত: একদিন আগে পরিকল্পনা করবেন য়ে তনি কীভাবে শ্রেণিকার্ক্রম পরিচালনা করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা আনুযায়ী শিখন আগ্রগতি মূল্যায়ন করবেন।

একীভূত শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা:

- সর্বজনীন শিক্ষা নিশ্চিত করা: প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে একটি নিরাপদ পরিবেশে তাদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা অনুযায়ী শিখতে পারে।
- বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেওয়া: সকল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত পার্থক্য ও প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়া।
- সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি: শ্রেণিকক্ষে পারস্পরিক সহযোগিতা ও অন্তর্ভুক্তির মনোভাব গড়ে তোলা।
- শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি: একীভূত শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষকদের শিক্ষাদান কৌশল উন্নত করা।

কাজ ২: বিদ্যালয়ে একীভূত শিখন পরিবেশ নিশ্চিতকরণের বাধাসমূহ

একীভূত শিখন পরিবেশ তৈরি করতে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রধান বাধাগুলো হলো:

১. অর্থনৈতিক বাধা:

- পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণের অভাব
- শ্রেণিকক্ষ উপযোগী অবকাঠামোর ঘাটতি
- শিক্ষক ও কর্মীদের প্রশিক্ষণের অভাব

২. সামাজিক বাধা:

- শিক্ষার্থীদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব
- পিতামাতার অনীহা ও সচেতনতার অভাব
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব

৩. শারীরিক বাধা:

- বিদ্যালয়ের ভবন ও শৌচাগারের অপ্রবেশযোগ্যতা
- শ্রবণ বা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব

কাজ ৩: একীভূত শিখন পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সুপারিশমালা

প্রস্তাবিত উদ্যোগ:

- শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা
- বিদ্যালয়ে শারীরিক অবকাঠামো উন্নয়ন
- সমাজভিত্তিক সংস্থার সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা
- সকল শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যক্রম ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সহজতর করা
- অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা

কাজ ৪: কর্মপরিকল্পনা তৈরি করার নির্দেশিকা

প্রতিটি বিদ্যালয় তার নিজস্ব বাস্তবতার ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে পারে। নিম্নলিখিত কাঠামো অনুসরণ করে এটি করা যেতে পারে:

চ্যালেঞ্জ	উদ্যোগ (নিজ/সামাজিক)	উৎস (অর্থ/সেবামূলক)	বাস্তবায়নের সময়রেখা
সম্পদের অভাব	দাতা সংস্থা ও সরকারি অনুদান সংগ্রহ	এনজিও, সরকারী তহবিল	৬ মাস
শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ অভাব	প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন	বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি	৩ মাস
মনোভাবগত বাধা	অভিভাবকদের সাথে সভা	অভিভাবক ও কমিউনিটি	চলমান
অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা	বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প স্থাপন	স্থানীয় প্রশাসন	১ বছর

এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

কেসস্টাডি ১: রফিকের স্বপ্ন

গ্রামের শেষ প্রান্তে একটি ছোট টিনের ঘর। সেখানে রফিক তার বাবা-মা এবং দুই ছোট ভাইবোনের সঙ্গে থাকে। রফিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। তার বাবা একজন দিনমজুর, যিনি প্রতিদিন ভোরে বেরিয়ে যান কাজের সন্ধানে। মা গৃহিণী, ঘরের সব কাজ সামলানোর পাশাপাশি মাঝে মাঝে অন্যের বাড়িতে কাজ করেন। মাঝে মাঝে রফিক স্কুলে যেতে পারেনা, কারণ তাকে ছোট ভাই বোনদের দিকে খেয়াল রাখতে হয়।

পড়াশোনার প্রতি রফিকের প্রবল আগ্রহ। কিন্তু দারিদ্র্য তার স্বপ্নের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার স্কুল ব্যাগটা পুরনো হয়ে গেছে, খাতা ফুরিয়ে গেলে নতুন কেনার সামর্থ্য নেই। একদিন শিক্ষক বললেন, **“আগামীকাল সবাই কে কী হতে চাও, তা উপস্থাপন করবে।”**রফিক ঘরে ফিরেই চিন্তায় পড়ে গেল। সে তো খুব বড় কিছু হতে চায়, কিন্তু তার স্বপ্নের কথা বলবে কীভাবে? সেই রাতে রফিক খালি কাগজের টুকরো জোগাড় করে কাঁপা হাতে লিখলো –**"আমি একদিন শিক্ষক হতে চাই। "**পরদিন ক্লাসে দাঁড়িয়ে সে যখন নিজের স্বপ্নের কথা বলল, সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনল। কিন্তু তার গলা ধরে এল যখন সে বলল, **“আমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে কি না জানি না, কারণ.....**শিক্ষক তার কথা শুনে চুপ করে রইলেন, কিন্তু রফিকের চোখে দেখলেন এক অদম্য জেদ। সেদিনই তিনি প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বললেন এবং ঠিক করলেন, স্কুল থেকে কিছু বিশেষ সহায়তা দেওয়া হবে।

এই ছোট্ট সহায়তাই রফিকের মনে নতুন আশার আলো জ্বালাল। সে পড়াশোনায় আরও মনোযোগী হয়ে উঠল, স্কুলে নিয়মিত প্রথম হতে লাগল। তার বন্ধুদের মধ্যে থেকেও কেউ কেউ এখন পড়াশোনায় আগ্রহী হচ্ছে।

একদিন সে সত্যিই শিক্ষক হবে কি না, তা সময়ই বলে দেবে। তবে এই মুহূর্তে, তার চোখে এক নতুন আলো—স্বপ্ন দেখার এবং লড়াই করার আলো।

কেসস্টাডি ২: নীলার সংগ্রাম

নীলা ক্লাস পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। মেধাবী এবং হাসিখুশি। কিন্তু সমাজের এক কোণায় দাঁড়িয়ে সে যেন একা। তার বাবা-মা দুজনেই পোশাক কারখানায় কাজ করেন। পরিবারের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি হলেও সমাজের চোখে তারা ‘নিম্নবিত্ত’। নীলা যখন নতুন স্কুলে ভর্তি হলো, তখন প্রথম কিছুদিন সে খুব উৎসাহী ছিল। নতুন বন্ধু, নতুন বই, সবকিছুই তার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সে বুঝতে পারল, তার চারপাশের সমাজটা সবাইকে সমান চোখে দেখে না।**"তোমার বাবা-মা তো গার্মেন্টসে কাজ করে, তোমার বাড়িতে আলাদা পড়ার টেবিলও নেই, তাই না?"** – এক সহপাঠী একদিন এমন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিল। প্রতিনিয়ত সহপাঠীদের এমন তীর্যক মন্তব্যে নীলার কষ্টের মাত্রা বৃদ্ধি

পাচ্ছিলো। কিছু শিক্ষকও হয়তো বুঝতে না পেরে তার প্রতি একটু উদাসীন ছিলেন। ক্লাসে যখন বাড়ির কাজ জমা দিতে বলা হতো, নীলা কখনো দেরি করলে কিছু শিক্ষকের কণ্ঠে শোনা যেত, **"এটাই তো স্বাভাবিক, ওদের তো পড়াশোনার প্রতি তেমন মনোযোগ থাকে না।"** একদিন নীলার ইংরেজির শিক্ষক রওশন স্যার ক্লাসে বললেন, **"সবাই লিখবে, আমি কী হতে চাই এবং কেন?"** নীলা লিখল: **"আমি একজন শিক্ষক হতে চাই, কারণ আমি চাই কেউ যেন আমার মতো অবহেলার শিকার না হয়।"** নীলার লেখাটা শিক্ষকের মনে দাগ কাটল। তিনি বুঝতে পারলেন, মেয়েটি কেবল ভালো ছাত্রীই নয়, তার ভেতরে এক গভীর কষ্ট আছে।তিনি নীলাকে পাশে ডেকে বললেন, **"নীলা, তুমি যদি মন দিয়ে চেষ্টা করো, তবে সমাজ তোমাকে নয়, তুমি সমাজকে বদলাবে।"**এই কথাগুলো যেন নীলার জীবনে প্রথম স্বীকৃতি দিল।
রওশন স্যার নীলার পাশে দাঁড়ালেন। তিনি অন্য শিক্ষকদেরও বললেন যেন তারা নীলার মতো শিক্ষার্থীদের প্রতি আরও যত্নশীল হন। ধনী-গরিব ভেদাভেদ না করে সবাই যেন সমান সুযোগ পায়, সেটা নিশ্চিত করার জন্য তিনি স্কুলে আলোচনা সভার আয়োজন করলেন।সহপাঠীদের মধ্যেও পরিবর্তন আসতে লাগল। কয়েকজন যারা আগে নীলাকে উপহাস করত, তারা এখন তার পাশে বসতে লাগল, পড়াশোনায় তাকে সাহায্য করতে শুরু করল।
নীলা এখন আগের চেয়ে অনেক আত্মবিশ্বাসী। সমাজের মনোভাব বদলানো সহজ নয়, কিন্তু তার লড়াই শুরু হয়েছে। তার শিক্ষকের কথাগুলো তাকে পথ দেখিয়েছে –**"তুমি সমাজকে বদলাবে"**।

কেসস্টাডি ৩: চম্পার ভুবণ
বান্দরবানের পাহাড়ি এক ছোট্ট গ্রামে থাকে চম্পা। সে মারমা সম্প্রদায়ের মেয়ে, ছোটবেলা থেকেই প্রকৃতির মাঝে বেড়ে উঠেছে। বাঁশের তৈরি বাড়ি, জুম চাষ, পাহাড়ি গান—এসবই তার জীবনের অংশ। চম্পা খুব আগ্রহী ছাত্রী, কিন্তু তার স্কুলের পাঠ্য বইয়ের বেশিরভাগ বিষয় তার জীবনের সঙ্গে মানানসই নয়। এতে করে সে অনেক সময় পড়াশোনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ট্রাফিক জ্যাম, ফ্লাইওভার, বহুতল ভবন, বড় দোকানের বর্ণনা আছে তার পাঠ্য পুস্তকগুলোতে। কিন্তু চম্পা এসবের কিছুই কখনো দেখেনি। চম্পারা ধান বা গমের চেয়ে **জুম চাষ** বেশি করে, যেখানে পাহাড়ে বিভিন্ন শস্য একসঙ্গে ফলানো হয়। কিন্তু এই পদ্ধতির কথা বইয়ে সেভাবে নেই। এসব দেখে চম্পার মনে প্রশ্ন জাগে—**"আমার গ্রাম, আমার সংস্কৃতি কি পড়াশোনার কোনো অংশ নয়?"**
এই বিষয়টি লক্ষ করলেন রাশেদ স্যার। তিনি বুঝতে পারলেন, চম্পা ও তার মতো অন্যান্য উপজাতি শিক্ষার্থীরা শিক্ষাক্রমের সঙ্গে ঠিকভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পারছে না। তিনি শিক্ষাক্রমকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে কিছু সংযোজন করলেন। যেমন-বাংলা ক্লাসে **শহরের গল্পের পাশাপাশি পাহাড়ি সংস্কৃতি, উৎসব, ও জীবনযাত্রার গল্প** যোগ করলেন। এতে চম্পা ও তার বন্ধুরা পড়াশোনার প্রতি নতুন করে আগ্রহী হয়ে উঠল। কারণ এবার তারা দেখল, **শিক্ষা কেবল বইয়ের পাতায় নয়, তাদের জীবন, সংস্কৃতি ও বাস্তবতাও এর অংশ।**
এখন চম্পা স্বপ্ন দেখে, একদিন সে নিজেও শিক্ষক হবে, যেন তার সম্প্রদায়ের শিশুরা তাদের সংস্কৃতিসহ নিজের বাস্তবতার আলোকে শিখতে পারে।

কেসস্টাডি ৪: আশার আলো
রিফাত জন্ম থেকেই শারীরিক প্রতিবন্ধী। তার দুই পা স্বাভাবিকের তুলনায় দুর্বল, হাঁটতে পারে না, হুইল চেয়ারই তার একমাত্র ভরসা। কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তি ছিল পাহাড়ের মতো দৃঢ়। সে পড়তে চায়, স্বপ্ন দেখে একদিন বড় হয়ে শিক্ষক হবে। রিফাতের মা তাকে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করালেন। কিন্তু প্রথম দিনেই সে বুঝতে পারল, স্কুল তার জন্য সহজ হবে না।
ক্লাসরুমে ওঠার সিঁড়ি ছিল, র‍্যাম্প ছিল না—তাকে কোলে করে উপরে তুলতে হলো।
বেঞ্চে বসতে কষ্ট হয়, কারণ সাধারণ বেঞ্চে তার বসার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নেই।
বাথরুমের দরজা সরু, হুইলচেয়ার নিয়ে ঢোকা অসম্ভব।
শুধু অবকাঠামোই নয়, সহপাঠীদের কিছু মন্তব্যও তাকে কষ্ট দেয়। কেউ কেউ বলে, **"ও তো দৌড়াতে পারে না, খেলতে পারবে কীভাবে?"** কেউ কেউ হাসাহাসি করে, কেউ আবার দয়া দেখায়, যা রিফাতকে আরও বিব্রত করে।
রিফাত মনে মনে ভাবল, **"এই স্কুল কি আমার জন্য নয়?"**
কিন্তু রিফাতের বাংলা শিক্ষক **তাহমিনা ম্যাডাম** বিষয়টি বুঝতে পারলেন। তিনি জানতেন, **ইনক্লুসিভ এডুকেশন মানে সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়া, শুধুমাত্র স্কুলে ভর্তি করানো নয়।**

তিনি প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বললেন—

স্কুলে **র‍্যাম্প তৈরি করার ব্যবস্থা করা হলো**, যাতে রিফাত হুইল চেয়ারে সহজে ক্লাসে যেতে পারে।

বেঞ্চের বদলে **সুবিধাজনক টেবিল-চেয়ার রাখা হলো**, যাতে সে স্বাচ্ছন্দ্যে বসতে পারে।

ক্লাসের সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে সবাইকে বোঝানো হলো, **রিফাত কোনো ব্যতিক্রম নয়, সে-ও তাদেরই একজন।**

তাহমিনা ম্যাডাম বুঝতে পারলেন, শুধু অবকাঠামোগত পরিবর্তন যথেষ্ট নয়, **সামাজিক মনোভাব পরিবর্তন করাও জরুরি।**

এখন রিফাত আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী। সে ক্লাসে সবার সঙ্গে মিশে যায়, তার বন্ধুরাও তাকে সমানভাবে গ্রহণ করেছে। স্কুল তার জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ **শিক্ষকরা ও বন্ধুরা বুঝতে শিখেছে, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা মানে সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়া।**

একদিন রিফাত বলল, **"আমি বড় হয়ে শিক্ষক হব, যেন আমার মতো শিশুরা কখনো মনে না করে যে স্কুল তাদের জন্য নয়!"**

এভাবেই শিক্ষার আলো সবার জন্য সমানভাবে ছড়িয়ে গেল।

(ওয়ার্কশিট ৩.১:

চ্যালেঞ্জ	উদ্যোগ (নিজ/সামাজিক)	উৎস (অর্থ/সেবামূলক)	বাস্তবায়নের সময়সীমা

৪র্থ দিন	শিরোনাম: বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা	অধিবেশন: ১৫

সময়: ১:৩০ ঘন্টা

শিখনফল:

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ:

- বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ সনাক্ত করতে পারবেন;
- বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সম্ভাব্য করনীয় উপায় নির্ধারণ করতে পারবেন;
- নিজ বিদ্যালয়ে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ নিরসনে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করতে পারবেন।

উপকরণ: ভিপ কার্ড, পোস্টার পেপার, মার্কার, তথ্যপত্র, কর্মপত্র ইত্যাদি।

পদ্ধতি ও কৌশল: একাকী কাজ, আলোচনা, দলগত কাজ, উপস্থাপনা ও অন্যান্য।

কাজ ১: বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোগত সমস্যার কোনটি একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা চিহ্নিত করতে পারা **সময়: ৩০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন এবং ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করুন।

২. অংশগ্রহণকারীদের বিদ্যালয়ের একটি ভৌত অবকাঠামোগত সমস্যা চিহ্নিত করে ভিপ কার্ডে লিখতে বলুন। লেখা শেষ হলে সবগুলো ভিপকার্ড পুশপিন বোর্ডে সাজান।

৩. অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করুন।

৪. প্রতি দলে ওয়ার্কশিট ১৫.১ সরবরাহ করুন। দলে আলোচনা করে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ সনাক্ত করে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন। সকল দলের লেখা শেষ হলে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন এবং অন্যদলগুলোকে ফিডব্যাক আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে বলুন।

৫. সেশন ১৬ এর তথ্যপত্র ১৫.১ এর আলোকে আলোচনা করুন।

কাজ ২: বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সম্ভাব্য করণীয়/উপায় নির্ধারণ

সময়: ৩৫ মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের দলে ওয়ার্কশিট ১৫.২ সরবরাহ করুন।

২. প্রতি দলকে আলোচনা করে ইতোপূর্বে সনাক্তকৃত বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় সম্ভাব্য সমাধান কী হতে পারে এবং স্থানীয় সম্পদ এবং লোকবল কীভাবে কাজে লাগানো যায় তা পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।

৩. সকল দলের লেখা শেষ হলে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন এবং অন্যদলগুলোকে ফিডব্যাক আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে বলুন।

৪. বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জসমূহ স্থানীয় সম্পদ এবং লোকবল কাজে লাগিয়ে কীভাবে সমাধান করা যায় তা আলোচনা করুন।

কাজ ৩: নিজ বিদ্যালয়ে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ নিরসনে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত **সময়: ২০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে কর্মপত্র ১৫.৩ সরবরাহ করুন;
২. পূর্বের কাজে অংশগ্রহণকারীগণের প্রস্তুত তালিকা হতে তাঁর নিজ বিদ্যালয়ে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের **ক্ষেত্রে বিদ্যমান অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ নিরসনে** কর্মপত্র ১৫.৩ **অনুযায়ী একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত** করতে অনুরোধ করুন।
৩. ৪/৫ জন অংশগ্রহণকারীকে তাদের পরিকল্পনা শেয়ার করতে অনুরোধ করুন।

শিখন প্রতিফলন: **সময়: ৫ মিনিট**

সকলের অংশগ্রহণে নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিখন প্রতিফলন যাচাই করুন।

- বিদ্যালয়ে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে কী কী ভৌত অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে?
- বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারি/স্থানীয় সম্পদ এবং লোকবলকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়?

শিখন প্রতিফলন শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

তথ্যপত্র	শিরোনাম: বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা	অধিবেশন: ১৫

বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ

একীভূত শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি সব শিশুকে অর্ন্তভূক্ত করে, যা সকলের জন্য উপযুক্ত এবং শিখনে সহায়ক হয়। বিদ্যালয়ে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণমূলক কাজের সুযোগ থাকে, যার মাধ্যমে পারস্পারিক সহায়তায় উন্নয়ন ঘটে। ফলে সকলেই সকলের প্রতি যত্নশীল এবং সহযোগিতামূলক মনোভাব পোষণ করে। বিদ্যালয় পরিবেশ সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল, লিঙ্গ সুষম ও বৈষম্যহীন হতে হবে। সকল শিশুর আলাদা বৈশিষ্ট্যকে মর্যাদা দিতে হবে এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। তাই বিদ্যালয়ের ভৌত পরিবেশ এমন হতে হবে যেন সবধরণের শারীরিক ও মানসিক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা করো সাহায্য ছাড়া সহজে ও সাবলীলভাবে বিদ্যালয়ে চলাফেরা করতে পারে। বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোর মান এমন একটি আদর্শ আবস্থায় থাকতে হবে যেন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশূসহ সকল শিশু শ্রেণিকার্যক্রমসহ সকল কাজে সাবলীলভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। আর বিদ্যালয়ের ভৌত পরিবেশের এমন মান প্রাপ্তি সকল শিশুর অধিকার। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের ভৌত পরিবেশের মান আদর্শ অবস্থায় নেই। বরং রয়েছে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে নানান রকমের চ্যালেঞ্জ। বিদ্যালয়ের দূর্বল ভৌত অবকাঠামোগত (Inaccessible and unsafe physical environment), অনাকর্ষণীয় এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে অন্যতম অন্তরায়। বিদ্যালয়ের বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামোগত পরিবেশের মান উন্নয়ন ঘটিয়ে আদর্শ আবস্থায় নেয়া গেলে সকল শিশুর বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ অনেকাংশে নিশ্চিত করা যাবে। এ কারণে বিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামোগত কী কী চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা চিহ্নিত করা খুবই জরুরী। নিম্নে বিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জের কিছু ক্ষেত্র এবং চ্যালেঞ্জগুলোর ধরণ আলোচনা করা হলো:

১) বিদ্যালয়ে প্রবেশগম্যতা: অনেক বিদ্যালয়ে মূল সড়ক থেকে বিদ্যালয়ের আঙিনা ও ভবনে প্রবেশের সংযোগ সড়ক নেই। কিছু কিছু বিদ্যালয়ের বাইরের ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা থাকলেও তা পাকা থাকে না। ফলে শারীরিক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু যারা হুইল চেয়ার ব্যবহার করে তারা হুইল চেয়ার চালিয়ে সাবলীলভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারে না। অধিকাংশ বিদ্যালয় ভবনে হুইল চেয়ার নিয়ে প্রবেশের জন্য র‍্যাম্প নেই। যেসকল বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প নির্মান করা হয়েছে তাও ব্যাবহার উপযোগী সংযোগ না থাকর কারণে ব্যবহৃত হচ্ছে না। বর্তমানে বিদ্যালয় গুলোতে বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মান করা হচ্ছে। এসকল বহুতল বিশিষ্ট বিদ্যালয় ভবনে লিফট না থাকায় উপরের তলার শ্রেণি কক্ষগুলো শারীরিক ও মানসিক বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ব্যবহার অনুপোযোগী।

২) নিরাপদ ভৌত অবকাঠামো: কিছুকিছু বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো শিশুদের জন্য বিশেষতঃ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য নিরাপদ নয় (Unsafe physical environment) । অনেক বিদ্যালয়ে পুরাতন জড়াজীর্ণ ভবনের সাতসেতে শ্রেণিকক্ষ যেখানে অপর্যাপ্ত আলো-বাতাস রয়েছে সেখানে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ ধরণের পরিবেশ শিশুদের জন্য মোটেই নিরাপদ নয়।

৩) শ্রেণিকক্ষের গঠন : বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের পরিমাপ বড় এবং চওড়া হওয়া উচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণিকক্ষের গড় ক্ষেত্রফল ৯০০ বর্গফুট। সেখানে আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শ্রেণিকক্ষের পরিমাপ ৪০০ বর্গফুটের চেয়েও কম। ফলে ধরণের কম পরিমাপ বিশিষ্ট শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সাবলীলভাবে চলাচল করা, দলীয় কাজ করার জন্য উপযুক্ত নয়। বিশেষ করে হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী শারীরিক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শ্রেণিকক্ষে অবস্থান ও চলাচল খুবই কষ্টকর।

৪) শিখন সহায়ক আসবাবপত্র: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি শ্রেণিকক্ষে ২৪ টি ডেস্কে সর্বোচ্চ ২৪ জন শিক্ষার্থীর আসন ব্যবস্থা থাকে। সেখানে আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গড়ে ২০ জোড়া বেঞ্চ থাকে। ৫ ফিটের কম দৈর্ঘ্যের বিশিষ্ট একটি বেঞ্চে ৩ জন শিক্ষার্থী বসে। তদুপরি একই সাইজের বেঞ্চে সকল শ্রেণির শিক্ষার্থী বসে । তাদের উচ্চতা ও বৈচিত্র বিবেচনায় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বসার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনায় শ্রেণিকক্ষে আসবাবপত্রের আভাব রয়েছে।

৫) শিখন বান্ধব শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ: শিখন বান্ধব শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ বলতে শ্রেণিকক্ষের এমন পরিবেশ বুঝায় যেখানে শিশুরা সহজে, সাগ্রহে ও সুরক্ষিত থেকে আনন্দের সাথে শিখতে পারে। শ্রেণিক্ষ এবং শ্রেণিকক্ষের প্রবেশ পথ হবে সাজানো গোছানো, উজ্জল রংয়ে অংকন ও সৃজনশীল কাজে পরিপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষ হতে হবে পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর। আসন বিন্যাস এমন হতে হবে যাতে শিশুরা সহজে আসা যাওয়া করতে পারে। চক বোর্ড বেশি উচুতে হবে না, যাতে শিশুরা বোর্ডে সাবলীলভাবে লিখতে পারে। শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত ফ্যানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। শিশুদের বৈচিত্রতা বিবেচনায় শ্রেণিকক্ষে অডিও ভিজুয়াল সিস্টেমসহ পর্যাপ্ত শিখন সামগ্রী থাকতে হবে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের বিদ্যালয়ের শেণিকক্ষে এসকল ব্যবস্থা আছে কী?

৬) ওয়াশব্লকের ব্যবহার: ছেলে, মেয়ে বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সকলের ব্যবহারের সুবধিাজনক ওয়াশব্লক বিদ্যালয়ে থাকতে হবে। যদিও ৩য় ও ৪র্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লক নির্মান করা হয়েছে। এখনো অনেক বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লকের অভাব রয়েছে। এছাড়াও নির্মিত ওয়াশব্লকের অধিকাংশই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের কথা বিবেচনায় নিয়ে তৈরি করা হয়নি। অনেক বিদ্যালয়ে মূলভবন থেকে দূরে মাঠের অপর প্রান্তে ওয়শব্লক তৈরি করা হয়েছে কিন্তু সংযো সড়ক ও র‍্যাম্প তৈরি করা হয়নি। এমনকি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু যারা হুইল চেয়ার ব্যবহার করে তাদের জন্য পৃথক টয়লেট ও ইউরেনালের ব্যবস্থা নেই।

৭) শিখন সহায়ক উপকরণ ব্যবস্থাপনা: একটি পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষক যে ধরণের শিখন সহায়ক উপকরণ ব্যাবহার করে থাকেন, একীভূত শিক্ষায় ঠিক একই ধরণের উপকরণ ব্যবহার করবেন। তবে উপকরণসমূহ সকল শিক্ষার্থীর বিশেষ করে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের (মেধা, বয়স, প্রতিবন্ধিতা ইত্যাদি বিবেচনায়) প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনায় নিয়ে নির্বাচন করা প্রয়োজন। একীভূত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর শিখনকে ফলপ্রসূ করার জন্য বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। শিশুদের বৈচিত্রতা ভেদে চাহিদান নিরিখে উপকরণ হতে হবে- দর্শনভিত্তিক উপকরণ (Visual Aids), শ্রবণভিত্তিক উপকরণ (Auditory Aids), শ্রবণ- দর্শনভিত্তিক উপকরণ (Audio-Visual Aids), কর্ম-সম্পাদনমূলক উপকরণ (Activity Based Aids) ও অনুসন্ধানমূলক শিক্ষাউপকরণ (Explorative Aids)। বর্তমানে আমাদের বিদ্যালয়ে এ সকল উপকরণের অভাব রয়েছে।

ওয়ার্কশিট ১৫.১

বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ	
ভৌত অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্র	চ্যালেঞ্জ
১) বিদ্যালয়ে প্রবেশগম্যতা	বিদ্যালয়ের বাইরের ও ভিতরের সংযোগ সড়ক, প্রবেশ পথ, প্রবেশের গেট, বিদ্যালয় ভবন ও শ্রেণিকক্ষ ব্যবহারে চ্যালেঞ্জ
২) নিরাপদ ভৌত অবকাঠামো	
৩) শ্রেণিকক্ষের গঠন ও বিন্যাস	
৪) শিখন সহায়ক আসবাবপত্র	
৫) শিখন বান্ধব শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ	
৬) ওয়াশব্লকের ব্যবহার	
৭) শিখন সহায়ক উপকরণ ব্যবস্থাপনা	
৮)	
৯)	

ওয়ার্কশিট ১৫.২

বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়		
ভৌত অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্র	চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়	স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার ও জনসম্পৃক্ততা
১) বিদ্যালয়ে প্রবেশগম্যতা	বিদ্যালয়ের ভবন নির্মানের জন্য উঁচু স্থান নির্বাচন। সংযোগ সড়ক পাকা করার ব্যবস্থা করা। বিদ্যালয়ের বাইরের ও ভিতরের সংযোগ সড়ক, প্রবেশ পথ থেকে র‍্যাম্পের সংযোগ স্থল পাকা করণ।	এ কাজে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং এসএমসি ও স্থানীয় জনগণের সহায়তা নেয়া।
২) নিরাপদ ভৌত অবকাঠামো		
৩) শ্রেণিকক্ষের গঠন ও বিন্যাস		
৪) শিখন সহায়ক আসবাবপত্র		
৫) শিখন বান্ধব শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ		
৬) ওয়াশব্লকের ব্যবহার		
৭) শিখন সহায়ক উপকরণ ব্যবস্থাপনা		
৮)		
৯)		

ওয়ার্কশিট ১৫.৩

একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ নিরসনে কর্মপরিকল্পনা ছক

বিদ্যালয়ের নাম :

চ্যালেঞ্জ	চ্যালেঞ্জ নিরসনের উপায়/করণীয়	উৎস (অর্থ/সেবামূলক)	বাস্তবায়নের সময়সীমা

৫ম দিন	শিরোনাম: প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি	অধিবেশন: ১৬

সময়: ১:৩০ ঘণ্টা

শিখনফল: অধিবেশনশেষে অংশগ্রহণকারীগণ

১. ধারাবাহিক/গাঠনিক মূল্যায়নের প্রচলিত পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২. সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রচলিত পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

উপকরণ: ভীপ কার্ড ও ভীপ বোর্ড, মার্কার, পোস্টার পেপার, ছক, কর্মপত্র-১, কর্মপত্র-২ (পূরণকৃত), তথ্যপত্র-১ ও ২, প্রজেক্টর, ইত্যাদি।

পদ্ধতি ও কৌশল: একাকী চিন্তা, দলগত কাজ, উপস্থাপন ও আলোচনা

কাজ-১ (১নং শিখনফলের জন্য) **সময়: ৫০ মিনিট**

১. শুরুতেই কুশল বিনিময়পূর্বক সকলকে স্বাগত জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।

২. ছবি দুটি পিপিটি তে দেখিয়ে অংশগ্রহণকারীদের নিচের প্রশ্ন দুটি করুন:

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কি ধরনের কাজ দিয়েছেন?
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এ ধরনের কাজ কেন দিয়েছেন?

৩. অংশগ্রহণকারীদের উপরের প্রশ্ন দুটির উত্তরের মধ্য দিয়ে বলুন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করার জন্য এককী ও দলগত কাজ দিয়েছেন। আমাদের এখনকার অধিবেশন হলো মূল্যায়নের উপর এবং এর শিরোনাম-

“ধারাবাহিক/গাঠনিক মূল্যায়নের প্রচলিত পদ্ধতি”

৪. শিক্ষক বর্তমানে কীভাবে ধারাবাহিক/গাঠনিক মূল্যায়ন করেন তা প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে ভীপ কার্ডে (যেকোনো তিনটি) লিখতে বলুন। সময় দিন ৫ মিনিট। প্রয়োজনে নিচের কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করে লিখতে সহযোগিতা করুন:

- শিক্ষক সবসময় সকলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন এবং যে পারে সেই শুধু উত্তর দেয়
- শুধু পারগ শিক্ষার্থীদের বেশি প্রশ্ন করেন
- জোড়ায় কাজ দিয়ে শিক্ষক সতীর্থ মূল্যায়ন করান
- দলগত কাজ দিয়ে শিক্ষক সকল দলের কাজ মূল্যায়ন করেন না
- যে শিক্ষার্থী লিখতেই পারে না তাকে লিখতে দেন
- মূল্যায়নে শিক্ষক ছাত্রীদের বেশি গুরুত্ব দেন
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুযায়ী বাড়ির কাজ দেন না, ইত্যাদি

৫. ভীপ কার্ডগুলো সংগ্রহ করুন এবং অংশগ্রহণকারীদের দিয়ে পাঁচটি দল গঠন করে প্রত্যেক দলে যেকোনো ছয়টি লিখিত ভীপ কার্ড এবং **কর্মপত্র-১** সরবরাহ করুন।

৬. এবার প্রতিটি দলকে **কর্মপত্র-১** এবং তাঁদের প্রাপ্ত ভীপ কার্ডে লিখিত মূল্যায়ন পদ্ধতির (শুধু অভিন্নগুলো) উপর কর্মপত্রের ছক অনুসারে দলগত কাজ সম্পন্নপূর্বক যেকোনো ২টি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন এবং অন্য ৩টি দলে ভিন্ন কোনো বিষয় থাকলে তা বলতে বলুন। **পূরণকৃত কর্মপত্রগুলো পরবর্তী অধিবেশনের জন্য সংরক্ষণ করুন।** সময় দিন ৩৫ মিনিটি।

৭. দলগত কাজ উপস্থাপন শেষে ধারাবাহিক/গাঠনিক মূল্যায়নের প্রচলিত পদ্ধতি এবং এসকল পদ্ধতি সহায়ক/ইনক্লুসিভ না হলে তা করার উপায় সম্পর্কে **কর্মপত্র-২** এর আলোকে স্পষ্ট ধারণা দিন এবং দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে প্রশ্ন করে শিখন নিশ্চিত করুন/প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিন।

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে/শ্রেণিকক্ষের বাহিরে সচরাচর যেভাবে মূল্যায়ন করে থাকেন তা অনেক সময় শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা ও দুর্বলতা, শারীরিক/মানসিক/শ্রবণ/বাক/দৃষ্টি/বুদ্ধি প্রতিবন্ধকতা/অতি মেধাবী/সামাজিক ও সংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতা/বৈচিত্র ইত্যাদি বিবেচনা করে করা হয় না অর্থাৎ মূল্যায়ন পদ্ধতিটি ইনক্লুসিভ হয় না।

কাজ-২ (২নং শিখনফলের জন্য) **সময়: ৪০ মিনিট**

১. **তথ্যপত্র-১** এর প্রশ্নমালাটি পিপিটি তে দেখিয়ে অংশগ্রহণকারীদের নিচের প্রশ্ন দুটি করুন:

- প্রশ্নমালাটি কোন ধরনের মূল্যায়নের জন্য প্রযোজ্য?
- প্রশ্নমালাটিতে কি কোনো ধরনের সমস্যা দেখতে পারছেন?

২. অংশগ্রহণকারীদের উপরের প্রশ্ন দুটির উত্তরের মধ্য দিয়ে বলুন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামষ্টিক মূল্যায়ন করার জন্য প্রশ্নমালাটি করেছেন। এবার আমরা **"সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রচলিত পদ্ধতি"** নিয়ে আলোচনা করবো।

৩. বর্তমানে দেশের বিভিন্ন বিদ্যালয়/উপজেলা/থানায় কীভাবে সামষ্টি মূল্যায়ন করা হয় তার পাঁচ সেট প্রশ্নমালা **তথ্যপত্র-২ থেকে নিন** বা নিজ নিজ উপজেলা/থানা থেকে সংগ্রহ করে নিন এবং পূর্বের নির্ধারিত পাঁচটি দলের প্রত্যেক দলকে একটি করে প্রশ্নমালা সরবরাহ করুন।

৪. এবার নিচের ছক অনুসারে দলগত কাজ পোস্টার পেপারে সম্পন্নপূর্বক ৩টি দলকে (যে ৩টি দল আগে উপস্থাপন করে নি) উপস্থাপন করতে বলুন এবং অন্য ২টি দলে ভিন্ন কোনো বিষয় থাকলে তা বলতে বলুন এবং আলোচনা করুন। সময় দিন ৩০ মিনিট। প্রয়োজনে নিচের কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করে লিখতে সহযোগিতা করুন:

- প্রশ্নটি সকল শিক্ষার্থীর সামর্থ্য বিবেচনা করে করা হয় নি।
- প্রশ্নটি সকল মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে করা হয় নি, ইত্যাদি।

শ্রেণি	বিষয়	সম্পূর্ণ প্রশ্নটি কি সকল শিক্ষার্থীর জন্য সহায়ক/ইনক্লুসিভ? (হ্যাঁ/না)	সহায়ক/ইনক্লুসিভ না হলে তা করার উপায় / উপায়সমূহ

৫. দলগত কাজ উপস্থাপন শেষে সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রচলিত পদ্ধতি সম্পর্কে **তথ্যপত্র-৩** এর সাহায্যে স্পষ্ট ধারণা দিন এবং দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে প্রশ্ন করে শিখন নিশ্চিত করুন/প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিন।

অধিকাংশ সময় শিক্ষক/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা ও দুর্বলতা, শারীরিক/মানসিক/শ্রবণ/বাক/দৃষ্টি/বুদ্ধি প্রতিবন্ধকতা/জেন্ডার সমতা/অতি মেধাবী/সামাজিক ও সংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতা/বৈচিত্র, পরীক্ষার সময়, ইত্যাদি বিবেচনা করা হয় না অর্থাৎ প্রশ্নটি ইনক্লুসিভ হয় না।

৬. আজ আমরা কি কি বিষয়ে জানলাম তা ১/২ জনের কাছ থেকে জানুন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

বি.দ্র.: ৪র্থ দিনের শেষ অধিবেশনে যে নির্দেশনা দিবেন:

একজন শিক্ষককে নির্বাচন করুন যিনি পরের দিনের অধিবেশনে একটি পাঠ উপস্থাপন (১৫ মিনিট, পছন্দমত বিষয়ে) করবেন। পাঠ উপস্থাপনে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে আসতে বলুন:

- পাঠে গাঠনিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় একীভূত মূল্যায়ন নিচিতকরণে সঠিক মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন
- অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ২ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা শিক্ষক পযবেক্ষক হবেন এবং অবশিষ্টরা শিক্ষার্থী হবেন;
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে শারীরিক ও দৃষ্টি (কম দেখে) প্রতিবন্ধী, অমনোযোগী, দুর্বল, সবল (পড়া/লেখা/বলায়), ইত্যাদি ধরনের শিক্ষার্থী থাকবে;
- পাঠের শুরুতে ও পাঠ চলাকালীন শ্রেণি ব্যবস্থাপনা ইনক্লুসিভ মূল্যায়নে সহায়ক হয় এমনভাবে প্রস্তুত করে নিবেন।

কর্মপত্র-১

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে/শ্রেণিকক্ষের বাহিরে সাধারণত যেভাবে মূল্যায়ন করে থাকে তা অনেক সময় শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা, শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতা/বৈচিত্র অনুসারে হয় না অর্থাৎ মূল্যায়ন পদ্ধতিটি ইনক্লুসিভ হয় না। এটি না হওয়ার পিছনে অন্যতম কারণ হলো ত্রুটিপূর্ণ শ্রেণি ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষার্থীর বৈচিত্রময় শিখন চাহিদাকে কম গুরুত্ব দেওয়া। নিচে উল্লেখযোগ্য কিছু গাঠনিক মূল্যায়নের প্রচলিত পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো:

প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি (ধরে নিন কোনো একটি বিদ্যালয়ে)

প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি/শিক্ষক যেভাবে মূল্যায়ন করেন	মূল্যায়ন পদ্ধতিটি কি সকল শিক্ষার্থীর জন্য সহায়ক/ইনক্লুসিভ? (হ্যাঁ/না)	সহায়ক/ইনক্লুসিভ না হলে তা করার উপায় / উপায়সমূহ **(বুলেট পয়েন্টে লিখুন)**
১. মূল্যায়নে শিক্ষক ছাত্র/ছাত্রীদের বেশি গুরুত্ব দেন		
২. পারগ শিক্ষার্থীদের বেশি প্রশ্ন করেন		
৩. শিক্ষক শিক্ষার্থীর শারীরিক/শ্রবণ/ বাক/ দৃষ্টি/বুদ্ধি প্রতিবন্ধকতা এবং অতি মেধাবী বিবেচনা করে মূল্যায়ন করেন না।		
৪. জোড়ায়/দলগত কাজ দিয়ে শিক্ষক সকল জোড়া/দলের কাজ মূল্যায়ন করেন না		
৫. জোড়ায় কাজ দিয়ে শিক্ষক সতীর্থ মূল্যায়ন করান		
৬. শারীরিক প্রতিবন্ধীর কারণে যে শিক্ষার্থী লিখতেই পারে না তাকে লিখতে দেন		
৭. শিক্ষক শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুযায়ী বাড়ির কাজ দেন না		
৮. শিক্ষক এমনভাবে প্রশ্ন করেন যে, বেশিরভাগ শিক্ষার্থী উত্তর দিতে ভয় পায়		
৯. একক কাজ দিয়ে শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর কাজ মূল্যায়ন করেন না।		
১০. শিক্ষক দ্বৈচয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বোর্ডে কাজ দেন		

প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি/শিক্ষক যেভাবে মূল্যায়ন করেন	মূল্যায়ন পদ্ধতিটি কি সকল শিক্ষার্থীর জন্য সহায়ক/ইনক্লুসিভ? (হ্যাঁ/না)	সহায়ক/ইনক্লুসিভ না হলে তা করার উপায় / উপায়সমূহ **(বুলেট পয়েন্টে লিখুন)**
১১. শিক্ষক এমনভাবে প্রশ্ন করেন যে, কিছু শিক্ষার্থী তা শুনতে পারে না		
১২. কিছু শিক্ষার্থীর উত্তর/কোনো কাজকে শিক্ষক সব সময় নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করেন		
১৩. শিক্ষক সব সময় সকলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন এবং যে পারে সেই শুধু উত্তর দেয়		
১৪. যেসকল শিক্ষার্থী দেখে শেখে তাদের দৃশ্যমান উপকরণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করেন		
১৫. শিক্ষক কোনো কোনো শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত না করেই সে বিষয়ে মূল্যায়ন করেন		
১৬. মূল্যায়নে শিক্ষক একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি/ গোষ্ঠিকে গুরুত্ব দেন।		
১৭. শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর স্ব-স্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক মূল্যবোধকে সম্মান করে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করেন।		
১৮. শিক্ষক প্রায়ই শ্রেণিকক্ষের সামনে অবস্থান করে নিম্নস্বরে এমনভাবে প্রশ্ন করেন যে, পিছনের অনেকেই তা বুঝতে পারে না।		
১৯.মূল্যায়নের নিমিত্তে শিক্ষকের বোর্ডের লেখা পিছনের শিক্ষার্থী দেখতে পারে না।		
২০. শিক্ষক সকল শিক্ষর্থীর বাড়ির কাজ সমান গুরুত্ব দিয়ে মূল্যায়ন করেন		
২১.মূল্যায়নের নিমিত্তে জোড়া / দল গঠনে দুর্বল ও সবল শিক্ষার্থী শিক্ষক বিবেচনা করেন না		
২২.মূল্যায়নের নিমিত্তে প্রশ্ন করতে বা কোনো কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক অভিন্ন কাঠিন্যের মাত্রা বিবেচনা করেন		
২৩. মূল্যায়নের নিমিত্তে প্রশ্নের উত্তর বা কোনো কাজের মান যায় হোক না কেন শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে সমানভাবে উৎসাহিত করেন না		

প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি/শিক্ষক যেভাবে মূল্যায়ন করেন	মূল্যায়ন পদ্ধতিটি কি সকল শিক্ষার্থীর জন্য সহায়ক/ইনক্লুসিভ? (হ্যাঁ/না)	সহায়ক/ইনক্লুসিভ না হলে তা করার উপায় / উপায়সমূহ **(বুলেট পয়েন্টে লিখুন)**
২৪.মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগের সময় শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে সমান গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন		
২৫. মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুযায়ী সময় দেন, ইত্যাদি		

কর্মপত্র-২ (পূরণকৃত)

প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি/শিক্ষক যেভাবে মূল্যায়ন করেন	মূল্যায়ন পদ্ধতিটি কি সকল শিক্ষার্থীর জন্য সহায়ক/ইনক্লুসিভ? (হ্যাঁ/না)	সহায়ক/ইনক্লুসিভ না হলে তা করার উপায় / উপায়সমূহ
১. মূল্যায়নে শিক্ষক ছাত্র বা ছাত্রীদের বেশি গুরুত্ব দেন	না	-মূল্যায়নে ছাত্র ও ছাত্রীদের সমান গুরুত্ব দেওয়া
২. পারগ শিক্ষার্থীদের বেশি প্রশ্ন করেন	না	-শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও চাহিদা অনুসারে প্রশ্ন করা -শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুসারে প্রশ্নের কাঠিন্যের মাত্রা নির্ধারণপূর্বক প্রশ্ন করা
৩. শিক্ষক শিক্ষার্থীর শারীরিক/মানসিক/শ্রবণ/ বাক/ দৃষ্টি/বুদ্ধি প্রতিবন্ধকতা এবং অতি মেধাবী বিবেচনা করে মূল্যায়ন করেন না	না	-শিক্ষার্থীর প্রতিবন্ধীর ধরন বিবেচনা করে মূল্যায়ন করা
৪. জোড়ায়/দলগত কাজ দিয়ে শিক্ষক সকল জোড়া/দলের কাজ মূল্যায়ন করেন না	না	-জোড়ায়/দলগত কাজ দিয়ে শিক্ষক সকল জোড়া/দলের কাজ মূল্যায়ন করেন ও ফলাবর্তন দেন
৫. জোড়ায় কাজ দিয়ে শিক্ষক সতীর্থ মূল্যায়ন করান	হ্যাঁ	---
৬. শারীরিক প্রতিবন্ধীর কারণে যে শিক্ষার্থী লিখতেই পারে না তাকে লিখতে দেন	না	-বিষয়ের প্রকৃতি অনুযায়ি অন্য মূল্যায়ন পদ্ধতি যেমন- মৌখিক বা ব্যবহারিক/প্রজেক্ট ওয়ার্ক ইত্যাদির মাধ্যমে মূল্যায়ন করা
৭. শিক্ষক শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুযায়ী বাড়ির কাজ দেন না	না	- শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুযায়ি বাড়ির কাজ দেওয়া
৮. শিক্ষক এমনভাবে প্রশ্ন করেন যে, বেশিরভাগ শিক্ষার্থী উত্তর দিতে ভয় পায়	না	- উত্তর দিতে পারে এমন প্রশ্ন করা অর্থাৎ শেখানো হয়েছে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করা - প্রশ্ন করার সময় শারীরিক ভাষা ইতিবাচক করা

প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি/শিক্ষক যেভাবে মূল্যায়ন করেন	মূল্যায়ন পদ্ধতিটি কি সকল শিক্ষার্থীর জন্য সহায়ক/ইনক্লুসিভ? (হ্যাঁ/না)	সহায়ক/ইনক্লুসিভ না হলে তা করার উপায় / উপায়সমূহ
		- শিক্ষার্থীর বোধগম্য করে প্রশ্ন করা
৯. একক কাজ দিয়ে শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর কাজ মূল্যায়ন করেন না।	না	- সকল শিক্ষার্থীর কাজ মূল্যায়ন করা - জোড়ায়/ সতীর্থ মূল্যায়নের মাধ্যমে সকলের কাজ মূল্যায়ন করা
১০. শিক্ষক দ্বৈচয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বোর্ডে কাজ দেন	হ্যাঁ	---
১১. শিক্ষক এমনভাবে প্রশ্ন করেন যে, কিছু শিক্ষার্থী তা শুনতে পারে না	না	- শ্রবণযোগ্য কণ্ঠে প্রশ্ন করা - প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করা
১২. কিছু শিক্ষার্থীর উত্তর/কোনো কাজকে শিক্ষক সব সময় নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করেন	না	-সকল শিক্ষার্থীর কাজকে সবসময় ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা -সকল শিক্ষার্থীর শিখন সংশ্লিষ্ট কাজকে উৎসাহিত করা
১৩. শিক্ষক সব সময় সকলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন এবং যে পারে সেই শুধু উত্তর দেয়	না	-প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর নাম উল্লেখ করে প্রশ্ন করা -শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও চাহিদা অনুসারে প্রশ্ন করা
১৪. যেসকল শিক্ষার্থী দেখে শেখে তাদের দৃশ্যমান উপকরণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করেন	হ্যাঁ	--
১৫. শিক্ষক কোনো কোনো শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত না করেই সে বিষয়ে মূল্যায়ন করেন	না	-যেকোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতপূর্বক মূল্যায়ন করা
১৬. মূল্যায়নে শিক্ষক একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি/ গোষ্ঠিকে গুরুত্ব দেন।	না	-সকল শ্রেণি/গোষ্ঠিকে সমান গুরুত্ব দিয়ে মূল্যায়ন করা
১৭. শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর স্ব-স্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক মূল্যবোধকে সম্মান করে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করেন।	হ্যাঁ	--
১৮. শিক্ষক প্রায়ই শ্রেণিকক্ষের সামনে অবস্থান করে নিম্নস্বরে এমনভাবে প্রশ্ন করেন যে, পিছনের অনেকেই তা বুঝতে পারে না।	না	- শ্রবণযোগ্য কণ্ঠে প্রশ্ন করা - প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করা

প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি/শিক্ষক যেভাবে মূল্যায়ন করেন	মূল্যায়ন পদ্ধতিটি কি সকল শিক্ষার্থীর জন্য সহায়ক/ইনক্লুসিভ? (হ্যাঁ/না)	সহায়ক/ইনক্লুসিভ না হলে তা করার উপায় / উপায়সমূহ
১৯.মূল্যায়নের নিমিত্তে শিক্ষকের বোর্ডের লেখা পিছনের শিক্ষার্থী দেখতে পারে না।	না	- বড় ও স্পষ্ট করে লখা - সকলে দেখতে পারে এমন স্থানে লেখা - প্রয়োজনে বোর্ডে আলোর প্রতিফলন বন্ধ করা - শ্রেণিকক্ষে প্রয়োজনীয় আলোর ব্যবস্থা করা
২০. শিক্ষক সকল শিক্ষর্থীর বাড়ির কাজ সমান গুরুত্ব দিয়ে মূল্যায়ন করেন	হ্যাঁ	--
২১.মূল্যায়নের নিমিত্তে জোড়া / দল গঠনে দুর্বল ও সবল শিক্ষার্থী শিক্ষক বিবেচনা করেন না	না	-জোড়া / দল গঠনে দুর্বল ও সবল শিক্ষার্থী বিবেচনা করা
২২.মূল্যায়নের নিমিত্তে প্রশ্ন করতে বা কোনো কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক অভিন্ন কাঠিন্যের মাত্রা বিবেচনা করেন	না	-প্রশ্ন করতে বা কোনো কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুয়ায়ী প্রশ্নের কাঠিন্যের মাত্রা বিবেচনা করা
২৩. মূল্যায়নের নিমিত্তে প্রশ্নের উত্তর বা কোনো কাজের মান যায় হোক না কেন শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে সমানভাবে উৎসাহিত করেন না	না	-কাজের মান যায়ই হোক না কেন সকল শিক্ষার্থীকে সমানভাবে উৎসাহিত করা - শিক্ষার্থী ভুল করলেও সেটাকে সরাসরি নাকোচ না করে বরং সঠিকটি করতে উৎসাহিত করা
২৪.মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগের সময় শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে সমান গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন	হ্যাঁ	--
২৫. মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুযায়ী সময় দেন, ইত্যাদি	হ্যাঁ	--

তথ্যপত্র-১ (সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রশ্নমালা)

৩য় প্রান্তিক মূল্যায়ন-২০২৪
শ্রেণিঃ তৃতীয়
বিষয়ঃ বাংলা
সময়ঃ ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমানঃ ১০০

১। কবিতা ও কবির নাম সহ 'আমার পণ' অথবা আদর্শ ছেলে কবিতার প্রথম আট লাইন লেখ। ১+১+৮= ১০

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখ। (যে কোন পাঁচটি) ২×৫= ১০

ক) ইসলামের প্রথম খলিফা কে ছিলেন?
খ) নিকোলাস কোন দেশে জন্মগ্রহন করেন?
গ) তালগাছ কবিতাটির কবির নাম কী?
ঘ) কেমন ছেলে কেউ চায় না?
ঙ) রাজারবাগ পুলিশ লাইন কীসের স্মৃতি বহন করে?
চ) আমরা সারাদিন কীভাবে চলব?
ছ) তালগাছ মনে মনে কাকে মা ভাবে?

৩। রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লেখ (যে কোন তিনটি) ৫×৩=১৫

ক) শিশুরা কি পণ করবে?
খ) কীভাবে দেশের কল্যাণ হবে?
গ) হযরত আবু বকর (রা) মৃত্যুর আগে মেয়েকে কী বলেছিলেন?
ঘ) কবে, কখন পাকিস্তানি সেনারা রাজার বাগে আক্রমন করে?
ঙ) নিকোলাস ঘুরে ঘুরে কাদের সন্ধান করতেন এবং কেন?

৪। শব্দার্থ লেখ (যে কোন পাঁচটি) ১×৫=৫

দৃঢ়, ফাঁকি, রীতি, সাধ, চেতনা, গর্ব, মুক্ত

৫। বাক্য গঠন কর (যে কোন পাঁচটি) ১×৫=৫

অত্যাচার, ঝগড়া, ধনী, মেঘ, উৎসব, পণ, ইচ্ছা

৬। নিচের শব্দ গুলো দিয়ে খালি জায়গা পূরণ কর। ১×৫=৫

সংবর্ধনা, অবাক, দায়িত্ব, পরিপাটি, কাজে

ক) শিক্ষকরা কয়েকজন শিক্ষার্থীকে কাজের ---------দিলেন।
খ) তাদের কে ফুল দিয়ে ---------দেওয়া হলো।
গ) বড় হতে হবে ---------।
ঘ) পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরটি খুব --------- করে সাজানো।
ঙ) সোহরাওয়ার্দী --------- হয়ে তাকালেন

৭। সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ। ১×৫=৫

ক) ক্রীতদাস অর্থ-
(১) কেনা গোলাম (২) মনিব (৩) মুয়াজ্জিন (৪) খলিফা

খ) তালগাছ উঁকি মারে ---------
(১) দরজায় (২) জানালায় (৩) আকাশে (৪) বাতাসে

গ) নিকোলাস মানে ---------
(১) সমুদ্র জয় (২) মানব জয় (৩) পাহাড় জয় (৪) বিশ্ব জয়।

ঘ) হযরত আবু বকর (রা) মৃত্যুবরণ করেন ---------
(১)৭৩৪ খ্রি (২) ৬৭০ খ্রি (৩) ৭৭৩ খ্রি (৪) ৬৩৪ খ্রি

ঙ) বাতাস হলে তালগাছের- ---------
(১) পাতা কাঁপা থেমে যায় (২) মনের ইচ্ছা থেমে যায় (৩) থরথর করে পাতা কাঁপে (৪) থম্থর করে পা কাঁপে।

৮ নিচের শব্দগুলোর লিঙ্গান্তর করঃ (যে কোনো ৫ টি) ১×৫=৫

বাবা, ভাই, বর, স্বামী, ছেলে , কাকা , মামা

৯। যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে একটি করে শব্দ গঠন কর। ২×৫=১০

ন্ত, র্থ, জ্ঞ, ন্ম, স্থ ছ্ছ, ক্ষ

১০। বিপরীত শব্দ লেখ (যে কোন ৫টি) ১×৫=৫

জন্ম, ধনী, ভালোবাসা, সাহসী, মুক্ত, শাস্তি, দয়ালু।

১১। ডানদিক থেকে শব্দ নিয়ে বাম দিকের সাথে মিল কর। ১×৫=৫

বামদিক	ডানদিক
১। সারাদিন আমি যেন	১। কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়।
২। তালগাছ	২। ভালো হয়ে চলি
২। চেতনা রয়েছে যার	৩। সামলিয়ে থাকি
৪। সাবধানে যেন লোভ	৪। সে কি পড়ে রয়
৫। মনে সাধ	৫। একপায়ে দাড়িয়ে।

১২। নিচের অনুচ্ছেদটিতে যথাস্থানে বিরাম চিহ্ন বসিয়ে উত্তর পত্রে লেখ। ১×৫=৫

নোমান স্যার বললেন স্কুলে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে তোমরা অংশ নিতে চাও অনেকেই বললো জি স্যার।

১৩। শিশু কিশোর একাডেমির ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় তুমি অংশ গ্রহণ করতে চাও। তোমার নিজের তথ্য দিয়ে ছকটি পূরণ করো। ৫

শিশু কিশোর একাডেমি
হিজলা, বরিশাল
ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা-২০২৪

১।নামঃ
২। বিদ্যালয়ের নামঃ
৩। শ্রেণি
৪। রোল নম্বরঃ
৫। জন্ম তারিখঃ

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

১৪। নিচের যে কোন একটি বিষয়ের উপর ১০০ শব্দের অনুচ্ছেদ লেখ। ১০

ক) আমাদের বিদ্যালয়
খ) তোমার প্রিয় খেলা
গ) হযরত আবু বকর (রা:)

তথ্যপত্র-২ (৫টি বিভিন্ন শ্রেণি ও বিষয়ের প্রশ্ন)

প্রশ্নমালা-১

১৪. নিচের যেকোন একটি বিষয়ে তোমার নিজের মত করে একটি অনুচ্ছেদ লেখ। ১x১০ = ১০

(ক) তোমার পরিবার

(খ) তোমার শখ

(গ) তোমার বিদ্যালয়

(ঘ) দেশের কল্যাণে তোমার করণীয়

(ঙ) পরিচিত পরিবেশ।

৩য় প্রান্তিক মূল্যায়ন ২০২৪

পূর্ণমানঃ-১০০
সময়ঃ ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

১. কবি ও কবিতার নামসহ 'আদর্শ ছেলে' অথবা 'আমার পণ কবিতার প্রথম ৮ লাইন লেখ। ১+১+৮= ১০

২. নিচের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ। (যেকোন ৫ টি) ২x৫ = ১০

(ক) নিকোলাস কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন?

(খ) নিকোলাস কেমন পরিবারে জন্মগ্রহন করেন?

(গ) তালগাছ কবিতাটির কবির নাম কি?

(ঘ) শিশুরা কি পণ করবে?

(ঙ) কিভাবে দেশের কল্যান হবে?

(চ) জাদুঘরে ঢুকতেই প্রথমে কী চোখে পড়ে?

(ছ) কবে, কখন পাকিস্তানি সেনারা রাজার বাগে আক্রমণ করে?

৩. রচনামূলক প্রশ্ন লেখ। (যেকোন ৩টি) ৫x৩= ১৫

(ক)পাঁচটি ভাল কাজের নাম লেখ

(খ) গাছ আমাদের কী কী উপকার করে?

(গ) তোমার বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় কোন কোন প্রতিযোগিতা হয়?

(ঘ) দেশের কল্যাণের জন্য আমরা কী কী করব?

(ঙ) পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে রিতা ও রবিন কী কী দেখল?

৪. শব্দার্থ লেখ (যেকোন ৫টি) ১x৫ = ৫

মুক্ত, হেলা, কভু, রীতি, সাধ, আরবার, উৎসব

1/2

৫. বাক্য গঠন কর (যেকোন ৫টি) ১x৫ = ৫

খেলা, লোভ, মজার, ধনী, ইচ্ছা, পৃথিবী, লড়াই।

৬. শূণ্যস্থান পূরন কর। ১×৫=৫

(ক) বাংলাদেশ _____ দেশ।

(খ) পদ্মা নদীর _____ খুব বিখ্যাত।

(গ) ঘড়িয়াল দেখতে _____ মত।

(ঘ) মেঘনা নদীতে এক সময় অনেক _____ দেখা যেত।

(ঙ) নদী বাঁচলে আমরা বাঁচব, _____ বাঁচবে।

৭. সঠিক উত্তরটি বাছাই করে খাতায় লেখা ১x৫ = ৫

ক) ক্রীতদাস অর্থ -

(১) কেনা গোলাম (২) মুয়াজ্জিন

(৩) মনিব (৪) খলিফা

(খ) তালগাছ উঁকি মারে-

(১) আকাশে (২) বাতাসে

(৩) জানালায় (৪) দরজায়

(গ) তালগাছের মনের ইচ্ছা-

(১) সব গাছের চেয়ে উঁচুতে উঠবে (২) কালো মেঘ ফুঁড়ে উড়ে যাবে

(৩) আকাশে উঁকি মেরে দেখবে (৪) এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবে

(ঘ) বাতাস হলে তালগাছের –

(১) পাতা কাঁপা থেমে যায় (২) মনের ইচ্ছা থেমে যায়

(৩) থথথর করে পাতা কাঁপে (৪) থথথর করে পা কাঁপে

(ঙ) নিকোলাস মৃত্যুবরণ করেন –

(১) ১০ই ডিসেম্বর (২) ৫ই নভেম্বর

(৩) ৬ই ডিসেম্বর (৪) ৮ই অক্টোবর

৮. লিঙ্গ পরিবর্তন কর (যে কোন ৫টি) ১x৫ = ৫

বাবা, ভাই, বর, স্বামী, ছেলে, চাচা, মামা।

৯. যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে ১টি করে শব্দ লেখ। ১x৫ = ৫

ক্ক, ন্ম, চ্ছ, ত্ত, র্থ, ন্ধ, স্প

১০. বিপরীত শব্দ লেখ (যেকোন ৫টি) ১x৫ = ৫

অল্প, কষ্ট, দয়ালু, সাহসী, সামনে, জন্ম, রাত।

১১. মিল করে খাতায় লেখ। ১x৫ = ৫

ক) তালগাছ	ঠিক তার মাথাতে
খ) তাইতো সে	বাতাসে
গ) মনে সাধ	মা যে হয় মাটি তার
ঘ) তার পরে	হাওয়া যেই নেমে যায়
ঙ) সেই ভাবে	একপায়ে দাঁড়িয়ে
	কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়
	থথথর করে পা কাঁপে

১২. বিরাম চিহ্ন ব্যবহার কর। ১x৫ = ৫

ঝিমিত বলল আমি গল্প বলায় অংশ নেবো গল্প বলতে আমার ভালো লাগে স্যার বললেন খুব ভালো

১৩. মনে করো, তুমি সাকিব / সাকিবা। তোমার বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নিচের ফরমটি পূরণ কর ১x৫ = ৫

প্রতিযোগির নাম	:
শ্রেণি	:
রোল	:
শাখা	:
অংশগ্রহণের বিষয়	:
তারিখ	:

2/2

প্রশ্নমালা-২

Questions:

a) What is vocabulary? 1
b) Why do you go to English Language Club? 2
c) What do you do to improve your English? 3

11. Fill in the gaps by writing the time so that the story makes sense. Write a.m or p.m with the time. 5

My name is Ashik. I went to a scout jamboree last January. We started at (a)------ in the morning from Sylhet and arrived Srimangal at (b) ---------, At (c)-------- the day started with cleaning. We had a scout class from (d)--- to (e)-----.

12. Rearrange the words in appropriate order to make meaningful sentences. 2×5=10

a) old/are/how/you/?
b) your/what's/father?
c) Done/homework/you/your/have/?
d) I/student/am/a/class/of/4.
e) Are/you/how?

13. Suppose, you are Rudra/Meghla. Your father's name is Mustain& mother is Shilakhanom. Your school is Bunagati Govt. Primary School. Your school has a library. You want to be a member of this library. Now you have to fill up the following form using the given information: 5

Library Member Form

1. Name: .....
2. Father's name: .....
3. Mother's name: .....
4. School's name: .....
5. Class: .....

Annual Assessm 2024
Cluster: a
Sub: English Class: Four
Time: 2.30 hours Full Marks: 100

Read the text and answer the questions no 1, 2, 3 & 4.

Reshma is a garment worker in Dhaka. She's 18 years old. Her family came to Dhaka from a village eight years ago. There was river erosion in her village. They lost their home. So the family came to Dhaka. Reshma's father worked as a rickshaw driver, but he died by an accident. Reshma's uncle Ratan helped the family. He found a small house for them atKalyanpur. He took Reshma to a garment factory in Mirpur. She works there now. Her younger brother Bablu goes to school. He's in class 5. Her mother stitches "NakshiKanthas" at home and sells them.

The garment factory is two kilometers from Reshma's house. In the morning, she walks to work. Some of her friends go by bus, rickshaw or scooter. She works from 8 a.m to 4 p.m. Reshma likes to go to the cinema, but she doesn't have much free time or money for this. She often works extra hours until 6 p.m. So that she can make more money. Her family needs this money for food and other things.

1. Fill in the gaps with the best words from the box. Find the information in the text. There are extra words which you need not use: 1×5=5

Job	Life	Handicrafts	Clothes
Legs	Penniless	Homeless	Foot

a) Reshma's work is to make .....
b) River erosion has made reshma'sfamily .....
c) Reshma goes to her workplace on .....
d) Reshma's father lost his ..... in an accident.
e) Reshma's uncle helped her to get a ..... in a garment factory.

2. Write 'True' for correct statement and 'False' for incorrect statement. 1×6=6

a) Reshma works in a jute mill.

1/2

b) Reshma's father died of cholera.
c) Her uncle managed a job for her.
d) She goes to work by bus.
e) She works extra hours.
f) Reshma's father was a bus driver.

3. Answer the following questions. 2×6=12

a) Why did Reshma's family come to Dhaka?
b) When did they come to Dhaka?
c) How did Reshma's father die?
d) Who helped Reshmafind a job?
e) What is the working time of Reshma?
f) What does her mother do for living?

4. Write a short composition about "A Garment Worker" 10

Read the text and answea the questions 5, 6, 7 & 8.

I am Sadia. I am a student of Fulpur Govt. Primary School. I am in class four. There are 250 students in our school. We have 6 teachers. There are two buildings with six rooms in our school. There are fifty students in our class. I love my school.

5. Fill in the blanks with the given words: 1×5=5

school	six	25	loves
50	class	buildings	

a) There are ..... students in Sadia's class.
b) The number of teachers are .....
c) Sadia .....her school.
d) Sadia is in .....four.
e) Two ..... have six rooms.s

6. Write 'True' for correct statement and 'False' for incorrect statement. 1×6=6

a) Sadia is a student of class five.
b) They have six teachers.
c) There is a large building in her school.
d) Sadia's class has 60 students.

e) She reads in Amuria Govt. Primary School.
f) Sadia loves her school.

7. Answer the following questions: 2×5=10

a) What class does Sadia study at?
b) What is Sadia?
c) What is the name of her school?
d) How many students does her own class have?
e) How many rooms do her school buildings have?

8. Write a letter to your friend about your school. 10

9. Make five WH questions from the given sentences with Who, What, When, Where, Why, Which & How. 2×5=10

a) Manik is six years old.
b) His sister's name is Mina.
c) Mina is a student.
d) Mina is Manik's younger sister.
e) They live inSylhet.

10. Read the instructions about how to learn English. Answer the following questions.

How to learn English

1. Enrich your vocabulary knowledge.
2. Read English story books and English newspaper.
3. Be a member of an "English Language Club".
4. Practise speaking English with your friends.
5. Don't hesitate if you make any mistake while speaking English.

2/2

প্রশ্নমালা-৩

ঙ) শরীরের সঙ্গে.....................ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

৩। সত্য-মিথ্যা নির্ণয় কর। (সত্য হলে সত্য এবং মিথ্যা হলে মিথ্যা লিখ) ৫x২=১০

ক) নিয়মিত ও পরিমিত আহার গ্রহন করতে হবে না।

খ) শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান বাংলাদেশে।

গ) আসন হলো যোগব্যায়ামের বিভিন্ন আসন।

ঘ) দেশের প্রতি ভালোবাসাই দেশপ্রেম।

ঙ) পরাজয় স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন রাবণ।

৪। বাম পাসের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল কর। ৫x২=১০

ক. দেশের প্রতি ভালোবাসাই	রক্ষা করব।
খ. দেশপ্রেম	উপেক্ষা করব।
গ. ধার্মিক মানুষ দেশকে	এড়িয়ে যান।
ঘ. দেশের স্বাধীনতাকে	দেশপ্রেম।
ঙ. রাবণ ছিলেন	ধর্মের অঙ্গ।
	ভলো বাসেন।
	লঙ্কার রাজা।

৫। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লিখ। (যে কোন ৫টি প্রশ্নের উত্তর লিখ।) ৫X৪=২০

ক) দেশপ্রেম কাকে বলে?

খ) মস্তিষ্ক কীসের কেন্দ্রস্থল?

গ) আমরা কেন আসন অনুশীলন করব?

ঘ) জগন্নাথ মন্দির কোথায় অবস্থিত?

ঙ) দেব দেবীর নাম অনুসারে বিভিন্ন মন্দিরের নাম হয় এরূপ দুটি মন্দিরের নাম লেখো।

চ) মন খারাপ হলে শরীর ও খারাপ হয় কেন?

ছ) স্বাস্থ্য রক্ষার দুটি উপায় লিখ।

৬। বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখ। (যে কোন ৫টি প্রশ্নের উত্তর লিখ।) ৫X৮=৪০

ক) মন খারাপ হলে শরীর ও খারাপ হয় কেন? সুস্থ থাকার জন্য আমাদের করতে হবে এমন চারটি কাজের নাম লেখ?

খ) আধুনিক কালে আসন ও মুদ্রা সম্পর্কে প্রচার করেছেন এমন দুইজনের নাম লিখ? আসনের চারটি প্রয়োজনীয়তা লেখ।

গ) আমরা দেশকে ভালোবাসব কেন? কার্ত বীর্য কীভাবে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন? এ সম্পর্কে চারটি বাক্য লিখ?

ঘ) কখন রথ যাত্রা উৎসব পালিত হয়? রথযাত্রা সম্পর্কে চারটি বাক্য লিখ?

ঙ) জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য মিছিল কেন হয়? এই উৎসব পালন করলে কী লাভ হয় তা চারটি বাক্যে লিখ?

চ) চন্দ্রনাথ কোথায় অবস্থিত? চন্দ্রনাথে কোন তিথিতে মেলা বসে? চন্দ্রনাথ সম্পর্কে চারটি বাক্য লিখ?

ছ) পদহস্তাসনের এরূপ নাম হয়েছে কেন? পদহস্তাসনের প্রনালি সম্পর্কে চারটি বাক্য লিখ?

তৃতীয় প্রান্তিক মূল্যায়ন-২০২৪

ক্লাস্ট

শ্রেণি: চতুর্থ ... বিজ্ঞান

পূর্ণমান: ১০০ সময়: ২.৩০ মিনিট

১। সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ। ১x১০=১০

১। কোনটি আবহাওয়ার উপাদান নয়?

ক) তাপমাত্রা খ) আর্দ্রতা

গ) অক্ষাংশ ঘ) বায়ুপ্রবাহ

২। আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রধান কারণ কী?

ক) বৃষ্টি খ) কুয়াশা

গ) বায়ুপ্রবাহ ঘ) মেঘ

৩। মেঘ তৈরি হয় কোনটি থেকে?

ক) বাতাস খ) রোদ

গ) শিশির ঘ) জলীয়বাষ্প

৪। পুড়ে যাওয়া রোগীর জন্য আমরা কী করব?

ক) পোড়া স্থানে ঠান্ডা পানি ঢালব খ) পোড়া স্থানে লোশন বা মাখন ব্যবহার করব

গ) পোড়া স্থানে বরফ লাগাব ঘ) যত দ্রুত সম্ভব ফোস্কা গলিয়ে ফেলব

৫। কোনটি যোগাযোগের আধুনিক প্রযুক্তি?

ক) ধোঁয়ার সংকেত খ) ইন্টারনেট

গ) বার্তাবাহী পায়রা ঘ) ঢাক

৬। তোমার বন্ধুর অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহের সর্বোত্তম উপায় কোনটি?

ক) রেডিও শোনা খ) টিভি দেখা

গ) বইপড়া ঘ) বন্ধুকে জিজ্ঞেস করা

৭। বাংলাদেশ কয় ঋতুর দেশ?

ক) দুই খ) চার

গ) ছয় ঘ) আট

৮। কোনটি প্রাকৃতিক সম্পদ নয়?

ক) আলো খ) মাটি

গ) বাড়ি ঘ) সূর্য

৯। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

ক) ১ ভাগে খ) ৪ ভগে

গ) ৩ ভাগে ঘ) ২ ভাগে

১০। উদ্ভিদ কোনটিকে খাদ্য তৈরিতে ব্যবহার করে?

ক) পানির স্রোত খ) ভূমি সম্পদ

গ) সূর্যের আলো ঘ) প্রাকৃতিক গ্যাস

২। শূন্যস্থান পূরণ কর। ৫X২=১০

ক) কোনো স্থানের বহু বছরের আবহাওয়ার সামগ্রিক অবস্থা হলো............।

খ) মেঘের ক্ষুদ্র পানি-কণা একত্রে মিলিত হয়ে..........হয়।

গ) বাংলাদেশে..........কালে কুয়াশা পড়ে।

ঘ) ভালো ফসল ফলাতে ....প্রয়োজন।

1/2

প্রশ্নমালা-৪

৬. একটি তাকে ৪২ টি বই রাখা যায়। এরূপে ২ টি তাক ভর্তি বই আছে। এছাড়া আরও ৮ টি বই আছে।

(ক) ২টি তাকে কতটি বই আছে? ১

(খ) সর্বমোট কতটি বই আছে? ৪

৭. এক ব্যাগ আলুর ওজন ১ কিলোগ্রাম ৩০০ গ্রাম।

(ক) ১ কিলোগ্রাম = কত গ্রাম? ১

(খ) ১ ব্যাগ আলুর ওজন মাপতে কী কী বাটখারা লাগবে? ৪

৮. মিজান প্রতিদিন সকালে ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ও বিকালে ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট হাঁটে।

(ক) ১২০ মিনিটে কত ঘণ্টা? ১

(খ) মিজান প্রতিদিন মোট কত সময় হাঁটে? ৪

৯. রিয়া ১০০ টাকা নিয়ে দোকানে গেল। সে ৬৯ টাকা ৭৫ পয়সা দিয়ে একটি বই কিনল।

(ক) রিয়ার কাছে আর কত টাকা রইল? ২

(খ) তোমার কাছে ৫ টাকা আছে। তোমার কাছে কত পয়সা আছে? ৩

১০. (ক) খালিঘরের সংখ্যা খুঁজে বের করি; ৫

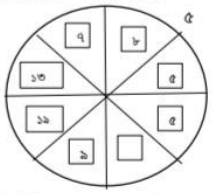

১১. সারণিটি একটি সবজির দোকানের সবজি বিক্রির মেমো। একে চিত্রলেখের মাধ্যমে প্রকাশ কর- ৫

সবজি	সংখ্যা
বেগুন	৫৫
ফুলকপি	২০
লাউ	৩৫

১২. বর্গ কাকে বলে? এমন একটি বর্গ অঙ্কন কর যার ১টি বাহুর দৈর্ঘ্য ৫ সেন্টিমিটার। ২+৩=৫

১৩. চিত্রসহ সংজ্ঞা দাও: ক. চতুর্ভুজ খ. আয়ত। ২+৩=৫

৩য় পাক্ষিক মূল্যায়ন ২০২০

ক্লাস্টা... ...র, ...

শ্রেণিঃ ৩য়

বিষয়ঃ গণিত

পূর্ণমানঃ-১০০

সময়ঃ ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

১। **"ক" বহুনির্বাচনি অংশ** ১×২০=২০

১। ৬ টি ঝুড়িতে ৩০টি আম আছে। ১টি ঝুড়িতে কতটি আম আছে?
(ক) ৫টি (খ) ১০ টি (গ)৮টি (ঘ)৬টি

২। ভগ্নাংশের উপরের অংশটিকে কি বলে?
(ক) লব (খ) হর (গ) ভগ্নাংশ (ঘ) সমতুল

৩। লব ৭, হর ১৩ হলে ভগ্নাংশটি কত?
(ক) ১৩/৭ (খ) ৭/১৩ (গ) ৫/৭ (ঘ) ১/১৩

৪। ১০০০ পয়সা= কত টাকা?
(ক)২০০টাকা (খ)১০০টাকা (গ) ১০টাকা (ঘ)২০টাকা

৫। ৫ হালি=কতটি?
(ক)২০টি (খ)১০টি (গ)১৬টি (ঘ)২৫টি

৬। ১ দিস্তা=কত তা?
(ক) ২৪তা (খ)২০তা (গ)১২০তা (ঘ)৩০০তা

৭।ভাগ অঙ্কে কয়টি অংশ থাকে?
(ক)২টি (খ)৩টি (গ)৪টি (ঘ)৫টি

৮। আদর্শ বাটখারা কতটি?
(ক) ৫টি (খ) ৭টি (গ)৮টি (ঘ)১০টি

৯। যে সংখ্যাকে ভাগ করা হয় তা হল?
(ক)ভাজক (খ)ভাজ্য (গ)ভাগফল (ঘ)ভাগশেষ

১০। ৬ কিলোগ্রাম =কত গ্রাম?
(ক)১০০০গ্রাম (খ)২০০০গ্রাম (গ)৫০০০গ্রাম (ঘ)৬০০০গ্রাম

১১। ৫ মিনিটে কত সেকেন্ড?
(ক)৬ সে (খ) ১৮০ সে (গ)৩০০ সে (ঘ)৬০০ সে

১২। ৮ টি লিচু দুইজনকে সমান ভাগে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকে কয়টি করে লিচু পাবে?

1/2

(ক)৮টি (খ) ৪টি (গ) ৩টি (ঘ) ২টি

১৩। ১ হালি ডিমের দাম ৪৮ টাকা হলে ৫ হালি ডিমের দাম কত?
(ক)২৪০টাকা (খ)২৫০টাকা (গ)৩০০টাকা (ঘ)৩৫০টাকা

১৪। ২৪×৪=৯৬, এখানে গুণ্য কত?
(ক)২০ (খ)২৪ (গ)৪ (ঘ)৯৬

১৫। ১-$\frac{১}{৩}$= কত?
(ক)২/৩ (খ)১/৩ (গ)৩/৩ (ঘ)৪/৩

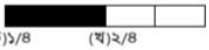

১৬।   চিত্রটির কত অংশ রঙ করা আছে?
(ক)১/৪ (খ)২/৪ (গ)৩/৪ (ঘ)৪/৪

১৭। ৫:৩০ মিনিট-২:২০ মিনিট = কত?
(ক)২:১০মিনিট (খ)৩:২০মিনিট (গ)৩:৩০মিনিট (ঘ)৩:১০মিনিট

১৮। ৫ টি লেবুর দাম ৮৫ টাকা হলে ১ টি লেবুর দাম কত?
(ক)১২টাকা (খ)১৭টাকা (গ)১৫টাকা (ঘ)২০টাকা

১৯। একটি বর্গক্ষেত্রের কয়টি বাহু সমান?
(ক) ১টি (খ) ২টি (গ) ৩টি (ঘ) ৪টি

২০। নিচের কোন চিত্রটি একটি আয়ত?

"খ" শূণ্যস্থান পূরণ ১×১০ = ১০

১. 80 +☐=৭০

২. ১২৫- ☐ = ৯৫

৩. এক চতুর্থাংশ = ☐

৪. ২ টাকার ৫০টি নোট = ☐ টাকা

৫. ১০ টাকার ☐ টি নোট= ২০০ টাকা

৬. ꟷꟷ। দ্বারা ☐ সংখ্যা বোঝায়।

৭. ১ সেন্টিমিটার = ☐ মিলিমিটার।

৮. ১ কিলোমিটার=☐সেন্টিমিটার।

৯. একটি আয়তের☐ বাহুগুলো সমান।

১০. বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেকটি কোন ☐

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: (যেকোন ১০টি প্রশ্নের উত্তর দাও)। ২x১০ = ২০

(ক) ৫x২+৩ = কত?

(খ) ২৮÷৪ - ৩ = কত?

(গ) একটি কলমের দাম ৭ টাকা হলে ৫টি কলমের দাম কত?

(ঘ) ৯০০ টাকা - ২৭৯ টাকা ৫৫ পয়সা = কত?

(ঙ) ২০ টাকা + ২৫ পয়সা + ৫০ পয়সা + ৩০ টাকা = কত?

(চ) প্রতীক দিয়ে ছোট বড় তুলনা কর; ৩/৭,৫/৭

(ছ) ২/৫ এর একটি সমতুল ভগ্নাংশ লেখ।

(জ) ১ কিলোমিটার = কত মিটার?

(ঝ) ৩মিনিট = কত সেকেন্ড?

(ঞ) ট্যালি চিহ্ন ব্যবহার করে ৫ লিখ।

(ট) চারটি বাহু দ্বারা আবদ্ধ যেকোন আকৃতির নাম কি?

(ঠ) সকল বর্গই কি?

রচনামূলক অংশঃ ১১ নং এবং ১২ নং প্রশ্নের উত্তর- সহ যে কোন ১০টি প্রশ্নের উত্তর দাও। **৫×১০=৫০**

১. একটি বই ও তিনটি কলমের মূল্য একত্রে ৯৫ টাকা। একটি কলমের মূল্য ২০টাকা হলে

(ক) ৩টি কলমের মূল্য কত? ২

(খ) ১টি বইয়ের মূল্য কত? ৩

২. ফয়সাল প্রতি মাসে ১২০টাকা বৃত্তি পায়। সে ১ বছরের টাকা থেকে তার বোন রিনাকে ৩৫০ টাকা দেয়।

(ক) ফয়সাল ১৫ মাসে কত টাকা বৃত্তি পায়? ২

(খ) তার কাছে কৃত টাকা অবশিষ্ট আছে? ৩

৩. একটি কেকের ৫/৮ অংশ রফিককে এবং ৩/৭ অংশ নিধিকে দেওয়া হল।

ক) ৩/৭ ভগ্নাংশটির লব ও হর লেখ। ১+১=২

খ) তারা একত্রে মোট কত অংশ পেল। ৩

৪. রিয়ার ৪/৫ লিটার জুস আছে এবং হিয়ার ৩/৫ লিটার জুস আছে।

(ক) .৪/৫ এবং ৩/৫ কে ছোট বড় প্রতীক দ্বারা প্রকাশ কর। ১

(খ) হিয়ার থেকে রিয়ার কত লিটার জুস বেশি আছে? ৪

৫. নিপার বাড়ি এবং উদ্যানটির মধ্যবর্তী দুরত্ব ৭ কিলোমিটার।

(ক) ১ মিটার = কত সেন্টিমিটার? ১

(খ) ৭ কিলোমিটারকে মিটারে প্রকাশ কর। ৪

2/2

প্রশ্নমালা-৫

৩য় প্রান্তিক মূল্যায়ন ২০২৪

ক্লাস্টারঃ উ া ব, বি স
শ্রে। ।০ ৪র্থ
বিষয়ঃ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
পূর্ণমানঃ-১০০
সময়ঃ ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

১) বহুনির্বাচনি (সঠিক উত্তর)-১০টি **১x১০=১০**

১. পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা
ক) রাজা শশাংক খ) রাজা গোপাল গ) রাজা লণ সেন ঘ) শায়েস্তা খান

২. বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়?
ক) ১৯০৫ খ্রি খ) ১৩৫৩ সি গ)১২০৪ খ্রি ঘ) ১২০৫ খ্রি

৩. ঘূর্ণিঝড়ের মহাপিদ সংকেত হলো
ক) ১ নং খ) ১০ নং গ) ৬নং ঘ) ৪ নং

৪. কত সালে ৬ দফা দাবি উত্থাপিত হয়?
ক) ১৯৬৯সালে খ)১৯৬৬ সালে গ)১৯৭০ সালে ঘ)১৯৫৪ সালে

৫. কোনটি সংস্কৃতির অংশ নয়?
ক) ভাষা খ) পাশাক গ) গাড়ি ঘ) ধর্ম

৬. চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিতে___
ক্) জন্মহার কমছে খ) মৃত্যুহার কমছে
গ) জন্মমৃত্যুর হার সমান ঘ) মৃত্যুহার বাড়ছে

৭. কথায় আছে "মাছে ভাতে" _
ক) ইংরেজি খ) জার্মানি গ) বাঙ্গালী ঘ) আমেরিকান

৮. বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের _____ অবস্থিত।
ক) পশ্চিমে খ) উত্তরে গ) পূর্বে ঘ) দক্ষিণে

৯. বৃষ্টির দিনে _____ খাওয়া বাঙালীদের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে?
ক) পান্তা ভাত খ) বিরিয়ানি গ) খিচুড়ি ঘ) মিষ্টি

1/2

১০. বাংলাদেশের জলবায়ুকে প্রধানত করটি ভাগে ভাগ করা যায়?
ক) ২টি খ) ৩টি গ)৪টি ঘ) ৫টি

২) শূন্যস্থান পূরণ (যেকোন ৫টি) **২x৫=১০**

ক) বর্ষা ঋতুতে গড়ে – সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়।
খ) সংস্কৃতি হচ্ছে আমাদের প্রতিদিনের ______ ধরণ।
গ) শাড়ি বাংলাদেশের মেয়েদের _______ পোশাক।
ঘ) ভাষা শহিদের স্মরণে ঢাকায় ________ গড়ে তোলা হয়।
ঙ) অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে সমাজে ______ বেড়ে যায়।
চ) প্রাচীন যুগে ধান আর ______ ছিল প্রধান ফসল।
ছ) পাল রাজবংশ বাংলায় প্রায় ______ বছর রাজত্ব করেছিল।

৩) শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় কর। **২x৫=১০**

ক) বছরের সবচেয়ে উষ্ণ মাস এপ্রিল।
খ) রাজা শশাংকের রাজধানী ছিল কর্নসুবর্ণ।
গ) শায়েস্তা খানের আমলে আট টাকায় এক মণ চাল পাওয়া যেত।
ঘ) ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রণ্ট গঠিত হয়।
ঙ বাংলাদেশের জনসংখ্যা আয়তনের তুলনায় অনেক বেশি।

৪) মিলকরণ------- **২x৪=৮**

বামপাশ	ডানপাশ
ক) বাংলাদেশে নানা ধরনের	নদী রয়েছে
খ) ১৯৮৭ সাল থেকে বাংলাদেশ	বন্যার প্রকোপ বেশি থাকে
গ) আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাসের মধ্যে মুলত	ভূমিকম্প হয়েছে
ঘ) বন্যার ফলে মানুষের জীবন, ফসল, বাড়িঘর এবং	৭ টি ভয়াবহ বন্যা হয়েছে
	দুর্যোগ ঘটে
	রাস্তাঘাটের অনের ক্ষতি হয়

৫) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও। **৩x১০=৩০**

ক) কারা বারো ভূঁইয়া নামে পরিচত?
খ) প্রাচীনকালে কোন রাজবংশ প্রায় ৪০০ বছর ধরে রাজত্ব করেছিল?
গ) জনসংখ্যার ঘনত্ব কাকে বলে?
ঘ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাতে নারী কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে?
ঙ) বাংলাদেশে কোন কোন বছর ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল?
চ) বন্যা হলে জনজীবন খুব বিপাকে পড়ে এরপরেও বন্যার একটি সুফল রয়েছে। সেটি উল্লেখ কর।
ছ) কাপ্তাই হ্রদ কোথায় অবস্থিত?
জ) আমাদের প্রধান লোকসংগীত এর নাম উল্লেখ কর।
ঝ) ভাতের সাথে তোমরা কী খাও।
ঞ) পর্যটকেরা বঙ্গসাগরের আশেপাশে কোন কোন দর্শনীয় স্থানে ঘুরে আসতে পারে উল্লেখ কর।
ট) রেডিওর সংবাদ হলে শুনে রানা জানতে পায় তার এলাকায় বন্যা দেখা দিবে। এক্ষেত্রে বন্যার আগে রানা কী করবে?
ঠ) তোমার মতে, দেশে কোন শাসক মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

৬) রচনামুলক প্রশ্নের উত্তর দাও। ৬টি থেকে- ৪টির উত্তর কর। **৮X৪=৩২**

ক) বন্যা কোন ধরনের দুর্যোগ? বনার দুটি কারণ উল্লেখ কর? বন্যার প্রভাব সম্পর্কে ৫টি বাক্য লিখ। (১+২+৫)

খ) পৃথিবীর দীর্ঘতম বালুকাময় সমুদ্রসৈকতের নাম কী? এটি কোথায় অবহিত? এ সমুদ্র সৈকত সম্পর্কে ৫ টি বাক্য লিখ। (১+২+৫)

গ) জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম? জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণগুলো লিখ। অতিরিক্ত জনসংখ্যা কি ধরনের কুফল বয়ে আনে, লিখ। (১+৪+৩)

ঘ) দুর্যোগ শব্দের অর্থ কী? আগুন লাগা কি ধরণের দুর্যোগ? আগুন লাগার কারণ গুলো ৬টি বাক্যে উল্লেখ কর। (১+১+৬)

ঙ) কখন গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল? এ অভ্যুত্থান কেন হয়েছিল? অভ্যুত্থানে কারা শহীদ হয়েছিল? (২+২+৪)

চ) সংস্কৃতি কী? বাঙালী সংস্কৃতির প্রধান প্রধান উপাদানের নাম লিখ। আমরা কেন আমাদের সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করব? বাঙালী সংস্কৃতির কোন বিষয় টি তোমার সবচেয়ে পছন্দের এবং কেন? (১+২+২+৩)

2/2

তথ্যপত্র-৩

অধিকাংশ সময় শিক্ষক/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, শিখন চাহিদা ও দুর্বলতা,শারীরিক/শ্রবণ/বাক/দৃষ্টি/বুদ্ধি প্রতিবন্ধকতা/জেন্ডার সমতা/অতি মেধাবী/সামাজিক ও সংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতা/বৈচিত্র, পরীক্ষার সময়, ইত্যাদি বিবেচনা করেন না অর্থাৎ প্রশ্নটি ইনক্লুসিভ হয় না। নিচে সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য প্রণিত প্রশ্ন ইনক্লুসিভ করার বিষয়ে কিছু ক্ষেত্র/কারণ উল্লেখ করা হলো:

- সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় ইনক্লুসিভ মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হলে প্রতিটি শ্রেণির প্রতিটি বিষয়কে সমান গুরুত্ব দিয়ে মূল্যায়ন করতে হবে। যেমন অনেক সময় আমরা ১ম ও ২য় শ্রেণির ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান (সমন্বিত), ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং শিল্পকলা বিষয়কে কম গুরুত্ব/সময় দিয়ে বা দায়সারাভাবে মূল্যায়ন করি। আবার কোনো কোনো সময় এ বিষয়গুলোর মূল্যায়ন একেবারেই করি না। এতে মূল্যায়ন ইনক্লুসিভ হয় না কারণ শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুয়ায়ী মূল্যায়িত হওয়ার সুযোগ পায় না। যেমন যে শিক্ষার্থী শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা/সংগীতে ভালো তাকে যদি এ বিষয়ে মূল্যায়ন করা না হয় তাহলে সে তার সামর্থ্য কাজে লাগানো থেকে বঞ্চিত হবে।
- প্রতিটি শ্রেণির বিষয়সমূহের স্ব-স্ব মূল্যায়ন ক্ষেত্রসমূহকে (যা শিক্ষাক্রমের চাহিদা) প্রশ্ন প্রণয়ের সময় বিবেচনা করা হয় না। যেমন- বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা এবং বিজ্ঞান বিষয়ে বিষয়জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ বিবেচনা করে প্রশ্ন করা হয় না, ইত্যাদি।
- শিক্ষাক্রমের চাহিদা অনুসারে প্রতিটি শ্রেণির বিষয়সমূহে মৌখিক, লিখিত ও পর্যবেক্ষণ এই তিনটি পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করার সুযোগ আছে। যেমন-শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে মৌখিক, লিখিত ও ব্যবহারিক পদ্ধতির মাধ্যমে মূল্যায়ন না করে অনেক ক্ষেত্রে শুধু লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ শিক্ষাক্রমের চাহিদা অনুসারে লিখিত মূল্যায়নের পাশাপাশি বিকল্প মূল্যায়নের ব্যবস্থা না রাখা।
- প্রশ্ন প্রণয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর শারীরিক/মানসিক/শ্রবণ/বাক/দৃষ্টি/বুদ্ধি প্রতিবন্ধকতা এবং অতি মেধাবী বিবেচনাপূর্বক সামর্থ্য অনুযায়ি প্রশ্নে বিকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি না রাখা।
- শিক্ষার্থীর শারীরিক/মানসিক/শ্রবণ/ বাক/ দৃষ্টি/বুদ্ধি প্রতিবন্ধকতা এবং অতি মেধাবী বিবেচনাপূর্বক সামর্থ্য অনুযায়ি বিকল্প মূল্যায়ন উপকরণের ব্যবস্থা না রাখা।
- সামষ্টিক মূল্যায়নে সকল ধরনের শিক্ষার্থীর জন্য অভিন্ন সময় দেওয়া। অর্থাৎ বিশেষচাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর জন্য নমনীয় সময় ব্যবস্থাপনা না থাকা।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর জন্য নমনীয় মূল্যায়ন পদ্ধতি না থাকা।

- ❖ অনেক সময় বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠি এবং নারী ও পুরুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক মূল্যবোধইত্যাদিকে বিবেচনা না করে প্রশ্নে শব্দ/বাক্য /বিষয়বস্তু অন্তর্ভূক্ত করা।

- ❖ বহুমাত্রিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা না রাখা। অর্থাৎ মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য কাজে লাগানোর নিমিত্তে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ না রাখা।

- ❖ সকল ধরনের ও বয়সের শিক্ষার্থীর সামর্থ্য বিবেচনাপূর্বক প্রশ্নের কাঠিন্যের মাত্রা (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, উচ্চতর দক্ষতা) কম/বেশি রাখা।
- ❖ যেসকল শিক্ষার্থীর লিখতে সমস্যা তাদের জন্য শ্রুতি লেখক/অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না রাখা।

- ❖ স্ব-স্ব মার্তৃভাষায় বিশেষ করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিক্ষার্থীর জন্য মূল্যায়নকে (ইংরেজি বিষয় ছাড়া) সার্বিকভাবে বিবেচনায় না রাখা।

- ❖ বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পারিবারিক/সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি কারণে কোনো শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে না পারলে তাদের জন্য বিকল্প/নমনীয় সময়ের ব্যবস্থা না রাখা।

- ❖ বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পারিবারিক/সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি কারণে কোনো শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে না পারলে তাদের জন্য নমনীয় মূল্যায়নের ব্যবস্থা না রাখা।

- ❖ উত্তরপত্র মূল্যায়নের পূর্বে একটি ইনক্লুসিভ মার্কিং গাইড প্রণয়ন করা যাতে নম্বর প্রদানে কোনো প্রকার বৈষম্য করার সুযোগ না থাকে।

- ❖ কোনো কোনো সময় মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় এবং মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রণয়নে সকল ধরনের শিক্ষার্থীর প্রতি সমান গুরুত্ব না দেওয়ার পাশাপাশি পক্ষপাতমূলক আচরণ করা।

- ❖ সকল শিক্ষার্থী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও স্ব-স্ব অভিভাবককে সমান গুরুত্ব না দিয়ে মূল্যায়নকৃত উত্তরপত্র দেখার সুযোগ না দেওয়া, ইত্যাদি।

৫ম দিন	শিরোনাম: একীভূত মূল্যায়নের ধারণা	অধিবেশন: ১৭

সময়: ১:৩০ ঘণ্টা

শিখনফল:

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

১. একীভূত মূল্যায়ন সম্পর্কিত ইতিবাচক ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২. ধারাবাহিক/গাঠনিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় একীভূত মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৩. সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় একীভূত মূল্যায়ন প্রশ্নকাঠামো ও মার্কিং গাইড তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন।

উপকরণ: মার্কার, পোস্টার পেপার, তথ্যপত্র-১, ছক-১, তথ্যপত্র-২, অধিবেশন-১৬ এর কর্মপত্র-২ (পূরণকৃত), প্রজেক্টর, ইন্টারনেট, সংশ্লিষ্ট পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা ও বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা, ইত্যাদি

পদ্ধতি ও কৌশল: একাকী চিন্তা, দলগত কাজ, উপস্থাপন ও আলোচনা, স্ব-মূল্যায়ন

কাজ-১ (১নং শিখনফলের জন্য) **সময়: ২৫ মিনিট**

১. শুরুতেই কুশল বিনিময়পূর্বক সকলকে স্বাগত জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।

২. আগের অধিবেশনের বিষয়বস্তু নিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করে আজকের অধিবেশনের সংযোগ স্থাপন করুন।

৩. নিচের লিঙ্কে গিয়ে ভিডিওটি প্লে করুন এবং প্রশ্নগুলো করুন:

https://www.youtube.com/watch?v=3SzazN2OrsQ

- আমরা ভিডিও থেকে কোন বিষয়ে কী ধারণা পেলাম?
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণ বিষয়ে সমাজের প্রচলিত কি ধারণা আছে?

৪. অংশগ্রহণকারীদের উপরের প্রশ্ন দুটির উত্তরের মধ্য দিয়ে বলুন শিক্ষার্থীদের একীভূত মূল্যায়নে/বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণে সমাজে নানা ধরণের ধারণা প্রচলিত যা আমরা আগের অধিবেশনে জেনেছি। এই ধারণার কোনোটি ইতিবাচক আবার কোনোটি নেতিবাচক। তাই আমরা এখন **"একীভূত মূল্যায়ন সম্পর্কিত ইতিবাচক ধারণা"** বিষয়ে জানবো।

৫. অংশগ্রহণকারীদের দিয়ে ৫টি দল গঠন করে নিচের ছকে পোস্টার পেপারে দলগত কাজ সম্পন্নপূর্বক যেকোনো ২টি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন এবং অন্য ৩টি দলে ভিন্ন কোনো বিষয় থাকলে তা বলতে বলুন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আলোচনা করুন। সময় দিন ১৫ মিনিট। প্রয়োজনে নিচের কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করুন:

- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের নমনীয় মূল্যায়ন হওয়া সমীচীন।
- সকল ধরনের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা বিশেষ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন নেই।
- শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও চাহিদা অনুসারে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন, ইত্যাদি।

ক্র. নং	একীভূত মূল্যায়নে ইতিবাচক ধারণা

৬. তথ্যপত্র-১ এর আলোকে একীভূত মূল্যায়ন সম্পর্কিত ইতিবাচক ধারণা স্পষ্ট করুন এবং দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে প্রশ্ন করে শিখন নিশ্চিত করুন / প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিন।

সমাজের সকল ধরনের শিক্ষার্থী তাদের সামর্থ্য ও শিখন চাহিদা অনুসারে শিক্ষা গ্রহণের অধিকার আছে। কোনো কারণে এর ব্যত্যয় ঘটলে সেই শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া ইনক্লুসিভ হবে না। সমাজে সৃষ্টি হবে বৈষম্য যা রাষ্ট্রীয় দর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক।

কাজ-২ (২নং শিখনফলের জন্য) **সময়: ২৫ মিনিট**

১. কাজ-২ শুরু করার আগে বলুন আমরা এখন গাঠনিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় একীভূত মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি কীভাবে প্রয়োগ করবো তা একটি পাঠ উপস্থাপনের মাধ্যমে জানবো।
২. পূর্বের নির্দেশনা অনুসারে পাঠ পর্যবেক্ষণ, বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থী নির্ধারণ করে দিন এবং সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে বলে পাঠ উপস্থাপন করতে বলুন। সময় দিন ১৫ মিনিট।
৩. **পাঠ পযবেক্ষকদের ছক-১** সরবরাহ করুন এবং সেই অনুসারে পর্যবেক্ষণ তথ্য লিখতে বলুন।
৪. পাঠ উপস্থাপন শেষে তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে পাঠ পর্যবেক্ষণকারীদের যেকোনো একজনের পর্যবেক্ষণ তথ্য সামনে এসে উপস্থাপন করতে বলুল এবং অন্যদের ভিন্ন কোনো বিষয় থাকলে তা বলতে বলুন।
৫. **অধিবেশন-১৬ এর কর্মপত্র-২ (পূরণকৃত)** এর আলোকে আলোচনা করে ধারণা স্পষ্ট করুন এবং দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে প্রশ্ন করে শিখন নিশ্চিত করুন / প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিন।

একীভূত মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের শেখার অভিজ্ঞতাকে আরও অর্থবহ ও কার্যকর করে তোলে। এটা কেবল বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান মূল্যায়ন করে না, বরং বাস্তব জীবনের দক্ষতা ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতাও উন্নত করে। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য একীভূত মূল্যায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কাজ-৩ (৩নং শিখনফলের জন্য) **সময়: ৪০ মিনিট**

১. কাজ-৩ শুরু করার আগে বলুন আমরা এখন সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় একীভূত মূল্যায়নের প্রশ্নকাঠামো এবং মার্কিং গাইড কীভাবে তৈরি করবো তা জানবো। প্রয়োজনে একীভূত মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণে এর গুরুত্ব তথ্যপত্র-২ অনুসারে ব্যাখ্যা করুন।
২. শুরুতেই সামষ্টিক মূল্যায়ন সম্পর্কে নিচের প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চান:

- আগে আমরা সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রচলিত পদ্ধতি সম্পর্কে কী কী জেনেছি?
- সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রচলিত পদ্ধতি কি ইনক্লুসিভ ছিল?

৩. এবার অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে তিনটি দল গঠনপূর্বক **অধিবেশন-১৬ এর তথ্যপত্র-৩** সরবরাহ করুন। এবং বলুন এই তথ্যপত্র থেকে আমরা জেনেছি যে, প্রচলিত সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র/টুলস প্রণয়নে অনেক বিষয় বিবেচনা করি না। তাই যে বিষয়গুলো সচরাচর আমরা বিবেচনা করি না সেগুলো বিবেচনা করে দলগতভাবে একটি করে ইনক্লুসিভ সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্নকাঠামো এবং মার্কিং গাইড প্রণয়ন করবো।

৪. বিশেষভাবে উল্লেখ্য করুন যে, এনসিটিবি কর্তৃক ইনক্লুসিভ সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রশ্নকাঠামো এবং মার্কিং গাইড প্রণয়ন করা হলে সেটা অনুসরণ করে নিজ নিজ শ্রেণি বাস্তবতার আলোকে ইনক্লুসিভ সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রশ্নকাঠামো এবং মার্কিং গাইড প্রণয়ন করতে বলুন। যদি এনসিটিবি কর্তৃক প্রণিত না হয়ে থাকলে **তথ্যপত্র-২** এর নমুনাটি প্রত্যেক দলকে সরবরাহ করুন এবং নিজ নিজ শ্রেণি বাস্তবতার আলোকে অনুসরণ করার জন্য বলুন।

৫. দলীয়কাজ করার আগে নমুনা সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রশ্নকাঠামো এবং মার্কিং গাইডটি বুঝিয়ে দিন। প্রয়োজনে বলুন এই প্রশ্নকাঠামোটিতে লিখিত মূল্যায়নের পাশাপাশি শিক্ষাক্রমের চাহিদা অনুসারে মৌখিক মূল্যায়নও রাখা আছে এবং শিক্ষার্থীর উত্তরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি সকল শিক্ষার্থীর জন্য যেন অভিন্ন হয় সে জন্য একটি মার্কিং গাইডও করা হয়েছে। এছাড়া এখানে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর জন্য পরীক্ষার সময় ও মূল্যায়ন পদ্ধতি নমনীয় করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া আছে।

৬. কাজটি নিচের নির্দেশনা এবং **তথ্যপত্র-২** অনুসরণ করে পোস্টার পেপারে তিনটি দলে করতে দিন। প্রয়োজনে সময় বিবেচনা করে দলের মধ্যেই সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্নকাঠামো এবং মার্কিং গাইড প্রণয়নের কাজ বণ্টন করে নিতে বলুন। দলীয় কাজে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা করুন। সময় দিন ৩০ মিনিট ।

দল	যে বিষয়ে সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র /টুলস এবং মার্কিং গাইড/নির্দেশনা প্রণয়ন (১০০ নম্বরের) করবেন	বিবেচ্য বিষয়
১	৩য় শ্রেণির বাংলা: ১ম প্রান্তিক পরীক্ষা পৃষ্ঠা ১ থেকে ৩৯	-উল্লিখিত পৃষ্ঠার মধ্যে বিদ্যমান বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে লিখিত মূল্যায়নের পাশাপাশি বিকল্প যে যে ধরনের সামষ্টিক মূল্যায়ন পদ্ধতি যেমন মৌখিক, ব্যবহারিক, এসাইনমেন্ট, অঙ্কন, ইত্যাদি ব্যবহার করা যায় তা বিবেচনা করুন। - ধরে নিন আপনার শ্রেণিতে কয়েক ধরনের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী আছে। - সংশ্লিষ্ট পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা ও বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা
২	৪র্থ শ্রেণির বিজ্ঞান: ২য় প্রান্তিক পরীক্ষা পৃষ্ঠা ৩৪ থেকে ৬৭	
৩	৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়: ৩য় প্রান্তিক পরীক্ষা, পৃষ্ঠা ৬৪ থেকে ৯৫	

৭. যেকোনো ১টি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন এবং অন্য ২টি দলে ভিন্ন কোনো বিষয় থাকলে তা বলতে বলুন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আলোচনা করুন।

৮. উপস্থাপন শেষে সকল দলের উদ্দেশ্যে নিচের প্রশ্নগুলো করে তাদের প্রণিত প্রশ্নকাঠামো এবং মার্কিং গাইডটি ইনক্লুসিভ হয়েছে কিনা তা স্ব-মূল্যায়নের মাধ্যমে যাচাই করতে বলুন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিন।

- আপনাদের শ্রেণিতে কয় ধরনের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী ছিল?
- যে শিক্ষার্থী লেখায় দুর্বল বা লিখতে পারে না তার জন্য এ প্রশ্নকাঠামোটি কি সংগতিপূর্ণ?
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর জন্য কি সময় নমনীয় ছিল? বা কোনো নির্দেশনা ছিল?
- আপনার প্রশ্নকাঠামোটিতে আরো কি কি ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি/নির্দেশনা ব্যবহার করলে প্রশ্নটি শ্রেণির সকল ধরনের শিক্ষার্থীর জন্য অধিক সংগতিপূর্ণ হতো?
- আপনার প্রণিত মার্কিং গাইডটি কি সকল ধরনের শিক্ষার্থীর জন্য প্রযোজ্য?
- আপনার প্রণিত মার্কিং গাইডটি কি বৈষম্যহীন নম্বর প্রদানে সহায়ক, ইত্যাদি?

৯. উপরের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন এবং দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে প্রশ্ন করে শিখন নিশ্চিত করুন/ প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিন।

১০. আজ আমরা কি কি বিষয়ে জানলাম তা ১/২ জনের কাছ থেকে জানুন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

বি.দ্র.: ৪র্থ দিনের শেষ অধিবেশনে যে নির্দেশনা দিবেন:

- অংশগ্রহণকারীর মধ্য থেকে দুই জন (পুরুষ ও মহিলা নিশ্চিতকরণসহ) শিক্ষককে নির্বাচন করুন যারা **৫ম দিনে** একটি করে পাঠ উপস্থাপন (২০ মিনিট করে) করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন।
- দুই জন ২টি পাঠ (১ম শ্রেণির বংলা, ২য় শ্রেণির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা) বিষয়ে উপস্থাপন করবেন।
- পাঠে গাঠনিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় একীভূত মূল্যায়ন নিচিতকরণে সাঠিক মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন
- অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ২ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা শিক্ষক পh©বেক্ষক হবেন এবং অবশিষ্টরা শিক্ষার্থী হবেন।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে শারীরিক ও দৃষ্টি (কম দেখে) প্রতিবন্ধি, অমনোযোগি, দুর্বল, সবল (পড়া/লেখা/বলায়), ইত্যাদি ধরনের শিক্ষার্থী থাকবে।
- পাঠের শুরুতে ও পাঠ চলাকালীন শ্রেণি ব্যবস্থাপনা ইনক্লুসিভ মূল্যায়নে সহায়ক হয় এমনভাবে প্রস্তুত করে নিবেন।

তথ্যপত্র-১

শিশুর প্রতিবন্ধকতা বা সীমাবদ্ধতা যায়ই থাকুক না কেন শিক্ষা গ্রহণ তার অন্যতম অধিকার। এই শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া ইনক্লুসিভ পদ্ধতিতে নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্র অংঙ্গীকারাবদ্ধ। তাই সমাজের সকল ধরনের শিক্ষার্থী তাদের সামর্থ্য ও শিখন চাহিদা অনুসারে শিক্ষা গ্রহণ নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের একটি দায় আছে। কোনো কারণে এর ব্যত্যয় ঘটলে সেই শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া ইনক্লুসিভ হবে না। সমাজে সৃষ্টি হবে বৈষম্য যা রাষ্ট্রীয় দর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক।

একীভূত মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণে যেসকল ইতিবাচক ধারণা আমাদের লালন ও পালন করতে হবে:

- ❖ একীভূত মূল্যায়ন বলতে শুধু প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নকেই বুঝায় না বরং সকল ধরনের শিক্ষার্থী তাদের সামর্থ্য ও শিখন চাহিদা অনুসারে শিখন নিশ্চিতকরণকে বুঝায়।
- ❖ প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা অন্যান্য শিক্ষার্থীদের ন্যায় নিজ নিজ সামর্থ্য ও শিখন চাহিদা অনুসারে মূল্যায়িত হওয়ার অধিকার আছে।
- ❖ সকল ধরণের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা বিশেষ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন নেই।
- ❖ সকল ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, গোষ্ঠি ও শ্রেণি পেশার সন্তানদের শিক্ষা দান কার্যক্রম আলাদাভাবে না বরং একসাথে নিশ্চিত করতে পারলেই তাদের পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশ ও শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব।
- ❖ সব ধরণের শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষা দান কার্যক্রম করলে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয় না বরং শিক্ষার পরিবেশ সুন্দর ও কার্যকর হয়।
- ❖ লিখিত মূল্যায়নই একমাত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি নয় বরং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ও বিষয়ের চাহিদা অনুসারে লিখিত মূল্যায়নের পাশাপাশি বিকল্প অন্যান্য মূল্যায়ন পদ্ধতি যেমন- মৌখিক, পর্যবেক্ষণ, প্রজেক্ট ওয়ার্ক, জোড়ায়/দলগত কাজ, আলোচনা, অঙ্কন, ব্যবহারিক, এসাইনমেন্ট, ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে মূল্যায়ন নিশ্চিত করলে শিক্ষার্থী তার সামর্থ্য অনুযায়ী মূল্যায়িত হবে এবং মূল্যায়ন হবে ইনক্লুসিভ।
- ❖ শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও শিখন চাহিদা অনুসারে মূল্যায়নের সময় নমনীয় করলে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া হবে ইনক্লুসিভ।
- ❖ শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও শিখন চাহিদা অনুসারে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নমনীয় করলে মূল্যায়ন বিতর্কিত নয় বরং ইনক্লুসিভ হবে।
- ❖ একটি বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, পরীক্ষা একটি নির্দিষ্ট সময়ে নিতেই হবে। বিষয়টি এভাবে না ভেবে বরং বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পারিবারিক/সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি কারণে কোনো শিক্ষার্থীর পরীক্ষা দিতে না পারলে তাদের জন্য বিকল্প/নমনীয় সময়ের ব্যবস্থা রাখা।
- ❖ বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পারিবারিক/সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি কারণে কোনো শিক্ষার্থীর পরীক্ষা দিতে না পারলে তাদের জন্য নমনীয় মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা, ইত্যাদি।

ছক-১

কার্যক্রম	ক্ষেত্র (একটি করে নমুনা দেওয়া হল)	শিক্ষক যা করেছেন তা কি ইনক্লুসিভ ছিল? (হ্যাঁ/না)	ইনক্লুসিভ না হলে তা করার উপায় / উপায়সমূহ
গাঠনিক মূল্যায়ন	দলগত কাজ	হ্যাঁ	-শিক্ষক সবল ও দুর্বল শিক্ষার্থী দিয়ে দল করেছেন - শিক্ষক সকল দলের কাজ সমান গুরুত্ব দিয়ে মূল্যায়ন করেছেন

তথ্যপত্র-২

কোনো বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্নমালা প্রণয়নের আগে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন আবশ্যক। আর এই পরিকল্পনা প্রণয়নের ভিত্তি হলো-সংশ্লিষ্ট শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, টিজি, সিলেবাস ইত্যাদি। আর একীভূত মূল্যায়ন যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে হলে উক্ত প্রশ্নমালা প্রণয়নের পূর্ব পরিকল্পনাই হলো- "প্রশ্নকাঠামো" এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য "মার্কিং গাইড" প্রণয়ন করা। এর গুরুত্ব অপরিসীম কারণ-

- সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত সকল ধরনের বিষয়বস্তু ও একটিভিটি প্রশ্নকাঠামোয় প্রতিফলিত হয়েছে কি না তা সহজেই নিশ্চিত করা যায়।
- সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত কোনো বিষয়বস্তু ও একটিভিটি বাদ পড়লে তা সহজেই সনাক্ত করা যায়।
- শিক্ষাক্রমের চাহিদা অনুসারে মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি নিশ্চিত করা সহজ হয়।
- প্রশ্নের কাঠিন্যের মাত্রা (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) নির্ধারণ এবং বণ্টন করতে সহজ হয়।
- সকল ধরনের শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও চাহিদা বিবেচনাপূর্বক মূল্যায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- একই শিখনফল থেকে একাধিক প্রশ্ন করার সুযোগ অনেকাংশেই হ্রাস পাই অর্থাৎ প্রশ্ন যোগ্যতাভিত্তিক হয়।
- সকল বিদ্যালয়ে প্রশ্নমালার মান/প্রকৃতি অনেকাংশে অভিন্ন হয়।
- প্রত্যাশিত শিক্ষাক্রম এবং অর্জিত শিক্ষাক্রমের পার্থক্য অনেকাংশে হ্রাস পায়।
- মূল্যায়ন পদ্ধতি বৈষম্যহীন ও বিতর্কমুক্ত হয়, ইত্যাদি।

নমুনা প্রশ্নকাঠামো ও মার্কিং গাইড (তথ্যসূত্র: এসসিটিবি কর্তৃক প্রণিত মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলসের আংশিক পরিমার্জিত)

1st /2nd/3rd Terminal Assessment 201----
Grade III
Subject: English
Time: 2 & half hours **(Time will be flexible for special need students**)
Full Marks: 100

Ques. No	Question Item	Marks distribution (Cognitive Domain)				
		Marks	**K**	**C**	**A**	**HO**
Reading						
1	Multiple Choice Questions (MCQ)	1 × 6 = 6	3	2	1	-
2	Match the given words with their meaning	1 × 6 = 6	-	6	-	-
3	Fill in the blanks (Clues or without clues)	1 × 6 = 6	4	1	-	1
4	True/False (If false, give the correct answer)	1 × 6 = 6	5	1	-	-
5	Answer short questions (5 short constructed response questions will be given and students have to answer all of items)	1 × 5 = 5	2	1	-	2
6	Re-arrange (arrange words/ Re-arrange sentences)	1 ×6 = 6	-	-	6	-
Total marks (Reading)		35	14	11	7	3
Writing						
7	Correct the sentences (using capital letters and punctuation marks)	1 × 6 = 6	-	-	6	-
8	Write short and simple paragraph (by answering a set of questions (capital letters, punctuation marks, spelling and sentence structure, coherence will be marked)	8	-	-	7	1
9	Fill in the blanks (about days, cardinal and ordinal numbers, and cursive small and capital letters)	1 × 6 = 6	2	3		1
10	Short questions (by understanding instructions/ suggestions/ activities)	05	1	2	2	-
Total marks (Writing)		25	3	5	15	2
11	**Listening**	20	-	-	-	-
12	**Speaking**	20	-	-	-	-

Marking guide/Rubrics for Grade III

Question no 1: (Marks 6)
If the student can choose the answer correctly, s/he will get full marks. All the logical ways of answer will be rewarded. For each wrong matching, allocated marks will be deducted.

Question no 2: (Marks 6)
If the student can match words correctly, s/he will get full marks. All the logical ways of matching will be rewarded. For each wrong matching, allocated marks will be deducted. Mistakes like spelling/capital letter/sentence structure would not be considered here.

Questions 3 - 6 (Total marks 23)
If students express their correct ideas, they will get full marks. But any mistake like as Articles/
Capital Letters/ punctuation Marks/ Spellings / Sentence structure, coherence, etc will not be considered here.

Question 7 (Total marks 6)
Grammar
1. For every correction, will get 0.5 marks. Ensure total 12 corrections (capital letters and punctuation marks) in question.

Question 8 (Total marks 8)
1. Paragraph's content including vocabulary : Marks 3 (application)
If students express their correct ideas, they will get full marks. But any mistake like as Articles/Capital Letters/ punctuation Marks/Spellings/Sentence structure, etc will not be considered here.

Grammar
2. **Articles, Capital letters and punctuation Marks : Mark 2 (application)**
   (Correct 50% & and above, get full mark and below it, get 50% marks.)
3. **Spellings and Sentence structure: Marks 2 (application)**
   (Correct 50% & and above get, full marks and below it, get 50% marks)

Coherence
4. **Coherence : Mark 1(higher order)**
   (Correct 50% & and above, get full mark and below it, get 50% marks.)

Question 9 (Total marks 6)
1. For every correct answer, will get 1 mark. Ensure total 6 gaps (about days, cardinal and ordinal numbers, and cursive small and capital letters) in question.

Question 10 (Total marks 5)

1. Question 1: Marks 2
***** If students express their correct ideas in answer, will get **1 mark (knowledge)**. But any mistake like as Articles/Capital Letters/ punctuation Marks/ Spellings / Sentence structure, etc will not be considered here.
*** Grammar :** Articles, Capital letters and punctuation Marks, Spellings and Sentence structure : **Mark 1 (application)** (Correct 50% & and above, get full mark and below it, get 50% marks.)

2. Question 2: Marks 3
* If students express their correct ideas in answer, will get **2 marks (comprehension)**. But any mistake like as Articles/Capital Letters/ punctuation Marks/ Spellings / Sentence structure, etc will not be considered here.
*** Grammar :** Articles, Capital letters and punctuation Marks, Spellings and Sentence structure : **Mark 1 (application)** (Correct 50% & and above, get full mark and below it, get 50% marks.)

NB: During assessment, please ensure rational and special consideration for special needs students.

৫ম দিন	শিরোনাম: একীভূত মূল্যায়নের অনুশীলন	অধিবেশন: ১৮

সময়: ১:৩০ ঘণ্টা

শিখনফল: অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

১. গাঠনিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় একীভূত মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি পাঠে অনুশীলন করতে পারবেন।

২. সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় একীভূত মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নকাঠামো অনুসরণ করে প্রশ্নমালা প্রণয়ন করতে পারবেন।

উপকরণ: মার্কার, অধিবেশন -১৬ এর কর্মপত্র-২ (পূরণকৃত), তথ্যপত্র-৩, অধিবেশন-১৭ এর ছক-১, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা ও বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা, ইত্যাদি

পদ্ধতি ও কৌশল: দলগত কাজ, উপস্থাপন ও আলোচনা, ইত্যাদি

কাজ-১ (১নং শিখনফলের জন্য) **সময়: ৫৫ মিনিট**

১. শুরুতেই কুশল বিনিময়পূর্বক সকলকে স্বাগত জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।

২. আগের অধিবেশনের বিষয়বস্তু নিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করে এই অধিবেশনের সংযোগ স্থাপন করুন।

৩. বলুন আগের দিন যে দুই জন শিক্ষককে পাঠ উপস্থাপনের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল এখন আমরা তাদের পাঠ উপস্থাপন করা দেখবো।

৪. পাঠ উপস্থাপনকারীদের বলুন আগের দিন যে সকল নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল সেগুলো যেন অনুসরণ করেন। প্রয়োজনে আরো একবার বলে দিন।

৫. আগের দিনের নির্দেশনা অনুসারে যে চারজন পাঠ পর্যবেক্ষণ করবেন তাদের অধিবেশন-১৭ এর ছক-১ সরবরাহ করুন এবং এই ছক অনুসারে পাঠ পর্যবেক্ষণ করতে বলুন।

৬. এবার একে একে দুই জনকে পাঠ উপস্থাপন (২০ মিনিট করে) করতে বলুন এবং যেকোনো দুই জন পাঠ পর্যবেক্ষকের মতামত জানতে চান এবং অন্য দুই জনের ভিন্ন কোনো বিষয় থাকলে তা বলতে বলুন।

৭. প্রয়োজনে অধিবেশন-১৬ এর কর্মপত্র-২ (পূরণকৃত) বিবেচনাপূর্বক ফলাবর্তন দিন এবং দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে প্রশ্ন করে শিখন নিশ্চিত করুন।

কাজ-২ (২নং শিখনফলের জন্য) **সময়: ৩৫ মিনিট**

১. কাজ শুরুর আগে বলুন গত অধিবেশনে আমরা সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় একীভূত মূল্যায়নের প্রশ্নকাঠামো এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য মার্কিং গাইড কীভাবে তৈরি করতে হয় তা জেনেছি। এছাড়া বলুন প্রতিটি দল একটি করে একীভূত মূল্যায়নের প্রশ্নকাঠামো এবং মার্কিং গাইডও প্রণয়ন করেছে।

২. এখন আমরা প্রত্যেকে দল এই একীভূত প্রশ্নকাঠামো অনুসরণপূর্বক একটি করে ১০০ নম্বরের ইনক্লুসিভ প্রশ্নমালা প্রণয়ন করবো। সময় দিন ২৫ মিনিট।

৩. আরো বলুন এই প্রশ্নমালা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা ও বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনায় নির্ধারিত সিলেবাস অনুসরণ করবেন। দলগত কাজ ঘুরে ঘুরে দেখুন এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা করুন।

৪. প্রশ্নমালা প্রণয়ন শেষ হলে যেকোনো একটি দলকে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলুন এবং অন্য দুটি দলের ভিন্ন কোনো বিষয় থাকলে তা বলতে বলুন। অধিবেশন-১৬ এর তথ্যপত্র-৩ অনুসারে দলগত কাজ মূল্যায়ন করুন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিন।

৫. আজকের তিনটি অধিবেশন থেকে আমরা কী কী বিষয়ে জানলাম তা কয়েকজনের নিকট থেকে জানুন।

৬. শেষে বলুন এখন থেকে সকলে এভাবে নিজ নিজ পাঠে এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় ইনক্লুসিভ মূল্যায়ন নিশ্চিত করবো। তাহলে সকল ধরনের শিক্ষার্থীর স্ব-স্ব শিখন চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

৭. সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।